ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৫ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 28 September, 2019 ■ আগরতলা, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ১০ আশ্বিন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যের মন্দিরগুলিতে পশু-পাখি বলি নিষিদ্ধ নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে সমস্ত মন্দিরে পশু-পাখি বলি নিষিদ্ধ করল ত্রিপুরা হাইকোর্ট। শুক্রবার ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জয় কারোল এবং বিচারপতি অরিন্দম লোধের ডিভিশন বেঞ্চ এই রায় দিয়ে রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালে প্রাক্তন জেলা ও দায়রা বিচারক সুভাষ ভট্টাচার্য পশু বলি বন্ধে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন ত্রিপুরা হাইকোর্টে। ওই মামলায় ত্রিপুরা সরকারের মুখ্যসচিব, গোমতি জেলার জেলাশাসক তথা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের সেবাইত, ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির পরিচালন কমিটির চেয়ারম্যান, উদয়পুরের মহকুমাশাসক তথা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির পরিচালন কমিটির সদস্যসচিব এবং কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের সচিবকে পক্ষভুক্ত করা হয়েছিল। ওই মামলায় গত ১৯ সেপ্টেম্বর শুনানি সম্পন্ন হয়েছে। আজ হাইকোর্ট মামলায় রায় শুনিয়েছে।

ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জয় কারোল এবং বিচারপতি অরিন্দম লোধের ডিভিশন বেঞ্চ ওই মামলার সমস্ত আবেদন গ্রাহ্য করে রাজ্যের সমস্ত মন্দিরে পশু কিংবা পাখি বলি প্রথায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

ত্রিপুরা হাইকোর্ট রায় দান করে বলেছে, ত্রিপুরার মন্দিরগুলিতে রাজ্য কিংবা বহিঃরাজ্যের কোনও ব্যক্তি পশু বা পাখি বলি দিতে পারবেন না। রায়ে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, ত্রিপুরা সরকার দেবী ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির আন্তর্জাতিক পর্যটনক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টায় রয়েছে। প্রত্যেক ধর্মের মানুষ ওই মন্দির পরিদর্শনে আসবেন। সেক্ষেত্রেও কোনও ব্যক্তি, তিনি যে কোনও ধর্মেরই হোন, মন্দিরে বলি দিতে আগ্রহ প্রকাশ করলে তাতে আপত্তি জানাতে হবে। বরং বলির জন্য যে পশু বা পাখি আনা হবে তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জায়গা রাজ্য সরকারকেই স্থির করতে হবে।

ত্রিপুরা হাইকোর্ট গোমতি ও পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক এবং জেলা পুলিশ সুপারদের এই রায় কঠোরভাবে পালনের নির্দেশ দিয়েছে। সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রশাসনিক আধিকারিকদের ওই রায় বলবতে দায়বদ্ধ বলে হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে। এদিকে, ত্রিপুরা হাইকোর্ট রাজ্য সরকারের মুখ্যসচিবকে এই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা জারি করার নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি অন্তত দুটি মন্দির যেমন দেবী ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির এবং চতুর্দশ দেবতা মন্দিরে ওই নির্দেশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাধারঘাট উপনির্বাচনে জয়ী বিজেপি অক্সিজেন পেল সিপিএম ও কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। বাধারঘাট কেন্দ্রে উপনির্বাচনে বিজেপি জয়ী হয়েছে। বিজেপি প্রার্থী মিমি মজুমদার ২০,৪৮৭টি ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন। অন্যদিকে তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিএম সমর্থিত বামফ্রন্ট প্রার্থী বুল্টি বিশ্বাস ১৫,২১১টি দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছেন। তেমনি কংগ্রেস প্রার্থী রতনচন্দ্র দাস ৯১০৫টি ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন। তবে, বাধারঘাট উপনির্বাচনের ফলাফলে নতুন ভাবনা জরুরি হয়ে পড়েছে, তা অস্বীকার করার কোনও অবকাশ নেই।

বিজেপির জয়ী প্রার্থী মিমি মজুমদারকে সার্টিফিকেট তুলে দেন রিটার্নিং অফিসার। ছবি নিজস্ব।

এদিন সকাল থেকে গণনা শুরু হওয়ার পর বিজেপির জয় নিশ্চিত হয়ে যায়। কারণ, পোস্টাল ব্যালটের গণনা এবং প্রত্যেক রাউন্ডেই বিজেপি প্রার্থী এগিয়ে যাচ্ছিলেন। আজকের ভোটগণনাকে ঘিরে সকাল থেকেই বিজয় মিছিলের প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিল বিজেপি। গণনা যত এগিয়েছে, বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের উল্লাসের মাত্রা ততই বাড়তে থাকে। উপনির্বাচনে রিটার্নিং অফিসার জানিয়েছেন, বিজেপি ২০,৪৮৭, সিপিএম ১৫,২১১, কংগ্রেস ৯,১০৫, এসইউসিআই প্রার্থী ৪৭০টি ভোট পেয়েছেন। নোটায় ভোট পড়েছে ৬৬৭টি। তাছাড়া, চারটি ভোট বাতিল হয়েছে। সবমিলিয়ে ভোট পড়েছিল ৪৫,৯৪৪টি। বিজয়ী প্রার্থীর হাতে জয়ের সংশাপত্র তুলে দিয়েছেন রিটার্নিং অফিসার।

প্রত্যাশিতভাবেই উপনির্বাচনে বিজেপি জয়ী হয়েছে। ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় কমেছে সিপিএমের ভোট। কিন্তু, উনির্বাচনে একাংশ ভোটারের ভোট বাক্সে মত প্রকাশে অনুপস্থিতিতে বিজেপিকে নতুন করে ভাবতে হবে। কারণ, উপনির্বাচনে বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় ১২ শতাংশ ভোট কম পড়েছে। তেমনি তর তর করে বিজেপির ভোটের হারও কমে গেছে। সিপিএমেরও ভোট কমেছে, কিন্তু কংগ্রেস-সিপিএম মিলে বিজেপি থেকে ভোট বেশি পেয়েছে। বিরোধী খাতায় ভোটার বেড়ে যাওয়ার ঘটনায় নতুন করে ভাবনা জরুরি বলে মনে করা অস্বাভাবিক নয়, মন্তব্য রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের।

২০১৮ সালের বিধানসভা, এর পর ২০১৯ লোকসভা নির্বাচন এবং এখন একটি মাত্র কেন্দ্রে উপনির্বাচনের হিসাব-নিকাশ অত্যন্ত জরুরি বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনে দিলীপ সরকার জয়ী হয়ে তাঁর দুর্গ ধরে রেখেছিলেন। প্রয়াত দিলীপ সরকার কংগ্রেস থেকে তৃণমূল এবং তার পর বিজেপিতে যোগ দিলেও ভোটাররা ২০১৮ বিধানসভা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হেরেও খুশি সিপিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। উপনির্বাচনে হেরেও খুশি সিপিএম। সিপিএম সমর্থিত বামফ্রন্ট প্রার্থী বুল্টি বিশ্বাসের কথায় মানুষের বিপুল সমর্থন প্রত্যাশায় ছিল না। এই ফলাফলে প্রমাণিত হয়েছে সিপিএমের পাশে মানুষ এখনও রয়েছেন। তাঁর দাবি, আজকের ফলাফল আগামীদিনের রসদ জোগাবে। এদিকে, বামফ্রন্টের আহ্বায়ক বিজন ধর এই ফলাফলে বিজেপির জনবিরোধী নীতি এবং মানুষের ওপর ক্রমাগত আক্রমণের বিরুদ্ধে ক্ষোভের বর্হিপ্রকাশ ঘটেছে।

এদিন বামফ্রন্ট প্রার্থী বুল্টি বিশ্বাস বলেন, বাধারঘাট উপনির্বাচনে পরাজয় হয়েছে ঠিকই। কিন্তু, গণদেবতাদের বিপুল জনসমর্থন আশা করেনি। বিধানসভা

বাধারঘাট উপনির্বাচন

নির্বাচনের পর এই ফলাফল প্রমাণ করেছে, মানুষ এখনও বামেদের পাশে রয়েছেন। তিনি জোর গলায় বলেন, আজকের এই ফলাফল আগামীদিনে আরও শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। তাঁর দাবি, আগামীদিনে এই ফলাফল বামেদের সংগ্রামে রসদ জোগাবে।

এদিকে, বামফ্রন্টের আহ্বায়ক বিজন ধর বলেন, সমস্ত বাধা বিপত্তি অগ্রাহ্য করে বামফ্রন্ট জয়ী হতে না পারলেও বিপুল মানুষের সমর্থন পেয়েছে। তাঁর কথায়, বিজেপির জনবিরোধী নীতি এবং মানুষের ওপর ক্রমাগত আক্রমণের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভের বর্হিপ্রকাশ বামফ্রন্টকে বিপুল সমর্থনের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর দাবি, বাধারঘাট জনগণের আস্থা ভরসাস্থল হয়ে দাঁড়াবে। যা আগামীদিনে সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়ক ভূমিকা নেবে।

রেলের ধাক্কায় বৃদ্ধের মৃত্যু ধর্মনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে রেলের ধাক্কায় মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। মৃতের নাম স্বপন চন্দ্র দে। বাড়ি কামেশ্বর লাল বাজার এলাকায়। জানা যায়, গামছা পরিহিত অবস্থায় তিনি রেল পথের পাশ দিয়ে ঘোরা ফেরা করছিলেন ঐ সময় রাজধানী এক্সপ্রেস দ্রুত বেগে আসছিল।

রাজধানী এক্সপ্রেসের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয় বৃদ্ধ স্বপন চন্দ্র দেবের। তার মৃত্যুর সংবাদে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। ঐ বৃদ্ধের অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গেছে। রেলের ধাক্কায় বৃদ্ধের মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে ধর্মনগর থানার পুলিশ এবং রেল পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। সেখান থেকে মৃত দেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাধারঘাট উপনির্বাচন ঃ ভোটাররা সমস্ত ষড়যন্ত্র ভেস্তে দিয়েছেন, বলল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। ষড়যন্ত্রের জবাব দিয়েছেন ভোটাররা। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে বাধারঘাট উপনির্বাচনের ফলাফল নিয়ে এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে বিজেপি। দলের প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য এবং বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী এই ফলাফলে কংগ্রেস ও সিপিএম কাছে আসার সুড়সুড়ি দিয়েও ব্যর্থ হয়েছে বলে দাবি করেছেন।

এদিন, নবেন্দু বাবু বলেন, উপনির্বাচনের ফলাফলে আমরা অত্যন্ত খুশি। তাই তিনি সমস্ত ভোটারদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। পাশাপাশি বিজয়োল্লাসের নামে উশৃঙ্খলতা যাতে না হয়, সেবিষয়ে দলের কর্মী সমর্থকদের সতর্ক করেছেন।

এদিন বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী বলেন, এই ফলাফল কাঙ্খিত ছিল। ত্রিপুরার রাজনীতিতে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে। তাঁর দাবি, সুষ্ঠ ও অবাধ নির্বাচন প্রত্যক্ষ করেছেন রাজ্যবাসী। বাধারঘাট উপনির্বাচন প্রমাণ করেছে গণতন্ত্র কিভাবে রক্ষা করতে হয়। তিনি বলেন, ওই নির্বাচনকে ঘিরে কোথাও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। বিরোধিরাও এমন অভিযোগ করেননি। তাঁর কথায়, উৎসবের মেজাজে ভোট হয়েছে। বিজেপি প্রার্থী ৫২৭৬ ভোটের ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, বহু ষড়যন্ত্র হয়েছিল। কংগ্রেস-সিপিএম মিতালি, এই উপনির্বাচনে আরও কাছে আসার সুড়সুড়ি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাধারঘাটের বিচক্ষণ গণতন্ত্র প্রিয় গণদেবতারা বিগত দিনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে মতাধিকার প্রয়োগ করেছেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জলের দাবীতে খাসিয়ামঙ্গলে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৭ সেপ্টেম্বর।। শুখা মরশুমের শুরুতেই তীব্র পানীয় জলের সঙ্কট। জলের দাবিতে তেলিয়ামুড়া অমরপুর সড়ক অবরোধ করল এলাকাবীসারা। ঘটনা খাসিয়ামঙ্গল এলাকায়। শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ। অবরোধ চলে প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে।

শুখা মরশুমের শুরুতেই জলস্তর নিচে নেমে যায়। ফলে খাসিয়ামঙ্গল এলাকায় তীব্র পানীয় জলের সঙ্কট দেখা দেয় গত কয়েকদিন ধরে। এই সমস্যা নিরসনের জন্য এলাকাবাসীরা শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ তেলিয়ামুড়া- অমরপুর সড়ক অবরোধ করে খাসিয়ামঙ্গলে। ফলে রাস্তার উভয়দিকে যাত্রীবাহী যানবাহন আটকে পড়ে। দেখা দেয় যাত্রী দুর্ভোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান তেলিয়ামুড়া এসডিপিও, তেলিয়ামুড়া ব্লক আধিকারিক সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। প্রশাসন দফায় দফায় অবরোধকারীদের সাথে কথাবার্তা বলেন।

কিন্তু অবরোধকারীরা তাদের দাবিতে অনড় থাকে। এই অবরোধ চলে তিন ঘণ্টা ধরে। পরে সড়ক অবরোধ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বকেয়া মজুরী মিটিয়ে দেওয়ার দাবীতে হেজামারায় অবরোধ রেগা শ্রমিকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। রেগার মজুরি তাড়াতাড়ি মিটিয়ে দিতে হবে মূলত এই শ্লোগানকে সামনে রেখে রাস্তা অবরোধে বসল হেজামারা ব্লকের রেগা শ্রমিকরা। শুক্রবার সকাল আনুমানিক ১১টায় প্রায় শতাধিক রেগা শ্রমিক সদর উত্তরের হেজামারা বাজার সংলগ্ন স্থানে মূল সড়কে অবরোধে বসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। যার ফলে আগরতলা-খোয়াই, কমলপুরের মধ্যে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। রাস্তার দু'দিকেই আটকে যায় প্রায় সহস্রাধিক যাত্রীবাহী সহ অন্যান্য গাড়ি।

আন্দোলন এতটাই তীব্র ছিল ঘণ্টাখানেকের ভারী বর্ষণেও পিছু হটেনি শ্রমিকরা। অবরোধস্থলে সিধাই থানার পুলিশ বাহিনী এবং হেজামারা ব্লকের বিডিও কমল দেববর্মা এলেও আন্দোলন প্রত্যাহার করতে ব্যর্থ হয় প্রশাসন। ৩০ দিনের রেগার কাজ করে প্রায় দু'মাস পার হলেও টাকা প্রদানে দপ্তরের কোন হেলদোল নেই। ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা জানান চাঁদপুর এডিসি ভিলেজের অধিকাংশ শ্রমিকরাই তাদের প্রাপ্য মজুরি থেকে বঞ্চিত। অবিলম্বে রেগা শ্রমিকদের বকেয়া মজুরির টাকা মিটিয়ে না দিলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

অবশ্য টানা তিন ঘণ্টা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শনিবার মহালয়া। দেবীপক্ষের সূচনার নানা পূজার্চনা শুরু হয়েছে। শুক্রবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

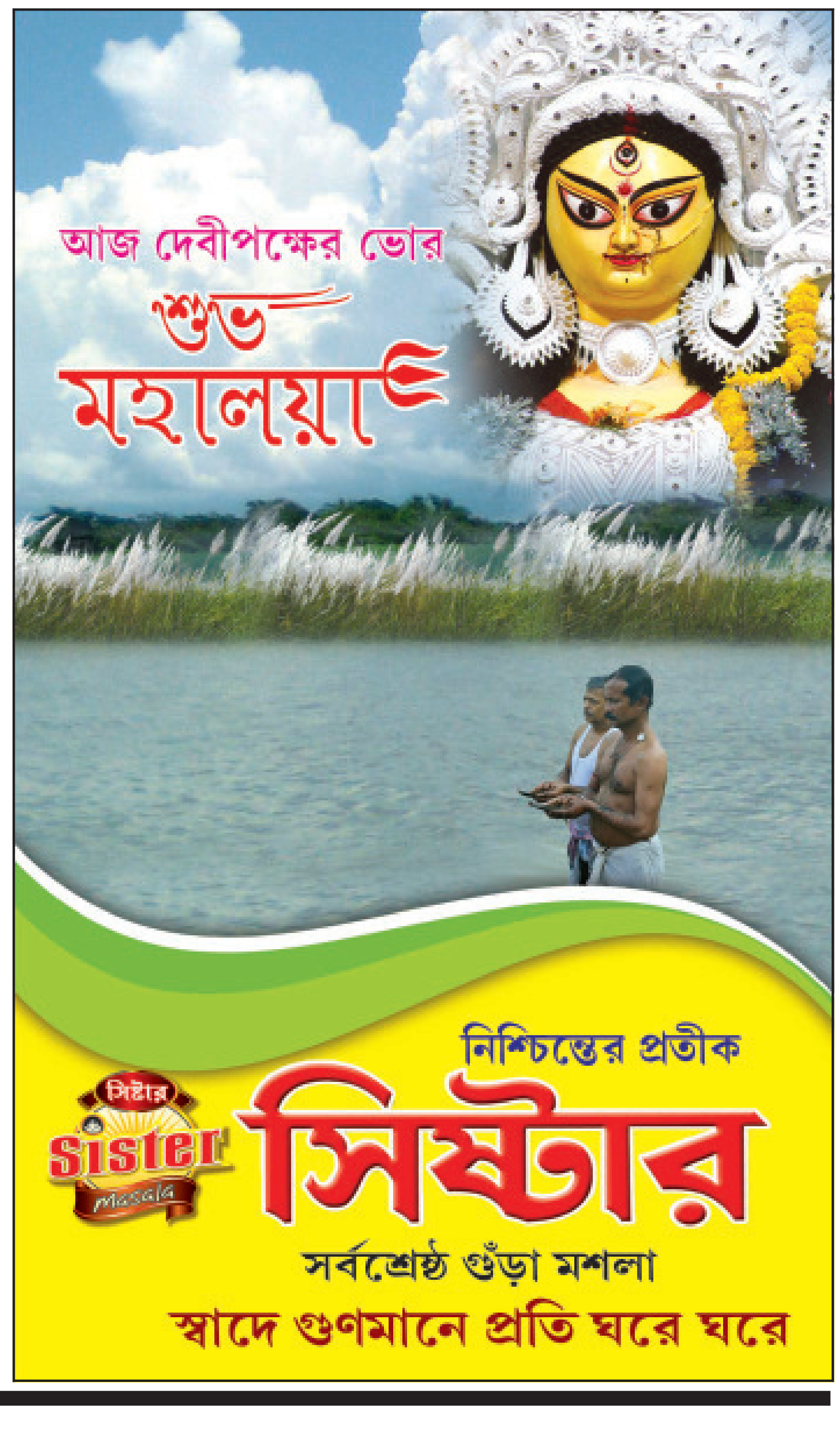

আত্মঘাতী দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। শুক্রবার সাতসকালে আগরতলার বনকুমারীতে এক কিশোরের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। প্রণয়ের সম্পর্কে চিড় ধরায় এই পরিণতি বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আজ আগরতলা শহরের কাছে বনকুমারী সাহা পাড়ায় জয়দেব মোদকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ওই কিশোর বিদ্রোহী কবি নজরুল বিদ্যাভবনের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র ছিল। এদিন সকাল ছয়টা নাগাদ নিজের বাড়িতে একটি ঘরে গলায় ফাঁস জড়িয়ে আত্মহত্যা করেছে। তার বাবা-মা ছেলেকে এই অবস্থায় দেখে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন।

সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ নামিয়ে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়া ও ধর্মনগরে বিস্তর নেশা সামগ্রী উদ্ধার, আর কে নগরে পুড়ানো হল গাঁজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া/ধর্মনগর/আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। পুলিশের কারসাজিতে বারবার পার পেয়ে গেলেও এবার আর শেষরক্ষা হল না। তিন যুবককে ১ কৌটা ড্রাগস সহ একটি গাড়ি আটক করল ট্রাফিক পুলিশ। তেলিয়ামুড়া শহর থেকে বৃহস্পতিবার রাত্রিকালীন সময়ে এই সাফল্য পায় ট্রাফিক পুলিশ। তেলিয়ামুড়া ট্রাফিক পুলিশ বৃহস্পতিবার রাত ১০টা ৫০ মিনিট নাগাদ টিআর০৬বি-০৩৯০ নম্বরের একটি মারুতি গাড়ি আটক করে। পুলিশ গাড়িটিতে তল্লাশ চালিয়ে ১ কৌটা ড্রাগস পায়। সাথে সাথে ট্রাফিক পুলিশ তিন যুবক সহ গাড়িটিকে আটক করে তেলিয়ামুড়া থানায় নিয়ে আসে। ধৃত যুবকরা হল অজয় সাহা, সারন সরকার, জয়ন্ত চক্রবর্তী। পরে পুলিশ একটি এনডিপিএস কেইসে মামলা নেয়। যার কেইস নম্বর ৭৩/১৯-২২(এ)/২৯ অফ এনডিপিএস অ্যাক্ট-১৯৮৫ ধারা মূলে কেইস নেয়। তেলিয়ামুড়া থানার একটি সূত্রে জানা গেছে, আটককৃত গাড়িটি এর আগে আরও দুইবার পুলিশ আটক করেছিল। পুলিশ তখন শাসক দলের এক সিকি নেতার দাপটে গাড়িটি ছেড়ে দিতে হয় কোনো এক অজ্ঞাত কারণে। কিন্তু এবার আর শেষ রক্ষা হল না।

এদিকে, শুক্রবার দুপুর একটা নাগাদ শিলচর-আগরতলাগামী ট্রেনেটি ধর্মনগর স্টেশনে প্রবেশ করে। জিআরপি জওয়ানরা তাদের রুটিন চেকআপে গিয়ে সাধারণ কামরায় একটি কার্টুন পায়। জিজ্ঞাসবাদ করার পরও কোন দাবিদার না পাওয়ায় কার্টুনটি নামিয়ে নিয়ে যায়। তল্লাসিতে ওই কার্টুনের ভিতর থেকে ২১০টি এসকফ সিরাপ বোতল পাওয়া যায়। যার বাজারমূল্য আনুমানিক ২২ হাজার ৬৮০ টাকা। জিআরপির পক্ষ থেকে জানানো হয় ট্রেনগুলি ১ বা ২ মিনিটের জন্য স্টেশনে থামে। তাতে সঠিকভাবে তল্লাসী চালানো যায় না। তাতে পাচারকারীরা অনায়াসে তাদের পাচার বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে।

অন্যদিকে, আবারও পুড়িয়ে ধ্বংস করা হল প্রচুর পরিমাণ গাঁজা। বোধজংনগরে শুক্রবার পোড়ানো হয় ১৪৩৮কেজি গাঁজা। গতবছর সোনামুড়ার কমলনগর এলাকা থেকে ওইসব গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছিল। বাজেয়াপ্ত করা ওই গাঁজা আদালতের নির্দেশে শুক্রবার পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। আরও প্রচুর পরিমাণে গাঁজা মজুত রয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুহুরিতে তলিয়ে যাওয়া ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৭ সেপ্টেম্বর।। দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজার মহকুমার অধীন কলসিরমুখ কারিমোহন পাড়ার বাসিন্দা দিব্যজয় ত্রিপুরা গত ১লা সেপ্টেম্বর মুহুরি নদী পার হওয়ার সময় নদীর জলে তলিয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে ডিজাস্টার মেনেজম্যান্টের কর্মীরা ও এনডিআরএফ এর সদস্যরা খোঁজাখুজি করে নিখোঁজ ব্যক্তিকে উদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়।

অবশেষে শুক্রবার দুপুরে কলসিরমুখ এলাকার লোকজন দেখতে পায় নদীর বালির স্তরে পঁচাগলা মৃতদেহ। সাথে সাথেই খবর দেওয়া হয় পুলিশ ও মহকুমা প্রশাসনকে। শান্তিরবাজার মহকুমা প্রশাসনের ডিসিএম রুদ্রদীপ নাথ ও বাইখোরা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে। পরিবারের লোকজন মৃতদেহ সনাক্ত করেছেন। পরবর্তী সময়ে মৃতদেহ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ৩৪৪ ▫ ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ইং ▫ ১০ আশ্বিন ▫ শনিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

উপনির্বাচনের শিক্ষা

জয় পাইলেও বাধারঘাট বিধানসভা আসনে উপনির্বাচনের ফলাফল ক্ষমতাসীন বিজেপি দলের কাছে স্বস্তিদায়ক এমন বলিবার সুযোগ নাই। এই নির্বাচনী জয়ের আনন্দে ভাসিলেও নেতৃত্বের সামনে যে অশনি সংকেত সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিবার কথা নহে। এই বিধানসভা আসনে উপনির্বাচন এমন সময়ই হইয়াছে যখন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন দলের প্রাথমিক সদস্যপদ হইতে পর্য্যন্ত পদত্যাগ করিলেন। এই অবস্থাতেও কংগ্রেস প্রার্থী পাইয়াছেন ৯১০৫ ভোট। সিপিএম প্রার্থী পাইয়াছেন ১৫২১১ ভোট। বিজেপি প্রার্থী ভোট পাইয়াছেন ২০৪৮৭ টি। এই ফলাফলে বিরোধীরা কার্য্যত অক্সিজেন পাইয়াছে। বিরোধী সিপিআইএম দল প্রতিক্রিয়ায় জানাইয়াছে যে, এই নির্বাচনী ফলে দল আগামীদিনের রসদ পাইয়াছে। কংগ্রেস ও সিপিএমের প্রাপ্ত ভোট যোগ করিলে দেখা যাইবে বিজেপি প্রার্থীর চাইতে বেশী ভোট মিলিয়াছে। বাধারঘাটের উপনির্বাচনে রিগিং ইত্যাদির অভিযোগ ছিল না। কংগ্রেস ভোট নির্বিঘ্নে হইয়াছে বলিয়া আগেই ঘোষণা দিয়াছে। উপনির্বাচনে বিরোধীরা সাধারণত সুবিধা করিতে পারে না। কিন্তু বাধারঘাটে উপনির্বাচনী ফলাফল চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল যে, মানুষের মনের অবস্থা কি?

বাধারঘাট উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থীর জয় সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন ছিল না। প্রশ্ন ছিল বিরোধীরা কতখানি ভোট টানিবে। এই নির্বাচনী ফলাফল কার্য্যত বিজেপি দলকে সতর্ক করিয়া দিল। এই উপনির্বাচনী ফলাফল হইতে শিক্ষা নিয়া রাজ্য বিজেপি সহ বিভিন্ন দল হয়তো এখনই স্ট্রেটেজি ঠিক করিয়া নিবে। দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকিলে ভোটারদের মধ্যে প্রতিষ্ঠান বিরোধী মানসিকতা দেখা দেয়। ২০১৮ সালে এই প্রতিষ্ঠানবিরোধী মানসিকতার কারণেই মূলত বামফ্রন্টকে ক্ষমতাচ্যুত হইতে হয়। বামফ্রন্টকে সরাইতে অন্তত পঁচিশ বছর সময় লাগিয়াছে। যদিও অভিযোগ উঠিত যে, বামেরা রিগিং ইত্যাদি করিয়াই এতকাল ক্ষমতায় থাকিয়াছে। তবু, বলা সংগত যে, বামকে হঠাইতে অন্তত পঁচিশটা বছর লাগিয়াছে। পঁচিশ বছর রাজত্বের পর জনরোষ আছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় তো এই সেদিন বসিয়াছে। দেড় বছর অতিক্রান্ত চলিয়াছে মাত্র। এই সময়ের মধ্যেই বিরোধী শক্তি ভোট টানিয়া নিল? এই ঘটনা গেরুয়া শিবিরকে ভাবাইবে। একথা তো ঠিক, এখন বিরোধী সিপিএম দলের কর্মী সমর্থকরা বিভিন্ন এলাকায় মিছিল মিটিং সংঘটিত করিতেছে। একদিন তাহারা ভয়ে নড়িত পারিতেন না। এখন তাহারা ভয় ভীতি উপেক্ষা করিয়া রাস্তায় নামিতেছেন। ক্ষমতাসীন দলের কর্মীরাও এখন আর তেমন প্রতিরোধ ইত্যাদিতে যুক্ত হইতেছেন না। ক্ষমতায় আসিবার পর তো বিজেপি কর্মীদের তৎপরতা বহুগুন বৃদ্ধি পায়। বিরোধীদের বাড়ীঘরে হামলা ইত্যাদি হইয়াছে। যতদিন যাইতেছে ততই গেরুয়া দলের কর্মীরাও অনেক খানি সজাগ হইয়াছেন। তাহাদের সামনে বিরোধীরা এখন আর তেমন চক্ষুশূল নহে। এই অবস্থায় রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্ক নতুন ভাবে রচিত হইবে বলিয়াই মনে হইতেছে।

বাধারঘাট উপনির্বাচনে বিরোধী কংগ্রেস ও সিপিএমের প্রার্থীরা এত ভোট পাওয়ার ঘটনায় আগামী দিনে রাজনীতির গতিপথ নিয়া নিশ্চয় প্রশ্ন চিহ্ন আনিয়া দিয়াছে। একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এরাজ্যে কংগ্রেস দল গভীরতর সংকটের মধ্য দিয়া চলিতেছে। প্রদেশ সভাপতি প্রদ্যুৎ কিশোর দলকে সর্বনাশের পথে পাঠাইয়া পালাইয়া গেলেন। এই যখন দুরবস্থা তখন প্রাচীন এই দল এত ভোট টানিল কিভাবে? কংগ্রেস বিজেপির সঙ্গে টক্কর দিতে ব্যর্থ হইয়াছে। অনেকেই আশা করিয়াছিলেন যে, টানা পঁচিশ বছরের সিপিএমের শাসনে রাজ্যের মানুষ তিতিবিরক্ত, হয়তো এই দলকে উঠিয়া আসিতে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হইবে। সেখানে বিজেপির বিকল্প হিসাবে কংগ্রেস উঠিয়া আসিবে বলিয়া অনেকেই ধারণা করিয়াছিলেন। কিন্তু, ক্ষমতা হারানোর দেড় বছরের মাথায় এই ভোট টানিবার ঘটনাকে খাটো করিয়া দেখিবার তো সুযোগ নাই। বাধারঘাটের এই নির্বাচনী ফলাফল অন্তত জন মানসিকতার বদ্ধ দুয়ার খুলিয়া দিল। ক্ষমতাসীন দল বিজেপি এই ফলাফল হইতে শিক্ষা নিয়া আগামী দিনে চলার পথ নির্ধারণ করিবে। এই উপনির্বাচনে বিজেপির জয় সম্পর্কে কোনও সংশয় ছিল না। বিরোধীরা কত ভোট টানিতে পারিবে তাহাই ছিল মূল লক্ষ্য। আর ভোট ফল দেখিয়া বিরোধীরা হতাশ হয় নাই বরং উৎফুল্ল হইয়াছেন। তাহারা এত ভোট পাইবেন হয়তো এমন ধারণা ছিল না। উপনির্বাচনী ফলাফল হইতেই সব দলকেই শিক্ষা নিতে হইবে। অবাধ ও সুষ্ঠু ভোট আগামী দিনেও এরাজ্যে সম্পন্ন হইবে। তাহা নিশ্চিত করাই বড় কথা। গণতন্ত্রের সম্প্রসারণে ও গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলনে রাজ্যের সব অংশের জনগণ সামিল হইয়া ত্রিপুরাকে দেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থানে নিবার সংগ্রামকে সফল করিতেই হইবে।

রামমোহন রায়কে নিয়ে বেফাঁস মন্তব্য করে ফের বিপাকে বাবুল

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): "রাজা রামমোহন রায় আমাকে ইতিমধ্যে মাফ করে দিয়ে হাসিমুখে এসএমএস করেছেন"। নিজের এহেন মন্তব্যে ফের বিপাকে পড়লেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়ঊ গতকাল প্রেসক্লাবে বিজেপির টলিউডে শিল্পী-কলাকুশলীদের একটি নতুন অরাজনৈতিক সংগঠনের আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠান ছিলঊ সেখানে বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী নিয়ে বলতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, "সতীদাহ প্রথা রদ করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর"ঊ এরপরেই সেই মন্তব্য নিয়ে হাসির রোল ওঠে বিভিন্ন মহল সহ সোশ্যাল মিডিয়ায়ঊ এবার সেই পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে ফের বিপত্তি ঘটালেন বাবুলঊ তিনি তাঁর ফেসবুকে মজার ছলে লিখেছেন, "রাজা রামমোহন রায় আমাকে ইতিমধ্যে মাফ করে দিয়ে হাসিমুখে এসএমএস করেছেন।" এতেই একাংশের প্রশ্ন, রামমোহন রায়ের মত ব্যক্তিত্বকে নিয়ে এভাবে রসিকতা করাটা শোভনীয় কিনা ?

গতকাল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশততম জন্মবার্ষিকীতে কলকাতা প্রেস ক্লাবে টলিউডে শিল্পী-কলাকুশলীদের একটি নতুন অরাজনৈতিক সংগঠনের আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠান ছিলঊ সেখানেব আমন্ত্রিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়। সেখানে তিনি বিদ্যাসাগরের দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী নিয়ে কথা বলতে গিয়ে হটাতই বলে ফেলেন "বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থা বা অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন তিনি । সেটা সতী প্রথা (সতীদাহ প্রথা হোক, বিধবা বিধবা চালু করেছিলেন হোকঊ" এরপরেই মুহুর্তের মধ্যে বাবুলের এই মন্তব্যের ভিডিয়ো ছড়িয়ে পরে সোশ্যাল মিডিয়ায়ঊ ট্রোলড হতে শুরু করেন মন্ত্রী।ভাইরাল হয় একাধিক মিম । একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পুঁথিগত শিক্ষা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করে ।

যাদবপুরের পর বিদ্যাসাগর নিয়ে বেফাঁস মন্তব্য সেই পরিস্থিতি সামাল দিতে গিয়ে ফের রামমোহন রায়কে নিয়ে রসিক মন্তব্য, বিপত্তি পিছু ছাড়ছেনা বাবুলেরঊ গতকাল সন্ধ্যায় ফেসবুকে তিনি লেখেন মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছিল কথাটিঊ এরপর সেই নিয়ে টুইটও করেছিলেন । পরে সেই টুইটটি অবশ্য বাবুলের প্রোফাইলে খুঁজে পাওয়া যায়নি । ফেসবুকের পোস্টে বাবুল লেখেন, "এটাকে স্লিপ অফ টাং বলে । এবার কী হবে বলুন তো! কত মানুষ কত কিছু লিখছে । বিশেষ করে "বাম"- এরা। যদিও রাজা রামমোহন রায় অলরেডি আমাকে মাফ করে দিয়ে হাসিমুখে এসএমএস করেছেন । আশীর্বাদও করেছেনঊ আপনারাও করে ফেলুন বলতে খুব ইচ্ছে করছে, কিন্তু পারবেন কি? তবে আর যাই করি না কেন, মানুষের ক্ষতি কিন্তু করি না, বৃষ্টির দিনে চা-তেলেভাজার সাথে ডিসকাস করার মতো একটা টপিক তো পেলেনঊ" যাদবপুরে গিয়ে তাঁকে নিগ্রহের সময় তিনি প্রশ্ন ছুরেছিলেন এনআরসি-র ফুল ফর্ম কি জিজ্ঞেস করেঊ এরপর তাঁর বিদ্যাসাগর নিয়ে বেফাঁস মন্তব্যে সোস্যাল মিডিয়ায় ঝর ওঠে "যে সতী দাহ প্রথাকে রদ করেছে জানেননা সে আবার এনআরসি-র পুরো নাম জিজ্ঞেস করছেঊ" এই প্রসঙ্গে তাঁর উপরিউক্ত পোস্টটির সাথেই বাবুল লেখেন, "যাদবপুরে এনআরসি-র ফুল ফর্ম জিজ্ঞাসা করার সঙ্গে এটার কিন্তু কোনও সম্পর্ক নেই।"

'রূপং দেহি, ধনং দেহি' যেন চিরকালের মন্ত্র মহালয়ায় বীরেন্দ্রকৃষ্ণের স্তোত্রে

এক হলদে রঙের রোদ্দুরে মায়া যেন! শরৎ এসে হাজির হয়েছে পুজোর আকাশে। এই মুহূর্তে অনেকের মুখেই ঘুরছে মহালয়ার কথা। দুর্গাপুজোর কার্টেন রেজার!

আজ নতুন নয়, গত প্রায় ৮৫ বছর ধরে বাঙালির কাছে মহালয়া যেন প্রাণের আরাম, আত্মার আনন্দ, মনের শান্তি। আর, এই মহালয়ার ত্রয়ীর অন্যতম নক্ষত্র বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। উত্তর কলকাতায় ৭, রামধন মিত্র লেনে প্রয়াত শিল্পীর বাড়িতে এসেছিলাম ঐতিহ্যের সেই স্পন্দন অনুভব করতে। দৌহিত্র স্বয়ম ভদ্র শোনালেন আপাত অজানা নানা কথা।

হাতিবাগান পাড়ার শ্যামপুকুর স্ট্রিট। টাউন স্কুলের পাশে সেই গলি ধরে একটু এগোলোই রামধন মিত্র লেন। গোটা এলাকাই যেন সেকালের স্মৃতির চাদরে মোড়া। একটু এগোতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণর আবক্ষমূর্তি। আরও একটু এগিয়ে ডান হাতে লম্বা হলদে রঙের সাত নম্বর বাড়ি। ওটি নিজেই আস্ত একটা ইতিহাস! পাথরের ফলকে লেখা বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর নাম। আর মহিষাসুরমর্দিনী তথা বাংলা সংস্কৃতিতে তাঁর অবদানের কথা। তিনি আমৃত্যু ছিলেন এই বাড়ির বাসিন্দা। হলদে বাড়ির বিরাট ফটকের কাঠের দরজা পার হলেই উঠোন ঘেরা ঠাকুরদালান। শ্যাওলা ধরা বিষণ্ণ ঠাকুরদালানে কী চণ্ডীপাঠ করেছিলেন বাঙালির চিরকালের বীরেন ভদ্র।

ডান হাতে ঠাকুরদালান রেখে বাঁ-হাতের কাঠের সিঁড়ির কয়েক ধাপ পেরিয়েই এক সবুজ দরজার তালাবন্ধ ঘর। কে আসেননি ওই ঘরে? বিংশ শতকের নাট্য জগতের নট-নটীর কতজনই তো এই ঘরে ঠাঁই নিয়েছেন। দেওয়ালে পুরনো ছবি। অনেকের বাড়িতে এক সময় রেডিয়ো এসেছিল মহালয়ার আগমনী হিসেবেই, আর এই রেডিয়ো বলতে আমরা বুঝতাম তখন ওই মানুষটিকে। যাঁর নাম বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

বীরেনবাবুর কিছু কথা কিছু গল্প জানতে চাইলাম স্বয়মবাবুর কাছে। ছাদে মেঘলা আকাশের নিচে খেলা করছে পায়রার দল। স্মৃতিচারণে স্বয়মবাবু, নিজেদের পরিবার নিয়ে খুব গর্ব ছিল বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর। জন্মেছিলেন ১৯০৫-এর ৪ অগস্ট। কলকাতার আহিরীটোলায়। বলতেন, "আমরা ছিলুম সুন্দর চেহারার পরিবার। আমাদের চেহারা যেমন চমৎকার ছিল, রংও ছিল টকটকে ফর্সা। বাবা সুন্দর মুখ পছন্দ করতেন। আমার বন্ধুদের মধ্যে ভাল চেহারা যাদের, তাদের ডেকে নিয়ে কথা বলতেন।" ঠাকুমা যোগমায়া দেবীর কাছেই বীরেনদার সংস্কৃত শিক্ষা। সেখান থেকেই বোধহয় 'চণ্ডীপাঠ'-এ মন গিয়েছিল বীরেন্দ্রকৃষ্ণর। স্মৃতি এতই প্রখর ছিল যে আট বছর বয়সে চণ্ডীপাঠ করে সকলকে চমকে দিয়েছিলেন।১৯২৮-এ ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ের সদর দফতরে যোগ দিয়েছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ, কিন্তু তাঁর মন পড়ে থাকত ১ নম্বর গার্স্টিন প্লেসের বেতার কেন্দ্রে। চাকরি তো করতেন, কিন্তু যেই না দুপুর গড়াল, টিফিনের সময় বা বিকেলে ছুটির পরে, বাবু পৌঁছে যেতেন রেডিয়োর বন্ধু-আড্ডায়। সেখানে তখন জমাটি আসর। যার মধ্যমণি ছিলেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। সেই আসরও মাত করতেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ নিজের কথা দিয়ে। খুব সুন্দর কথা বলতেন! এই আসর থেকে ধীরে ধীরে বেতার নাটকে সুযোগ পেয়ে গেলেন তিনি। প্রথমবারেই তাঁর পরিচালনায় নাটকে অভিনয় করলেন বাণীকুমার, পঙ্কজ মল্লিক, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়।

প্রথম দিকে টেপরেকর্ডিং করা অনুষ্ঠানের চল হয়নি। আকাশবাণী-তে সব অনুষ্ঠানই হত লাইভ। 'মহিষাসুরমর্দিনী'তে যাঁরা অংশ নিতেন তাঁরা অনেকেই আগে মহড়ার জন্য চলে আসতেন বেতারে। মহড়ার অবসরে চলত চা-পান, রঙ্গরসিকতা। একবার হয়েছে কী, যথারীতি কেউ আড় হয়ে শুয়ে পড়েছেন, তো কেউ বা ঘুরছেন এদিক-সেদিক। বাণীকুমার বসে আছেন রেকর্ডিং-এ। ও দিনের আগে ভাষ্য অংশ পাঠ করা হত স্বাভাবিক কথ্যভঙ্গিতে। সুরে নয়। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ তাঁর নিজস্ব ধারায় চণ্ডীপাঠ করছিলেন সুরেলা কণ্ঠে। হঠাৎই অলস রসিকতার ছলে বাংলা ভাষ্যটিও স্তোত্রের সুরের অনুকরণে বলতে শুরু করলেন। তাতে চারিদিকে বেশ একটা মৃদু হাসির ভাব জাগল। ...কিন্তু বাণীকুমার দ্রুত রেকর্ডিং রুম থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, "আরে আরে থামলে কেন? বেশ তো হচ্ছিল! হোক! হোক না ওই ভাবেই...।" বীরেন্দ্রকৃষ্ণ হেসে বললেন, "আরে না না একটু মজা করছিলাম!" কিন্তু বাণীকুমার গভীর আগ্রহ নিয়ে বললেন, "মোটেই না! দারুণ হচ্ছিল! ওইভাবেই আবার করো তো।" বীরেন্দ্রকৃষ্ণ আবার শুরু করলেন, "দেবী প্রসন্ন হলেন...।" সে দিনই বাংলার ইতিহাসে সংযুক্ত হল এক নতুন মাত্রা। অন্য ধারায় মহালয়ার পাঠ।

কখনও ঠাকুরদালানে, কখনও ঘরের খাটে বসে চলছিল আমাদের আলাপচারিতা। দেশে-বিদেশে মহিষাসুরমর্দিনী নিয়ে এত উচ্ছ্বাস, অথচ বীরেন্দ্রকৃষ্ণ কিন্তু সে সবে বিন্দুমাত্র সাড়া দিতেন না। বলতেন, "বেশ মজা আর কি, পুরাণ পড়ব না, চণ্ডীপাঠ করব না, শুধু বৈঠকখানায় বসে স্টিরিয়োতে মহিষাসুরমর্দিনী শুনে কর্তব্যকার্য শেষ। কাজীদা (নজরুল) হলে কী বলতেন জানো? বলতেন, দে গরুর গা ধুইয়ে, যত্তোসব!"

নলিনীকান্ত সরকার বলছিলেন, "বর্ষাকাল। বৃষ্টির জন্য বাড়ি থেকে বেতারের কেউই বেরোতে পারেনি। সন্ধ্যা নাগাদ বৃষ্টির তোড় আরও বাড়ল। রেডিয়োটা চালালাম। বীরেন্দ্র ভদ্রের কণ্ঠে ঘোষণা। বললেন, 'এ বার একটু পিয়ানো শুনুন'। বুঝতে পারলাম, প্রথম আর্টিস্ট আসেননি। পিয়ানো বাজিয়ে অভাব পূরণ করলেন বীরেন্দ্র ভদ্র। দ্বিতীয় আর্টিস্টও অনুপস্থিত। বীরেন্দ্র ভদ্র ঘোষণা করলেন এ বার রবীন্দ্রসঙ্গীত। বাহুল্য এ বার গায়কও বীরেন্দ্র ভদ্র।" আর একবার বেতারের সেকালের আর এক রথী নৃপেন মজুমদার মশাই জামাইষষ্ঠীর দিনে অভিনয় করার জন্য এক ভদ্রলোককে একটি প্রহসন লিখতে অনুরোধ করেছিলেন। 'আজ দিচ্ছি কাল দিচ্ছি' করে প্রায় দিন পনেরো পেরিয়ে গেল। নাটক আর লেখা হয় না। এ দিকে জামাইষষ্ঠী এসে পড়ল বলে। শেষমেশ ঠিক আগের দিন, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ প্রহসনটি লিখতে বসেন। মাত্র একদিনে একটি বই শুধু লিখে ফেলেননি তিনি, যেদিন সন্ধ্যায় নাটকটি অভিনীত হবে সেদিন চার-পাঁচটি গান লিখে, নিজে সুর দিয়ে কুশীলবদের শিখিয়েও দিয়েছিলেন। নাটকটির নাম ছিল 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়'।১৯৭৬ সাল। আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষ ঠিক করলেন চিরাচরিত 'মহিষাসুরমর্দিনী' বীরেন্দ্রকৃষ্ণর বদলে উত্তমকুমারকে দিয়ে করাবেন। উত্তমকুমারের মহালয়া নিয়ে বিতর্ক প্রসঙ্গে জানতে চেয়েছিলাম স্বয়মবাবুর কাছে। এই নতুন উদ্যোগ ঘুণাক্ষরেও টের পাননি বীরেন্দ্রকৃষ্ণ। পরিবর্তিত 'মহিষাসুরমর্দিনী'র স্ক্রিপ্ট লিখেছিলেন ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়। ভদ্রলোক ছিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের বিভাগীয় প্রধান। নির্দিষ্ট দিনে রেডিয়োয় বাজল নতুন অনুষ্ঠান 'দেবীং দুর্গতিহারিণীম। সম্প্রচারের দিন খাটে বসে ছেলের সঙ্গে মন দিয়ে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ শুনেছিলেন উত্তমকুমারের মহালয়া। সবটা শোনার পরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ নাকি শুধু এটুকুই বলেছিলেন, "লোকে যদি নেয় নিক।"

সমালোচনার ঝড় উঠল। স্বয়মবাবু বললেন, "পর দিন সকাল থেকেই ফোন। ওপারে যাঁরা দাদুর বন্ধু বা স্বজন, কেউ ক্ষুব্ধ। কেউ উত্তেজিত। একটার পর একটা ফোন। বাধ্য হয়ে ক্র্যাডেল থেকে ফোন নামিয়ে রাখতে হয়েছিল আমাদের। বেতার অফিস ভাঙচুর হল। অফিসের সামনে লোকে গালিগালাজ করতে লাগল। অনেকের এমনও মনে হয়েছিল যে মহালয়ার পুণ্য প্রভাত কলুষিত হল! এ বার বুঝি অমঙ্গল কিছু ঘটবে! মানুষের এই আবেগ দেখার পর আমাদের বোধ হয় অভিমানের আর যুক্তি ছিল না।

উত্তমকুমার কিন্তু এই দায়িত্ব নিতে চাননি। তিনি বীরেন্দ্রকৃষ্ণর কাছে গিয়ে তাঁর অস্বস্তি ও অযোগ্যতার কথাও বলেছিলেন। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ অবশ্য তাঁকে আশ্বস্ত করে উৎসাহই দিয়েছিলেন। দাদু বলেছিলেন, ওরা একবার আমায় জানালোও না। আমি কি নতুন কিছুকে কোনও দিন বাধা দিয়েছি?" বহু মানুষের চাহিদায় সে বছরই ষষ্ঠীর দিন আবার বীরেন্দ্রকৃষ্ণর মহিষাসুরমর্দিনী সম্প্রচার করা হয়। আশ্চর্যের কথা হল, এই সম্প্রচার হবে শুনে অভিমান, ক্ষোভ সব ভুলে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ কাজে নেমে পড়েছিলেন।

৭ অগস্ট। ১৯৪১। রবীন্দ্রনাথ চলে গেলেন। রেডিয়োয় সে বার অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটালেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ। পুরো শোকযাত্রা শ্রোতাদের ধারাবিবরণী দিয়ে শোনালেন। তিনি বলছেন, "ঠাকুরবাড়িতে বেশিক্ষণ শবদেহ রাখার রীতি নেই, বিশেষত মধ্যাহ্নে যিনি প্রয়াণ করেছেন বিকেলের মধ্যে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করতেই হবে। সংবাদ সংগ্রহ করতে করতে আমরাও নিমতলা শ্মশানে এসে হাজির। ও পারে দূরের ওই নীলাকাশে অস্তগামী সূর্য শেষ বিদায়ের ক্ষণে পশ্চিম দিগন্তে ছড়িয়ে দিল অগ্নিবর্ণ রক্তিম আভা, আর এপারে এই পৃথিবীর বুকে বহ্নিমান চিতার লেলিহান অগ্নিশিখায় পঞ্চভূতে বিলীন হল এক মহপ্রাণের পূত-পবিত্র শরীর। রবি গেল অস্তাচলে...।" একই ভাবে উত্তমকুমারের মৃত্যুরও শোকযাত্রার ধারাবিবরণী দিয়েছিলেন তিনি। শ্রোতার চোখের জলের বাঁধ ভেঙে পড়েছিল সেই ধারাভাষ্যে।

আকাশবানীতে ওনার যোগ্য সম্মান না পাওয়া প্রসঙ্গে জানতে চাইলে স্বয়মবাবু বলেন, স্টাফ আর্টিস্ট হয়েই অবসর নিয়েছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। পেনশন জোটেনি। আসলে আখের গোছানোর কথা কখনও তো ভাবেননি। অবসরের পরে, শেষ পর্যন্ত 'মহাভারতের কথা' বলার জন্য ক'টা টাকা পেতেন। ক্রমশ স্মৃতিভ্রংশ হয়ে আসছিল। তাতে অস্বস্তিতে পড়ছিলেন তখনকার প্রোগ্রাম অফিসার। সেই অনুষ্ঠানও আর করানো গেল না! তখন অর্থাভাব মেটাতে পাড়ায় পাড়ায় অনুষ্ঠান উদ্বোধন করে বেড়াতে লাগলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। সেখান থেকেও যে বেশি কিছু পেতেন, তা'ও নয়। সামান্য কিছু জুটত। মহালয়ার প্রাক্কালে তার অন্যতম স্রষ্ঠাকে নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। নাম নয়, চেহারা নয়, আস্ত একটা কণ্ঠ, দিগন্ত ছোঁওয়া আকাশ..."রূপং দেহি, ধনং দেহি, যশো দেহি" শক্তির কাছে সুন্দরের প্রার্থনা! ইওরোপ-আমেরিকায় আকাশছোঁয়া স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝেও বাঙালি আজ এই স্তোত্র শোনেন। গলায় কুন্ডলি পাকিয়ে তৈরি হয় আবেগের পাহাড়। স্মৃতিমেদুরতা আর চোখের জলে আমরা যেন ভেসে যাই মহালয়ার পূণ্যস্রোতে। (হিন্দুস্থান সমাচার)

জাতীয় আন্দোলনের জাতীয়তাবোধ

গৌতম রায়

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের উষালগ্নে যে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়েছিল, বহু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ভারতের প্রবাহমান বহুত্ববাদী সংস্কৃতি ও সমন্বয়ী ধারার সঙ্গে তার কোনও সংঘাত ছিল না। প্রথম যুগের জাতীয়তবাদের প্রক্তা বিপিনচন্দ্র পাল সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু ধারণার ভিতরে এতটুকু পরমত বা পরমর্ধম বিদ্বেষী মানসিকতা ছিল না।

বঙ্গভঙ্গের কালে অবনীন্দ্রনাথ যে 'ভারতমাতা' (১৯০৫ সালে) এঁকেছিলেন, সেখানে 'নেশন' রোধের চাইতেও 'বঙ্গমাতা' বোধ ছিল প্রবল। এই ছবি আঁকার কালে নিজের কন্যার মুখচ্ছবিই অবনীন্দ্রনাথের মনে সবার আগে ঠাঁই পেয়েছিল (The Making of a New 'Indian' Art, Artist, Aethetiecs and Nationalism in Bengal,1850-1920 by Tapati Guha Thakueata (Cambridge), page-255-258।

জাতীয় আন্দোলনে থেকে যে 'জাতীয়তা'র ধারণা আমরা পেয়েছি, সেই 'জাতীয়তা'র ধারণা আর আজ রাজনৈতিকহিন্দু সাম্প্রদায়িত,মৌলবাদী শিবিরের 'জাতীয়তা'র পরিবর্তিত রূপ 'রাষ্ট্রবাদের'র ধারণা সম্পূর্ণ আলাদা। বিপিন পালের 'সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদ' আর গোলওয়ালকরের 'সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের'র চিন্তা, চেতনা, আদর্শগত ভিত্তি একদম ভিন্ন।

জাতীয় আন্দোলনের কালে উদ্ভুত জাতীয়তাবাদের মূল লক্ষ্যই ছিল সীমাবদ্ধ পরিসরের ভিতরেও লিঙ্গাসাম্যের আবেগপূর্ণ প্রতিষ্ঠা। সেখানে মাতৃতান্ত্রিকতাকে প্রাধান্য দিয়ে মাতৃতান্ত্রিকতার ভিতর দিয়ে লিঙ্গ বৈষম্যের প্রতি ঘৃণার উদ্রেকের সুতিকা প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছিল।

আর রাজনৈতিক হিন্দু সাম্প্রদায়িত, মৌলবাদী শিবির জাতীয় আন্দোলনের নির্যাষ 'জাতীয়তাবাদে'র বিকৃত উপস্থাপনায় যে 'রাষ্ট্রবাদ'কে তুলে ধরে, সেই চিন্তার মূল লক্ষ্যই হল লিঙ্গ বৈষম্যের প্রতি পক্ষপাতিত্ব, নারীর অধিকারকে সঙ্কুচিত করে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কায়েম করা।

জাতীয় আন্দোলনে যে 'জাতীয়তাবাদে'র উপর ভিত্তি করে তার একটি বিশেষ ধারাকে পরিচালিত করেছিল, সেই চিন্তার সঙ্গে হিন্দুত্ববাদীদের 'জাতীয়তাবাদে'র পরিবর্তিত রূপ রাষ্ট্রবাদ যে সম্পূর্ণ পৃথক, আমাদের জাতীয় আন্দোলনকালের 'জাতীয়তাবাদী' তেচনার একটি বিকৃত উপস্থাপনা—এটা সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা, তাঁদের বোঝানো—প্রতিটি ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক মানুষের এখন একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব।

বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত আনন্দমঠের একটা পাতার ফাঁকা জায়গা ভারতে 'বন্দেমাতরম' প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। পরে বঙ্কিম 'আনন্দমঠ' প্রকাশকালে সেটিকে মল গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। ১৮৯৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে সুরারোপ করে এটকি প্রথম জনসমক্ষে পরিবেশন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যে ভবানী মন্দিরকে ঘিরে মাতৃবোধক দ্যোতনা উচ্চারিত হয়েছিল, সেটিই একটি পূর্ণতা পেয়েছিল খানিকটা হিন্দু পুনরুত্থানবাদী চেতনার জারকে চরমপন্থী নেতাদের হাত ধরে।

বাংলাতে তথা ভারতে চরমপন্থী রাজনীতির অন্যতম অগ্রদূত বিপিনচন্দ্র পাল লিখছেন, আমাদের ইতিহাস হল মায়েরই পবিত্র জীবনালেখ্য। আমাদের দর্শনবোধের ভিতরে মূর্ত হয়েছে আমাদের মায়েদের মনেরই দেবী বোধগুলি। পাঠক লক্ষ্য করবেন, এই পর্যায়ে প্রায় কোনও সামাজিক ব্যক্তিত্বই ভারতবর্ষ বা গোটা দেশের চেতনাকে উপস্থাপিত করছেন না। বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের চেতনায় প্রোজ্জাল থাকছে বাংলার প্রেক্ষিত। আবার মহারাষ্ট্রের চিন্তকদের প্রেক্ষিতে সুপ্ত থাকছে মারাঠি প্রেক্ষিত। পরিপূর্ণভাবে 'ভারতীয়' প্রেক্ষিত কিন্তু আমাদের দেশে প্রথম উপস্থাপিত করেন রবীন্দ্রনাথ ও স্বামী বিবেকানন্দ। ১৮৬৭-র হিন্দুমেলার আগে 'ভারতবর্ষ' শব্দটিরও সেভাবে ব্যবহার দেখা যায় না।

আমাদের শিল্প সৌষ্ঠব, কাব্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত, নাট্যশাস্ত্র, স্থাপত্য, ভাষ্কর্য—সবই আমাদের মায়ের মনের নানা আঙ্গিকের বহিস্ফূরণ। মায়ের মনের নানা আঙ্গিকের বহিস্ফূরণ। মায়ের অভিজ্ঞতারই পরিপূর্ণ প্রকাশ। বাইরের মানুষের কাছে আমার মায়ের পরিচিতি 'ইন্ডিয়া' হিসেবে। আমাদের কাছে মায়ের আত্মার সুনিবিষ্ট সম্মিলনের ভিতরেই আমাদের ধর্ম লুকিয়ে আছে।.... এই ভাবরূপের সম্মিলনই আমাদের মাতৃসাধক করে তুলেছে (The soul of India: A constructive study of Indian Thughts and Idels-Bipin Ch. Paul (Yugayatri prakashak, Calcutta, 1954), Page 134)

চরমপন্থী নেতারা, বিশেষ করে বিপিন পালের মতো নেতারা বাংলাতে মাতৃভূমি, দেশমাতা ইত্যাদির দ্যোতনাকে উপস্থাপিত করলেন, ক্রমে তা বাংকে অতিক্রম করে আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষা, সংস্কৃতির ধারায় অভ্যস্ত আপামর দেশবাসীর কাছে মাতৃভূমি হিসেবেই বিকশিত হল। এই মাতৃভূমির ধারণা উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে বিশ শতকের সূচনা পর্বে যখন প্রথম বিকাশ লাভ করতে শুরু করেছিল, তখন সেই ধারণাতে কিন্তু কোনও অবস্থাতেই কেবলমাত্র একটি ভাব বা অবিকল্প মূর্তি হিসেবে প্রকটিত হয়নি। একটা সম্পূর্ণ আলাদা বৈশিষ্ট্য নিয়েই বোধটি বিকশিত হয়েছিল। মা তাঁর সন্তানকে গর্ভেধারণ করে পৃথিবীর আলো দেখিয়েছেন। স্তন্য দিয়ে অতি শৈশবে সন্তানের জীবন বাঁচিয়েছেন। জন্মদাত্রী মা আর লালনকর্ত্রী ভূমিকে একাত্ম করে স্বদেশচেতনা, সেই চেতনার জঠরেই মাতৃভূমির কল্পনা, জাতীয়তার প্রতিকল্প জাতীয় আন্দোলনের প্রথম লগ্নে আমাগের দেশে গড়ে উঠেছিল। জীবনদাত্রী তথা গর্ভধারিণীর অবদান আর আশ্রয়দাত্রীর অবদানকে একাত্ম করেই প্রথম পর্যায়ে বিদেশি শাসক ব্রিটিশের প্রতি ঘৃণার জঠরে আমাদের জাতীয়তার প্রাথমিক বোধের জন্ম। এই রোধে সবথেকে বড় বৈশিষ্ট্য হল মাতৃতান্ত্রিকতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। ইউরোপ যে পিতৃতান্ত্রিতাকে প্রধান উপজীব্য করে, সেই রূপকর্মীকতার সঙ্গে আমাদের দেশের মাতৃপ্রাধান্যবোধকে চেতনা সঞ্জাত জাতীয়তার ধারণা একদম ভিন্ন প্রকৃতির। বিপিন পাল এই দ্যোতনাটিকেই গোটা বিশ্বকে প্রকৃতি হিসাবে উপস্থাপিত করার বোধ হিসেবে দেখিয়েছিলেন (Soul of India-Bipin Ch paul, page-102-109)) এই মাতৃতান্ত্রিক বোধ সঞ্জাত 'জাতীয়তার' ধারণাকে রাজনৈতিক হিন্দুরা প্রতিষ্ঠিত করে লিঙ্গ বৈষম্যের চরম পরাকাষ্ঠা 'মনুসংহিতা'র পুরুষতান্ত্রিক, ভয়াবহ লিঙ্গবৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে।

তাই একথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই বলতে হয় যে, জাতীয় আন্দোলনের সূচনা পর্ব থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরের কাল পর্যন্ত, একটা বিস্তীর্ণ সময় জুড়ে জাতীয়তাবাদী চেতনা এবং সশস্ত্র বিপ্লববাদী চেতনার (যে দুটি চেতনারই মূল সুর ছিল ঔপনিবেশিক ব্রিটিশদের তাড়ানো), সেই ভিতরে কখনও কোনও পুরুষতান্ত্রিকতার বিন্দুমাত্র ঝোঁক ছিল না।

সেই জন্যই এই দিক থেকে বিচার করে আমাদের স্থির সিদ্ধান্তে আসতেই হয় যে, জাতীয় আন্দোলনকালের জাতীয়তাবোধ আর এখন হিন্দুত্ববাদী শক্তি আরএসএস বা তাদের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপি যে 'রাষ্ট্রবাদের' থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, আলাদা একটি দৃষ্টিভঙ্গি, চেতনা, বোধ এবং অভিব্যক্তি। জাতীয়তাবাদের পরিপূরক কখনও রাষ্ট্রবাদ নয় এবং হিন্দুত্ববাদীরা যে জাতীয়তাবাদ বা তার প্রতিশব্দ হিসেবে 'রাষ্ট্রবাদ' শব্দটিকে এখন সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে চাইছে, সেটি স্বাধীনতার সংগ্রামে ব্রিটিশ বিরোধী লড়াইয়ের অন্যতম মূলভাবনার সমার্থক কোনও ভাবনাই নয়। দুটি একদম পৃথক ধারণা। স্বাধীনতাকালের জাতীয়তার ধারণা অখণ্ড ভারতের বহুত্ববাদী, সমন্বয়ী চেতনাকে বাঁচিয়ে রাখার ভাবনা আর 'রাষ্ট্রবাদ' বা হিন্দুত্ববাদীরা যে জাতীয়তার কথা বলে সেটা বহুত্ববাদী, সমন্বয়ী চেতনা সঞ্জাত ভারতকে টুকরো টুকরো করার ভাবনা।

পরিবেশ বিজ্ঞানকে ঘিরে আধুনিক বিশ্বে নিত্যনতুন গবেষণা চলছে। এই গবেষণার প্রাথমিক ভিত্তিতে বিশ্বকে পরিমিত করা হচ্ছে মানুবসমাজের গর্ভধারিণী হিসেবে। বিশ্বকে মাতৃজ্ঞানে উপলব্ধিতে এনে তাঁকে রক্ষা করার এই বোধটি কিন্ত প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতের অবদান, সেই বোধটিকেই জাতীয় আন্দোলনের সূচনাকালে প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছিল। এই বোধটি কিন্তু প্রাচীন বিশ্ব ভারত থেকে আহরণ করলেও ষোড়শ, সপ্তদশ শতকের বিজ্ঞানচর্চা ও বোধ বিঘ্নিত হয়েছিল। আধুনিক পরিবেশ বিদ্যাচর্চার গৌলতে অতি প্রাচীন সেই চেতনার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মিলেছে। ভারতের মাতৃতান্ত্রিক চেতনার জঠরে ব্রিটিশ বিরোধী চেতনার জাগরণে আমাদেরদেশে যে জাতীয়তাবোধ বিকাশ লাভ করেছিল, সেই চেতনার বিকাশে মধ্যকালীন ভারতের ভক্তি আন্দোলনেরও একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা ও অবদান আছে। আধুনিক বিশ্বে এটি মধ্যকালীন ভারতের অতি বিশিষ্ট একটি অবদান।

আধুনিক বিশ্বের পরিবেশবিজ্ঞান যা থেকে বিপুল পৃথিবীর মাতৃমূর্তির ছবি এঁকেছে, তার সঙ্গে লিঙ্গ বৈষম্যবাদের চরম সমর্থক, পুরুষতান্ত্রিক মনুবাদী বিভাজনে বিশ্বাসী হিন্দুত্ববাদীদের বিকৃত জাতীয়তা 'রাষ্ট্রবাদের' এতটুকু মিল নেই। **(চলবে)**

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

শুক্রবার আগরতলায় উপ-নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর বিজেপি প্রার্থীকে নিয়ে দলীয় বিধায়ক ও অন্যান্য কর্মী সমর্থকদের উল্লাস। ছবি- নিজস্ব।

গ্রামে বাঘের আতঙ্ক, নিদ্রাহীন এলাকাবাসী

ঝড়খালি, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে বাঘের আতঙ্কে ভুগছে সুন্দরবনের ঝড়খালির বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষজন। ঝড়খালির নেহেরু পল্লী গ্রামের বাসিন্দা অঞ্জনা মণ্ডল নদীতে মাছ কাঁকড়া ধরতে যাওয়ার সময় গ্রাম লাগোয়া জঙ্গলে বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পান। সেই থেকেই আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। তড়িঘড়ি তিনি ফিরে এসে আশপাশের মানুষজনকে বিষয়টি জানালে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বন দফতরের কর্মী, স্থানীয় ঝড়খালি কোস্টাল থানার পুলিশ যায় ঐ গ্রামে। যৌথ বন সুরক্ষা কমিটি, গ্রামবাসী ও বন দফতরের কর্মীরা রাত পাহারা দেন এলাকায়। পটকা ফাটানো হয়। শুক্রবার ভোরেই বাঘের খোঁজে গ্রাম লাগোয়া জঙ্গলে তল্লাশি শুরু করেন বনকর্মীরা। তবে এদিন সকালে দীর্ঘসময় খোঁজাখুঁজির পরেও বাঘের দেখা পাননি তারা। তবে ঘটনার জেরে আতঙ্কিত এলাকার মানুষজন। কার্যত নিদ্রাহীন অবস্থায় কাটাচ্ছেন তারা।

যদিও বন দফতরের তরফ থেকে গ্রামে বাঘ ঢোকার কথা এখনো স্বীকার করা হয় নি। বন কর্মীদের দাবী গ্রাম লাগোয়া জঙ্গলে বাঘের পায়ের কোন ছাপ দেখা যায় নি। তবে মৎস্যজীবীদের কথা অনুযায়ী এখনো জঙ্গল গুলিতে তল্লাশি অভিযান ও নজরদারি চালাচ্ছেন বনকর্মীরা। এ বিষয়ে ঝড়খালির বাসিন্দা তরুন মণ্ডল বলেন, " বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকেই এলাকার মানুষ খুবই আতঙ্কে আছেন। সন্ধ্যার পর কেউই ঘরের বাইরে বেরচ্ছেন না''। বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবার ও জঙ্গল লাগোয়া গ্রামে নদীর পাড়ে রাত পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে বন দফতরের তরফ থেকে।

রাজীব কুমারের আগাম জামিনের মামলার শুনানী ফের সোমবার

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.): শুক্রবারও রাজীব কুমারের আগাম জামিনের মামলার নিষ্পত্তি হল না। ফের সোমবার সকাল সাড়ে দশটায় মামলার শুনানি শুরু হবে। এদিন মামলার নিষ্পত্তি না হওয়ায় সিবিআই এবং রাজীব কুমার উভয়েরই চাপ যে বাড়ল, তা বলা বাহুল্য। ইতিমধ্যেই তদন্তকারী সংস্থার বিশেষ টিমের কাজে খুশি নয় গোয়েন্দা কর্তারা। সোমবার বিচারপতি সইদুল্লা মুন্সি এবং শুভাশিষ দাশগুপ্তের এজলাসে সিবিআইয়ের আইনজীবীরা ওই দিন প্রথমে সওয়াল করবেন। আজ ঘণ্টাখানেক সওয়াল জবারের পরেই এ দিনের মত যবনিকা পড়ে শুনানিতে। সিবিআইয়ের হয়ে আইনজীবী ওয়াই জেড দস্তুর এবং কালীচরণ মিশ্র শুক্রবারও রাজীবের আগাম জামিনের বিরোধিতায় সওয়াল করেন। আগামীকাল এবং পরশু যথাক্রমে শনি এবং রবিবার। ফলে আদালত বন্ধ। সোমবারের শুনানি কোনওমতে শেষ করতে পারলেই আদালতে পুজোর ছুটি পড়ে যাবে। ফলে আগাম জামিনের মামলার ভবিষ্যত কী হবে তা নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে। এদিকে, ছুটি শেষ। তার পরেও বেপাত্তা প্রাক্তন নগরপাল রাজীব কুমার। তাঁর হদিশ পেতে হিমশিম খাচ্ছেন সিবিআইয়ের গোয়েন্দারা। তাঁর খোঁজে শহর এবং শহরতলির বিভিন্ন জায়গায় হানা দিচ্ছেন, তারপরেই অধরা গোয়েন্দা প্রধান। তাঁর হদিশ পেতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা বৃহস্পতিবার ফের রাজ্য পুলিশের ডিজি বীরেন্দ্রকে চিঠি পাঠান। সূত্রের খবর, সেই চিঠির কোনও জবার দেওয়া হয়নি এদিন পর্যন্ত। এর আগে, সোমবার রাজ্যের গোয়েন্দা প্রধান রাজীব কুমারের স্ত্রী সঞ্চিতা হাইকোর্টে স্বামীর হয়ে আগাম জামিনের আবেদন করেছিলেন। পর দিন, মঙ্গলবার বিচারপতি সহিদুল্লা মুনশি ও বিচারপতি শুভাশিস দাশগুপ্তের বেঞ্চে অবিলম্বে শুনানির জন্য আবেদন জানান রাজীব কুমারের আইনজীবীরা। তখন বিচারপতি মুনশি ওই আইনজীবীদের উদ্দেশে বলেছিলেন, "জরুরি ভিত্তিতে শুনানির প্রয়োজন কেন মনে করছেন? যান, গিয়ে আত্মসমর্পণ করতে বলুন মক্কেলকে।"

পিটিটিআই চাকরি প্রার্থীদের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে চাকরির নির্দেশ শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : পিটিটিআই চাকরি প্রার্থীদের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে চাকরি দিতে হবে। সুপ্রিম নির্দেশে অবশেষে জটমুক্ত হল এই সমস্যার। নির্দেশ অনুযায়ী, ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে চাকরি দিতে হবে মামলাকারীদের। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই প্রায় ১২০০ মামলাকারীকে নিয়োগপত্র দিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ।

প্রসঙ্গত, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ২০০১ নিয়ম অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদগুলি প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ করত। সেই আইন অনুযায়ী জেলায় জেলায় প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি হয় ২০০৬ সালে। পিটিটিআই প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের পাশাপাশি প্রশিক্ষণহীনরাও এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নেন। এই বছরই রাজ্যসরকার নতুন ভাবে ঘোষণা করে পিটিটিআই ট্রেনিং নেওয়া পড়ুয়াদের অতিরিক্ত নম্বর দেওয়া যাবে না। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দারস্থ হন পড়ুয়ারা। হাইকোর্ট জানিয়ে দেয় পড়ুয়াদের শংসাপত্র বৈধ এবং তাঁদের অতিরিক্ত ২২ নম্বর দিতেই হবে। পাশাপাশি চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়, পিটিটিআই প্রশিক্ষণের সংশ্লিষ্ট নম্বর দিয়ে মামলাকারীদের নিয়োগ সম্পূর্ণ করতে শীঘ্রই। ৩ মাসের রাজ্যের প্রায় দেড় হাজার মামলাকারীকে নিয়োগ করার নির্দেশ দেয় বিচারপতি সঞ্জয় কিষাণ কউল ও দীপক গুপ্তার বেঞ্চ। সময় পেরোলেও শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে নিয়োগ করেনি প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। তবে সময় পেরিয়ে গেলেও কাজ এগোয়নি। এরপর আদালত অবমাননার দায়ে, জুলাইয়ে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ও স্কুল শিক্ষা সচিবকে নোটিশ দেওয়া হয়। গত সোমবার শুনানিতে আদালতের তরফে জানানো হয়, শেষ সুযোগ হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে আরও ১ মাস সময় দেওয়া হয়েছে । সেই মতো আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পিটিটিআই মামলাকারীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হবে পর্ষদকে। উল্লেখ্য, ১০ বছর পর অবশেষে চাকরি পাচ্ছেন মামলাকারীরা।

মহালয়া, মণ্ডপে মণ্ডপে চলছে প্রস্তুতি, উজান থেকে নিম্ন অসমে ব্যস্ত মৃৎশিল্পীরা

গুয়াহাটি, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আসন্ন দুর্গাপূজা। উৎসবে মাতোয়ারা সবাই। কৃষ্ণপক্ষের শেষ আর দেবীপক্ষের শুরুর মহেন্দ্রক্ষনে হয় মহালয়া। মণ্ডপে মণ্ডপে এখন চলছে অঘোষিত প্রতিযোগিতা। মৃৎশিল্পীরা মা দুর্গার শেষ টান দিতে ব্যস্ত। মহালয়ার দিনই দেবী দুর্গার চক্ষুদান করা হয়। এবার সমগ্র গুয়াহাটিতে ৪৯২টি দুর্গা পূজার আয়োজন করা হয়েছে।উৎসব মানেই আনন্দ। শরৎ ঋতুতে বিভিন্ন উৎসবে মেতে ওঠে বাঙালি। কংক্রিটের মহানগরে শরৎএসেছে নিঃশব্দে। কাশফুল, শিশিরে ভেজা ঘাস আর শেফালির ফুল জানান দিচ্ছে শরৎ এসেছে। শরৎ হচ্ছে স্পষ্টতার,উদারতার ঋতু।শরৎ আসার সাথে সাথেই চারিদিক পরিলক্ষিত হয়েছে এক সুন্দর পরিবেশ ।সকালে ঘাসের ডগায় শিশিরের বিন্দু, শেফালী ফুলের সুবাস ,সকলের মন আনন্দিত করে তুলেছে ।শরতের আগমনে প্রকৃতি যেন সুন্দররূপে সেজে উঠেছে। বসন্তকে যদি ঋতুর রাজা বলা হয়। তো শরৎকে বলা হয় ঋতুর রানী। শরতের রয়েছে একটা স্নিগ্ধতা । কয়েকদিন আগেই যা শুরু হয়েছে। নদীর পাড়ে এখন অসংখ্য শুভ্র কাশফুলের সমাহার। কাশফুলের ব্যবহারিক কোন প্রয়োজন নাই তথাপিও কাশফুল ছাড়া প্রাকৃতিক মাদকতা যেন অসম্পূর্ণই থেকে যায় ।তবে সময়ের বিবর্তনে কাশফুলের সংখ্যা অনেক কমে গেছে।কংক্রিটের মহানগরে এখন অনেক কমই কাশফুল দেখতে পাওয়া যায়। আগে যেমন ঘাটে নদীর ঘাটে অনেক কাশফুল দেখা যেত এখন তেমন একটা দেখা যায়না।তবুও নীরবে আসে শরৎ।চারিদিকে এখন খুশির ছোঁয়া। স্বচ্ছ নীল আকাশ আর পেঁজা তুলোর মতো মেঘ।আকাশে বাতাসে এখন পুজো পুজো গন্ধ। ঝকঝকে পরিষ্কার নীল আকাশ মাঝে মাঝে পেঁজা তুলোর মতো টুকরো-টুকরো মেঘ ভেসে বেড়ায়, উড়ে উড়ে যায়। স্থলে ফোটে স্থলপদ্ম। শুভ্র জ্যোৎস্নার রাত্রি। ওদিকে নগরের সমস্ত ঘাটগুলিতে ভোররাত থেকেই মহালয়ার তর্পণ করতে আসবেন অনেকেই।সে জন্য ঘাটগুলোতে উপযুক্ত ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, হত্যা হিংসা সব শেষ হয়ে যাক।আর কাশফুলের মতো মানুষের মনে শান্তির বন্যা বয়ে যাক। তাই শরৎ যখন চলে যায় আমাদের হৃদয় শূন্য করে দিয়ে যায়। পড়ে থাকে শিউলি ফুল আর বিগত আনন্দের অজস্র স্মৃতি।

শিবজ্ঞানে জীবপুজো আমাদের ঐতিহ্য ঃ রাষ্ট্রপুঞ্জের ৭৪তম সাধারণ সভা শান্তির বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী

নিউ ইয়র্ক (ইউ এস এ), ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : রাষ্ট্রপুঞ্জের ৭৪তম সাধারণ সভায় বক্তব্য পেশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতীয় সময় শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে শুরু হয় সাধারণ সভার অধিবেশন। মরিশাস, ইন্দোনেশিয়া এবং লেসোথোর রাষ্ট্রনায়কের পরে চার নম্বরে ভাষণ দিতে ওঠেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। অন্যদিকে, বক্তাদের তালিকায় পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের নাম রয়েছে ৭ নম্বরে।

শান্তির বার্তা থেকে সন্ত্রাসবাদ দমন, প্লাস্টিক বর্জন থেকে জল সংরক্ষণ, শিবজ্ঞানে জীবপুজো সবই উঠে এল এদিন প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে। রাষ্ট্রপুঞ্জের ৭৪তম সাধারণ সভায় এদিন শান্তি ও সম্প্রীতির বার্তা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বললেন, 'ভারতের তরফে গোটা বিশ্বকে সম্প্রীতি ও শান্তির বার্তা দিচ্ছি। মানবিকতার স্বার্থে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সকলকে একজোট হতে হবে।' সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধেও এদিন নিজের বক্তব্যে একপ্রকার সতর্কবার্তা দিয়েই প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'রাষ্ট্রপুঞ্জের সন্ত্রাসবাদ বিরোধী মিশনের ভারতীয় শহিদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সন্ত্রাসবাদ মানবতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তাই আমাদের কথায় সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে গোটা বিশ্বকে সতর্ক করার সুর যেমন রয়েছে, তেমনই সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে আমাদের আক্রোশও রয়েছে। ভারত বিশ্বকে যুদ্ধ নয়, বুদ্ধ দিয়েছে।' বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, 'আমরা গ্লোবাল ওয়ার্মিং থামাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছি। গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ে আমাদের ভূমিকা অত্যন্ত কম। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ডিজিটাল আইটেন্টিফিকেশন প্রকল্প এখানে চলছে। এই প্রকল্প গোটা পৃথিবীকে নতুন বার্তা দিচ্ছে। দুর্নীতি কমানো গিয়েছে। ভারতে সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক মুক্ত করতে প্রকল্প শুরু হয়েছে। এটা গোটা পৃথিবীকে নতুন পথ দেখাচ্ছে। জল সংরক্ষণের জন্য ১৫ কোটি বাড়িকে সংযুক্ত করা হবে।' এদিন তিনি আরও বলেন, 'শিবজ্ঞানে জীবপুজো আমাদের ঐতিহ্য। শুধু ভারতের জন্য জন কল্যাণ নয়, আমাদের লক্ষ্য জগৎ কল্যাণ। আমাদের স্লোগান, সবকা সাথ সবকা বিকাশ। গত ৫ বছরে বিশ্ববন্ধুত্ব ও বিশ্বকল্যাণের ঐতিহ্যে গুরুত্ব দিয়েছে।

হেঁড়িয়ায় দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ আহত ৪০

হেঁড়িয়া, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পূর্ব মেদিনীপুরের ১১৬বি দীঘা নন্দকুমার জাতীয় সড়কে হেঁড়িয়ার কাছে দুটো বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত প্রায় ৪০ জন যাত্রী। এলাকাবাসীরা আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে হেঁড়িয়া ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে।

এদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁদের তমলুক জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকাল ১০.৫০ নাগাদ হেঁড়িয়া বাজারের কাছে একটি বেসরকারি বাস এবং একটি সরকারি বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার ফলে দুটি বাসের প্রায় ৪০ জন যাত্রী আহত হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে হেঁড়িয়া ফাঁড়ির পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশের সহযোগিতায় যাত্রীদের উদ্ধার করে হেঁড়িয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনার পর জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। পুলিশ দুটি গাড়িকে সরিয়ে রাস্তার যানজট স্বাভাবিক করে। জানা গেছে, সরকারী বাসটি দিঘার দিক থেকে আসছিল আর উল্টো দিক থেকে আসছিল বেসরকারী বাসটি। দুর্ঘটনার পর দুটি বাসের চালক পালিয়ে গেছে বলে জানা গেছে।

উত্তরাখণ্ডে বজ্রাঘাতে মৃত্যু দু'জন মহিলার, হিমাচলে ঝড়বৃষ্টির শঙ্কা

দেহরাদূন ও শিমলা, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের আলমোরা জেলায় বজ্রাঘাতে প্রাণ হারালেন দু'জন মহিলাঊ আলমোরা জেলার দৌলাঘাটা এলাকার চাউনা গ্রামের ঘটনাঊ মৃত দু'জন মহিলার নাম হল-মুন্নি দেবী (৪৫) এবং কুমারী স্বপ্না (২১)ঊ উভয়ের বাড়ি চাউনা গ্রামেইঊ পুলিশ সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার চাউনা গ্রামে বাজ পড়ে ঝলসে যান ওই দু'জন মহিলাঊ তড়িঘড়ি তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিতকরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন।

অন্যদিকে, হিমাচল প্রদেশের রাজধানী শিমলা-সহ বিভিন্ন জেলায় ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করল ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)ঊ আইএমডি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শিমলা, সোলান, উনা, মান্ডি, বিলাসপুর ও হামিরপুর প্রভৃতি জেলায় ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছেঊ তবে, ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই।

কোচি মারাডু ফ্ল্যাট ধ্বংস মামলা ঃ ৪ সপ্তাহের মধ্যে ফ্ল্যাট মালিকদের ২৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণের ''সুপ্রিম'' নির্দেশ

চেন্নাই, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কোচি মারাডু ফ্ল্যাট ধ্বংস মামলায় শুক্রবার প্রতিটি ফ্ল্যাট মালিককে ৪ সপ্তাহের মধ্যে ২৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। আগামী ২ অক্টোবর এই বিষয়ে পরবর্তী শুনানির দিন স্থির করেছে শীর্ষ আদালত। এর আগে ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে রাজ্য সরকারকে একটি সম্মতি প্রতিবেদন দাখিল করতে বলেছিল দেশের সর্বোচ্চ আদালত। কিন্তু, তা পেশ করতে ব্যর্থ হওয়ায় মুখ্য সচিবকে ২৩ সেপ্টেম্বর উপস্থিত থাকতে নির্দেশ দেয় আদালত। হলফনামায় মুখ্যসচিব জানান, শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অনুসারে মারাডু পৌরসভার সচিবকে ''আদেশে উল্লিখিত ভবনের বাসিন্দাদের সরিয়ে নিয়ে এরনাকুলামের জেলা কালেক্টর সঙ্গে সমন্বয় করে তাদের পুনর্বাসনের জন্য জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং বিল্ডিংয়ের নিরাপদ ও সুরক্ষার জন্য উপযুক্ত সংস্থা নির্বাচন করতে অবিলম্বে সংক্ষিপ্ত টেন্ডার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে''।

ফ্ল্যাটের সংখ্যা এবং এলাকার জনসংখ্যার বিবরণ প্রদান করে হলফনামায় বলা হয়েছে, 'চারটি বহুতল অ্যাপার্টমেন্ট ভবনে ৮, ০২৮.৭১ বর্গ মিটার এলাকা জুড়ে ৩৪৩টি ফ্ল্যাট রয়েছে। পৌরসভাটির আয়তন ১২.৩৫ বর্গ কিমি এবং হ''ল ৩,৬১৯ বর্গ কিলোমিটার জনসংখ্যার সাথে ঘনবসতিপূর্ণ এই অঞ্চলটির পাশ দিয়ে এনএইচ-৪৭ এবং এনএইচ-৪৭ (এ) এই দুটি জাতীয় সড়ক বিস্তৃত হয়েছে।' এর আগে গত ৮ মে শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, এই বিল্ডিংগুলি একটি নোটিফাইড সিআরজেড-এ এক মাসের মধ্যে সরিয়ে ফেলতে হবে, যা কেরলের জোয়ার-প্রভাবিত জলাশয়ের অংশ ছিল। সুপ্রিম কোর্টের তিন সদস্যের কমিটির একটি প্রতিবেদনের নোট নেওয়ার পরে আদালত এই আদেশটি পাশ হয়েছিল। এতে বলা হয়েছিল, ভবনগুলি যখন তৈরি করা হয়, তখন অঞ্চলটি সিআরজেড হিসাবে অবহিত করা হয়েছিল এবং নির্মাণ নিষিদ্ধ ছিল। এর আগে, আদালত এই ধ্বংসকাণ্ডের নির্দেশের বিরুদ্ধে এলাকার বাসিন্দাদের দায়ের করা আবেদন খারিজ হয়ে যায় এবং শীর্ষ আদালতের গ্রীষ্মকালীন বিরতির সময় অবকাশের বেঞ্চের দেওয়া নির্দেশের পক্ষে এই ভবনগুলির ধ্বংস ছয় সপ্তাহের জন্য স্থগিত করা হয়েছিল।

জন্মদিনে নিজের ডুডলে ছবি দিয়ে সাজল গুগল

কলকাতা, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.): ভাবতে পারেন, আপনি আছেন, অথচ গুগল নেই? যেই কিছু জানার দরকার হবে, সোজা চলে যাও ও সার্চ ইঞ্জিনেঊ ব্যাস, এক লহমায় বেরিয়ে আসবে তার অআকখ।গুগল লিমিটেড লায়াবেলিটি কোম্পানি ইন্টারনেটভিত্তিক সেবা ও পণ্যের একটি আমেরিকান বহুজাতিক প্রযুক্তি কোম্পানি। ১৯৯৬ সালে গবেষণা প্রকল্প হিসাবে ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন পিএইচডি কোর্সের ছাত্র ল্যারি পেইজ ও সের্গেই ব্রিন এর কাজ শুরু করেন। ১৯৯৮ সালে তাঁরা গুগল তৈরি করেন। গুগলের ১৪ শতাংশ শেয়ার তাদের এবং বিশেষ সুপারভোটিং ক্ষমতার মাধ্যমে ৫৬ শতাংশ স্টকহোল্ডারকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর পর সেপ্টেম্বরে তারা গুগলকে প্রাইভেট কোম্পানি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেন। ২০১১ সালের মে মাসে, প্রথমবারের মত এক মাসে গুগলে ইউনিক ভিজিটর এক বিলিয়ন পার হয়। যা ছিল ২০১০ সালের মে মাসের থেকে ৮.৪ ভাগ বেশি। ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে, গুগল ঘোষণা করে এটি ৫০ বিলিয়ন বার্ষিক আয় করে ২০১২ সালে। যা গত বছরের চেয়ে ১২ বিলিয়ন বেশি। এই মুহূর্তে সংখ্যাটা বেড়েছে অনেকটা। গুগলের প্রধান সেবা গুগল সার্চ ছাড়াও নতুন পণ্য, অধিগ্রহণ ও অংশীদারত্বের সাথে সাথে কোম্পানিটির দ্রুত প্রসার হয়। গুগল ডক, শিট ও স্লাইড, ইমেইল (জিমেইল/ইনবক্স), সময়সূচী ও সময় ব্যবস্থাপক (গুগল ক্যালেন্ডার), ক্লাউড স্টোরেজ (গুগল ড্রাইভ), সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (গুগলৃ), ইন্সট্যান্ট ম্যাসেজিং ও ভিডিও চ্যাট (গুগল এলো/ডু ও/হ্যাংআউট), অনুবাদক (গুগল ট্রান্সলেট), মানচিত্র (গুগল ম্যাপস/ওয়েজ/আর্থ/স্ট্রিট ভিউ), ভিডিও ভাগাভাগি (ইউটিউব), নোট নেওয়া (গুগল কিপ), এবং ছবি ব্যবস্থাপক (গুগল ফটোজ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। গুগল সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন ডেটা সেন্টারে প্রায় এক মিলিয়ন সার্ভার চালায় ও এক বিলিয়নের উপর অনুসন্ধানের অনুরোধ করে প্রতিদিন। গুগলের অন্যান্য আন্তর্জাতিক সাইট যেমন ইউটিউব, ব্লগার এবং অরকুট সেরা একশটি সাইটে স্থান পায়।

গুগলের আধিপত্য বিভিন্ন সমালোচনার জন্ম দিয়েছে যেমন কপিরাইট, গোপনীয়তা এবং সেন্সরশিপ প্রভৃতি। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, গুগলের বিরুদ্ধে অভিযোগ সে নাকি এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের জানার এবং ঋদ্ধ করার ক্ষিদে মেরে ফেলেছেঊ পড়ুয়া ও শিক্ষার্থীরা এখন নাকি জ্ঞানী গুরুমশাই চায় নাঊ কারণ, প্রায় সবার পকেটেই গুগল।

শুক্রবার আগরতলায় বিশ্ব পর্যটন উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র‍্যালি। ছবি- নিজস্ব।

সিপি ও যুগ্ম সিপি-র অনুরোধ ফেরালেন না এনসিপি সুপ্রিমো, আপাতত ইডি-র দফতরে হাজিরা দিচ্ছেন না শরদ পওয়ার

মুম্বই, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আপাতত এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর দফতরে হাজিরা দিচ্ছেন না ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি)-র সুপ্রিমো শরদ পওয়ারঊ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে, এই আশঙ্কায় শরদ পওয়ারকে ইডি-র দফতরে হাজিরা দিতে বারণ করেছে স্বয়ং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)ঊ ই-মেল পাঠিয়ে ইডি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'শুক্রবার হাজিরা দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেইঊ' এমনকি মুম্বইয়ের পুলিশ কমিশনার সঞ্জয় বারভে এবং মুম্বইয়ের যুগ্ম পুলিশ কমিশনার শরদ পওয়ারের বাড়িতে গিয়ে অনুরোধ জানান, শুক্রবার ইডি-র দফতরে হাজিরা না দিলে ভালো হয়! তবেই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

এরপরই এনসিপি কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে শরদ পওয়ার জানান, 'এই মুহূর্তে ইডি-র দফতরে হাজিরা দিচ্ছি নাঊ ইডি-র দফতরে হাজিরা না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন মুম্বইয়ের নগরপাল এবং যুগ্ম নগরপালঊ' এনসিপি নেতা জিতেন্দ্র জানিয়েছেন, 'ইডি-র দফতরে হাজিরা না দেওয়ার জন্য শরদ পওয়ারজিকে অনুরোধ করেছেন মুম্বইয়ের পুলিশ কমিশনার ও যুগ্ম পুলিশ কমিশনারঊ' ইডি-র ই-মেল-এর প্রেক্ষিতে এনসিপি নেতা নবাব মালিক জানিয়েছেন, 'ই-মেল পাঠিয়ে ইডি জানিয়েছে, শুক্রবার হাজিরা দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেইঊ যখন প্রয়োজন হবে, ইডি তাঁকে জানাবে।'

অর্থ তছরুপ মামলায় শুক্রবার ইডি-র দফতরে হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পওয়ারেরঊ শরদ পওয়ারের হাজিরাকে কেন্দ্র করে যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয় সে জন্য ইডি-র দফতর ও সংলগ্ন এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিলঊ নিরাপত্তার জন্য ড্রোনও ব্যবহার করে মুম্বই পুলিশঊ সমস্ত ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করা হয়ঊ কিন্তু, পরিস্থিতি ক্রমশই হাতের বাইরে চলে যায়ঊ দুপুরেই পওয়ারের মুম্বইয়ের বাসভবনে যান মুম্বইয়ের নগরপাল ও যুগ্ম নগরপালঊ সিপি ও জয়েন্ট সিপি-র অনুরোধ ফেরাননি এনসিপি সুপ্রিমোঊ দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে পওয়ার জানান, এই মুহূর্তে ইডি-র দফতরে হাজিরা দেবেন না তিনি।

ইডি-র দফতরে শরদ পওয়ারের হাজিরা প্রসঙ্গে শিবসেনা সাংসদ সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'কী হচ্ছে, তা সরকারের দেখা উচিতঊ এ বিষয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত ইডি-রঊ পওয়ারজি একজন বড় মাপের নেতা, গোটা রাজ্যজুড়ে তাঁর সমর্থক রয়েছেঊ রাজ্যে প্রভাব পড়তেই পারে।'

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

হলুদ গাছের রোগ আক্রমণ ও প্রতিকারের উপায়

হলুদ গাছে সাধারণত তিনটি রোগের আক্রমণ দেখা যায়। লিফ ব্লচ বা পাতা ঝলসা রোগ লিফ স্পট বা পাতায় দাগ রোগ এবং কন্দ বা হলুদের মোথা পচা রোগ। প্রথম দুটি রোগ এখন হলুদ গাছে দেখা যাচ্ছে।এ রোগ দুটোর লক্ষণ ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করা হল।

পাতা ঝলসা রোগ ঃ এ রোগে আক্রান্ত হলুদ গাছের পাতার উভয় পিঠেই প্রথমে অসংখ্য ছোট ছোট গোলাকার বাদামি দাগ দেখা যায়। দাগগুলো পাতার শিরারসমান্তরালে অবস্থান করে। ধীরে ধীরে দাগ বড় হতে থাকে এবং অনেকগুলো ঝলসে ফেলে। তীব্রভাবে আক্রান্ত পাতা শেষে ঝরে পড়ে। আক্রান্ত শুকনো পাতা জমিতে পড়ে থাকলে সেখান থেকে বাতাসের সাহায্যে এ রোগের জীবাণু অন্যান্য সুস্থ গাছেও ছড়িয়ে পড়েও ক্ষেতের বিশেরভাগ গাছের পাতাকে ঝলসে ফেলে। ব্যবস্থাপনা এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে নিয়মিত ক্ষেতে গিয়ে গাছ দেখতে হবে। আক্রমণের শুরুতেই রোগাক্রান্ত পাতা তুলে পুড়িয়ে ফেললে রোগ আর বাড়তে পারে না। এরপরও রোগ দেখা দিলে প্রতি ১০ লিটার জলে (১ স্প্রে মেশিন জল) ১০ মিলিলিটার (২ চা চামচ) ফলিকুর অথবা ২০ গ্রাম (৪ চা চামচ) ডায়থেম এম ৪৫ নামক ছত্রাকনাশক মিশিয়ে পাতার দু'পাশেই ভাল করে ক্ষেতের সব গাছে স্প্রে করতে হবে। ১৫ দিন পরপর তিন থেকে চারবার স্প্রে করলে এ রোগ সেরে যায়। ভবিষ্যতে যাতে এ রোগ না হয় সে জন্য রোগাক্রান্ত কোন ক্ষেত থেকে বীজ হিসেবে কন্দ বা মোথা রাখা যাবে না। এমনকি বীজকন্দ লাগানোর আগে সেগুলো ব্যাভিসিটিন বা ডায়থেন এম ৪৫ দিয়ে শোধন করে নিতে হবে। একই জমিতে পরপর দুই থেকে তিন বছর হলুদের চাষ না করা ভাল।

পাতায় দাগ রোগ ঃ

একটানা উচ্চ আর্দ্রতাসম্পন্ন আবহাওয়া এ রোগের অনুকূল। ঘনঘন বৃষ্টি ওগরম এ রোগ বাড়িয়ে দেয়। এ দেশে সাধারণত আগস্ট সেপ্টেম্বর মাসে এ রোগ বেশি দেখা যায়। তবে অক্টোবর নভেম্বর পর্যন্ত ও ঐ রোগ চলতে থাকে। আক্রান্ত গাছের শুকনো পাতার মধ্যে এ রোগের জীবাণু এক বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। সেখান থেকে বাতাস, জল ইত্যাদি দ্বারা রোগ ছড়ায়। কোলেটুট্রিকাম ক্যাপসিকি নামক ছত্রাক জীবাণু দ্বারা এ রোগ হয়। এ রোগের আক্রমণে প্রথমে পাতায় আয়ত গোলাকার দাগ পড়ে। দাগের চারপাশে বাদামি থেকে গাঢ় বাদামি বলয় থাকে এবং দাগের মাঝখানে থাকে ধূসর রং। গোটা দাগের চার পাশে হলুদ আভাযুক্ত বলয় তৈরি হয়। ধীরে ধীরে দাগুলো বড় হতে থাকে এবং পাতায় অনেকটা অংশজুড়ে দাগের সৃষ্টি হয়। তীব্র আক্রমণে পাতার সম্পূর্ণ অংশই পুড়ে যাওয়ার মতো হয়ে যায় ও আক্রান্ত পাতা ঢলে যায় এবং শেষে শুকিয়ে যায়। ব্যবস্থাপনা রোগাক্রান্ত এবং শুকনো পাতা গাছ থেকে সংগ্রহ করে পড়িয়েফেলতে হবে। রোগ দেখামাত্র আক্রান্ত পাতা তুলে ফেলার পর ক্ষেতের বাকি গাছগুলোতে কান্ডেজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন ব্যভিস্টিন) অথবা ম্যানকোজের জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন ব্যভিস্টিন) অথবা ম্যানকোজের জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন ডায়থেন এম৪৫) প্রে করতে হবে।

প্রতি ১০ লিটার জলে ১ স্প্রে মেশিন জল) ২০ গ্রাম (৪ চা চামচ) ছত্রাকনাশক মিশিয়ে ক্ষেতের সব গাছে স্প্রে করতে হবে। ১৫ দিন পরপর তিন থেকে চারবার স্প্রে করলে এ রোগ সেরে যায়। ক্ষেত সব সময় পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। হলুদ গাছের শুকনো পাতা পরিস্কার করতে হবে। ১৫ দিন পরপর তিন থেকে চার বার স্প্রে করলে এ রোগ সেরে যায়। ক্ষেত সব সময় পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। হলুদ গাছের শুকনো পাতা পরিস্কার করতে হবে। ভবিষ্যতে যাতে এ রোগ না হয় সে জন্যরোগাক্রান্ত কোন ক্ষেত থেকে বীজ হিসেবে কন্দ বা মোথা রাখা যাবে না। এমনকী বীজকন্দ লাগানোর আগে সেগুলো ব্যাভিস্টিন বা ডায়থেন এম ৪৫ দিয়ে শোধন করে নিতে হবে। রোগাক্রান্ত গাছ থেকে বীজ হলুদ রাখা চলবে না। একই জমিতে পরপর হলুদের চাষ না করে অন্য ফসলের চাষ করতে হবে।

সলমনকে খুনের হুমকি! আদালতে এলেন না ভাইজান

ফেসবুকে খুনের হুমকি পেলেন সলমন খান। পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনের (সোপু) ফেসবুক পেজ থেকে গত ১৬ সেপ্টেম্বর একটি পোস্ট শেয়ার করা হয়। সেই পোস্টে ''গ্যারি শুটার''নামক এক ব্যক্তির প্রোফাইল থেকে লেখা হয়, ''সলমন তোমার কী মনে হয়, ভারতের আইন থেকে তুমি নিজেকে রক্ষা করতে পারবে? যাই হোক ভিষ্ণোই সমাজ এবং সোপু পার্টি তোমার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করছে। সোপুর আদালতে তুমি দোষী।''পোস্টে আরও লেখা হয়, ''সলমন ড্রাগ নিয়ো না। মেয়েদের সম্মান করো। গরীবদের সাহায্য করো।''শুধু তাই নয়, সলমনের ছবির উপর লাল রঙের ''ক্রশ মার্ক'' ও আঁকা হয়েছে। এক সপ্তাহ পরে ওই হুমকি পোস্টটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই সাধারণের নজরে আসে।অন্য দিকে শুক্রবার সলমনের কৃষ্ণসার হত্যা মামলারযোধপুর আদালতে শুনানি ছিল। হাজিরা না দিলে তাঁর জামিন বাতিল করে দেওয়া হবে বলে আগেই জানিয়েছিল যোধপুর আদালত। গত বছরের মে মাসে জামিন পাওয়ার পর থেকে আর আদালত মুখো হননি ভাইজান। তা সত্ত্বেও এদিনও তাঁকে দেখা যায়নি আদালতে।ওই হুমকি পোস্ট এবং আদালতে সলমনের অনুপস্থিতিরমধ্যে কোনও সম্পর্ক রয়েছে কি না, তা ইতিমধ্যেই খতিয়ে দেখছে পুলিশ।তবে ভিষ্ণোই সমাজের পক্ষ থেকে সলমনকে হুমকি দেওয়া নতুন নয়। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতেও লরেন্স ভিষ্ণোই সলমনের প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছিলেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

ঐশ্বরিয়াকে অ্যাশ বলায় ক্ষুব্ধ হলেন জয়া ও অভিষেক

পাপারাতজির সঙ্গে বলিউড স্টারদের সম্পর্ক চিরন্তন। ঐশ্বরিয়া থেকে শাহরুখ কিংবা সালমান খান কিংবা কারিনা, বি টাউন অভিনেতাদের দেখলেই ঝলসে ওঠে ক্যামেরার ফ্ল্যাশ। বি টাউন সেলেবদের সঙ্গে পাপারাতজির যেমন সম্পর্ক চিরন্তন, তেমনি তাঁদের মধ্যে কথা কাটাকাটির বিষয়টিও নতুন কিছু নয়। তেমনি বহু চর্চিত বেশ কিছু ভিডিও দেখে নিন। পাপারাতজিকে ধমকানোর তালিকায় প্রায় প্রথমেই নাম রয়েছে জয়া বচ্চনের।ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ঐশ্বরিয়া এবং জয়া বচ্চনকে। যেখানে পাপরাতজিকে রীতিমতো নির্দেশ দিয়ে জয়া বচ্চন বলেন, ঐশ্বরিয়া বলে ডাকুন, অ্যাশ বলে ডাকবেন না। ঐশ্বরিয়া কি আপনার স্কুলের বন্ধু যে অ্যাশ বলে ডাকছেন? পাপারাতজির উপর এভাবেই মেজাজ হারান জয়া বচ্চন।

ডার্ক মোড কি ও কিভাবে ব্যবহার করবেন

হোয়াটসঅ্যাপের ডার্ক মোড দীর্ঘদিন ধরেই খবরের শিরোনামে ছিল। ডার্ক মোড মানে এক ধরণের সমস্ত ব্ল্যাক থিম। অ্যান্ড্রয়েড ১০-তে ডার্ক মোডও দেওয়া হয়েছে টুইটার, ম্যাসেঞ্জার এবং অনেকগুলি সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাপগুলিতে ডার্ক মোড রয়েছে এবং এটি লোকেরা পছন্দ করেছে। লোকেরা দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষায় ছিল যে হোয়াটসঅ্যাপে ডার্ক মোডও দেওয়া হবে। এটি টেস্টিংয়ের সময়ও দেখা গেছে তবে এখন পর্যন্ত স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের জন্য হোয়াটসঅ্যাপে ডার্ক মোড আসেনি।যদিও ডার্ক মোডটি স্মার্টফোন অ্যাপের জন্য আসে নি, তবে হোয়াটসঅ্যাপ ওয়েব ডেস্কটপ প্ল্যাটফর্মের জন্য আপনি এটি ডার্ক মোড দ্বারা ব্যবহার করতে পারেন। এম৪এসএইচডি নামের এক এক্সডিএ সদস্য হোয়াটসঅ্যাপ ডেস্কটপের জন্য একটি অন্ধকার থিম তৈরি করেছেন। আসলে এই মোডটিকে আপনাকে আপনার কম্পিউটারে ইনস্টল করতে হবে। যেহেতু এটি তৃতীয় পক্ষ, সুতরাং আপনি যখন এটি ইনস্টল করবেন তখন ডেটা সম্পর্কিত তথ্যগুলি পড়ুন।সবার আগে আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপের ওয়েবসাইট থেকে হোয়াটসঅ্যাপের ডেস্কটপ সংস্করণটি ডাউনলোড করতে হবে। থেকে ডাউনলোড করা যায়। দেখা গেছে যে উইন্ডোজ স্টোর থেকে ডাউনলোড করা হোয়াটসঅ্যাপ ডেস্কটপ নিয়ে এই থিমটি কাজ করে না।

এটি উইন্ডোজ এবং ম্যাক-ওএস উভয় ক্ষেত্রেই ইনস্টল করা যেতে পারে। বিশেষ কিছু করার দরকার নেই, কেবল এটি আপনার কম্পিউটারে ডাউনলোড করুন।এর পরে, আপনার কম্পিউটারে হোয়াটসঅ্যাপ ডেস্কটপ খুলুন। চ্যাট সিঙ্ক করতে আপনাকে আগের মতো একটি মোবাইল ডিভাইস থেকে কিউআর কোডটি স্ক্যান করতে হবে। হোয়াটসঅ্যাপ ডেস্কটপ খোলার পরে, ঢঞ্জথন্দ্ধত্রঅত্র খুলুন যা আপনি আগে ডাউনলোড করেছেন। এটি চালু হওয়ার সাথে সাথে ইনস্টলেশন প্রক্রিয়াটি শুরু হবে। সমাপ্তির পরে, ডার্ক মোডটি আপনার হোয়াটসঅ্যাপ ডেস্কটপে সক্রিয় হবে।

১০০ বছর টিকবে পারমাণবিক ব্যাটারি

১০০ বছর টিকে থাকবে এমন ব্যাটারি তৈরি করেছেন রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা। অবিশ্বাস্য এ ব্যাটারি দিয়ে হৃদরোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত পেসমেকার থেকে শুরু করে মঙ্গলগ্রহের মিশনে মহাকাশযান পর্যন্ত সবকিছুতে ব্যবহার করা যাবে। ব্যাটারিটি পারমাণবিক শক্তি দ্বারা নির্মিত এবং প্রচলিত ব্যাটারিগুলোর চেয়ে ১০ গুণ শক্তিশালী।

শটকি ডায়োড হিসেবে পরিচিত হীরের তৈরি সেমিকন্ডাক্টর দিয়ে ব্যাটারিটি তৈরি করা হয়েছে। শটকি ডায়োড একটি রেডিওঅ্যাকটিভ রাসায়নিক যা ব্যাটারির প্রধান জ্বালানি।

বিজ্ঞানীরা দাবি করছেন, স্থায়ী পেসমেকার থেকে শুরু করে মহাকাশ অভিযানেও এটা ব্যবহার করা যাবে। দৈনন্দিন কাজেও ব্যবহার করা যাবে। দৈনন্দিন কাজেও ব্যবহার করা যাবে বলে জানিয়েছেন তারা। ব্যাটারিটিতে ইলেক্টন ও পজিট্রন এই দুই ধরনের রেডিয়েশন ব্যবহার করা হয়েছে। তাই কোনো ক্ষতি ছাড়াই মানব শরীরের ভেতরেও এটি রাখা যাবে। ব্যাটারি গবেষণা প্রকল্পের পরিচালক মস্কোর টেকনোলজিক্যাল ইন্সটিটিউট ফর সুপারহার্ড অ্যান্ড কার্বন ম্যাটেরিয়ালসের অধ্যাপক ভ্লাদিমির ব্ল্যাঙ্ক বলেন, ব্যাটারি ব্যবহারে এরই মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফলাফল পাওয়া গেছে এবং এটা এখন চিকিৎসা ও মহাকাশে প্রযুক্তিতে ব্যবহার করা যাবে।

বোতাম টিপলেই নেমে আসছে শয়তান

খ্রিস্টান ধর্মের সর্বোচ্চ গুরু পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন, অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই ইন্টারনেট হচ্ছে এই মুহূর্তে শয়তানবাদীদের অবাধ বিচারণক্ষেত্র। যেখানে সেখানে শয়তান উপাসনা, ডাকিনীবিদ্যা চর্চা ওকালো জাদু বিদ্যাচর্চার ওয়েবসাইট। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী , পোপ ফ্রান্সিস সম্প্রতি এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, বিশ্বে শয়তান উপাসনা ও কালো জাদুর চর্চা সাংঘাতিক রকমে বেড়ে চলেছে। এর জন্য দায়ী ইন্টারনেট । এই বিপদকে সামলানোর জন্য প্রয়োজন অনেক বেশি সংখ্যায় এগজরসিস্ট। পোপের এই বক্তব্য সমর্থন করেছেন খ্যাতনামা মার্কিন মনোবিদ রিচার্ড গ্যালাঘার।

তবে বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানবাদীরা এনিয়ে ঠাট্টা মশকরা করছেন। তাদের ভাষ্য,একবিংশ শতকে এমন আজগুবি কথা কী করে মেনে নেয়া যায়, তা তারা ভেবে পাচ্ছেন না।

কিন্তু বিজ্ঞানীরা একথা কিছুতেই বুঝতে চাইছেন না যে, রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্মের গোড়াতেই রয়েছে শয়তান' এর উপস্থিতি। ঈশ্বর থাকলে শয়তানও থাকেন। না হলে লীলা পোস্টাই হয় না। একথা শত শতিনেক বছর ধরে বোঝাতে চাইলেও বিজ্ঞানবাদীরা বোঝেন না। তবে যে যাই বলুক, ইন্টারনেট যে শতয়ানের স্বর্গরাজ্য, তা আসলেই সত্যি। অন্তর্জালের আনাচকানাচ খাপ পেতে বসে রয়েছে শয়তান স্বয়ং। না, এর জন্য ডার্ক বা ডিপ ওয়েব পর্যন্ত যেতে হবে না।

সারফেস ওয়েবেই শয়তানি জমজমাট।

পশ্চিমের বিখ্যাত 'চার্চ অফ স্যাটান' থেকে শুরু করে সে দেশের উইচক্র্যাফট শিক্ষা সব কিছুরই ওয়েবসাইট রয়েছে। যার যেখানে ইচ্ছে, সেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কোনো মানা নেই। আসলে নোট বিশ্বে কে কার গার্ডিয়ান?

চার্চ অব স্যাটান' জানায়, শয়তান আমাদের জাগতিক চাহিদাগুলো দ্রুত পূরণের আশ্বাস দেয়। ফলে দূরবর্তী, ধোঁয়াটে ঈশ্বরের চাইতে তিনি ঢের বেশি কাছের। ফলে শয়তানের উপাসনা ঈশ্বরের চাইতে অনেক বেশি জরুরি।

চার্চ অফ স্যাটান এর মেম্বারশিপ পেতে হলে অনেক টাকা গুণতে হবে। সে টাকা কোথায় যাবে, কী হবে তাদিয়ে, তা নিয়ে কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। টাকা যেখানেই যাক, চার্চ যে মেনস্ট্রিম খ্রিস্টধর্মকে ওপেন চ্যালেঞ্জ ছোড়ে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ঈশ্বরের চাইতে অনেক বেশি জরুরি।

চার্চ অফ স্যাটান এর মেম্বারশিপ পেতে হলে অনেক টাকা গুণতে হবে। সে টাকা কোথায় যাবে, কী হবে তাদিয়ে, তা নিয়ে কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। টাকা যেখানেই যাক, চার্চ যে মেনস্ট্রিম খ্রিস্টধর্মকে ওপেন চ্যালেঞ্জ ছোড়ে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ওয়ার্ল্ড অফ উইক্কা' আরেকটি ওয়েবসাইট। যেখানে প্রাচীন উইক্কা দর্শনের চর্চা চলে নিরন্তর। 'উইক্কা' শব্দটি এসেছে 'উইচ' শব্দ থেকে। প্রাক খ্রিস্টান এই চর্চার অনেক কিছুকেই 'কালো জাদু' হিসেবে চিহ্নিত করেছিল রোমান চার্চ। প্রাচীণ যুগের শেষ থেকে মধ্যযুগজুড়ে চলে ইনকুইজিশন ও উইচ নিধরনের দাপট। রীতিমতো মন্ত্র তন্ত্র আউড়ে বশীকরণ, মারণ উচাটনের রমরমা। এসব সাইট।

শয়তান থেকে জিন, জিন থেকে প্রেতাত্মা সবাইকেই আনা সম্ভব, এ কথা জানাতে ঝাঁকে ঝাঁকে ওয়েবসাইট। তার ওপরে রয়েছে এই সব কালো জাদু সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বাণিজ্য। খেলা যে দারুণ জমজমাট, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

গাভীর দুধের উৎপাদন যেভাবে বাড়াবেন

গাভীর দুধ উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণগতমান জাতের উপর নির্ভর করে। গাভীর দুধ উৎপাদনের পরিমাণ দুধের উৎপাদন যেমন মাখন, আমিষ খনিজ পদার্থ সবই বিভিন্ন জাতের গাভীকে কম বেশি হতে পারে। বংশগত ক্ষমতার কারণ দেশীয় জাতের গাভীতে দুধের মাখনের পরিমাণ বেশি থাকে কিন্তু এরা দুধ উৎপাদন করে কম। সিন্ধি, শাহিওয়াল, ফ্রি জিয়ান, জার্সি ইত্যাদি জাতের গাভী সিন্ধি, শাহিওয়াল , হরিয়ানা প্রভৃতি গাভী থেকে বেশি দুধ দেয়। খাদ্য গাভীর দুধ উৎপাদন ও দুধের গুণগতমানের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। অধিক পরিমাণ খাদ্য খাওয়ালে বেশি দুধ পাওয়া যায়। তবে খাদ্য না খাওয়ালে দুধ উৎপাদনের পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে কমে যায় এবং দুধের গুণগতমানও কমতে বাধ্য। কারণ খাদ্যের বিদ্যমান উপাদানগুলো ভিন্ন অবস্থায় দুধের মাখনের উপস্থিতির পরিমাণ কম বেশি করতে পারে। নিম্মোক্ত ধরনের খাদ্যের জন্য গাভীর দুধের মাখনের হার কম হতে পারে। ১. মাত্রাতিরিক্ত দানাদার খাদ্য খাওয়ালে। ২. পিলেট জাতীয় খাদ্য খাওয়ালে। ২. পিলেট জাতীয় খাদ্য খাওয়ালে ৩. অতিরিক্ত রসালো খাদ্য খাওয়ালে এবং ৪ মিহিভাবে গুঁড়ো করাখড় খাওয়ালে।

গাভীর দুধে মাখনের পরিমাণ কমে গেলে খাদ্য পরিবর্তন করে প্রয়োজনীয় সুষম খাদ্যখাওয়াতে হবে।দুধে খনিজ পদার্থ ও খাদ্যপ্রাণের পরিমাণ গাভীর খাদ্যের মাধ্যমে বাড়ানো যায়। গাভীকে সুষম খাদ্য না দিলে দুধে সামান্য মাত্রায় আমিষ ও শর্করা জাতীয় উপাদান পাওয়া যায় এবং দুধ উৎপাদনের পরিমাণ কমে যায়।

দুধ দোহন বিশেষ করে দোহন কাল, দোহনের সময়, দুধ দোহন প্রক্রিয়া , বিভিন্ন বাঁটের প্রভাব ইত্যাদি গাভীর দুধের পরিমাণ ও মানকে প্রভাবিত করে। গাভীর দুধ দেয়ার পরিমাণ আস্তে আসেঙ্গস্ত ৫০ দিনে বেড়ে সর্বোচ্চ হয়। ওলানে দুধের চাপের ওপর দুধের পরিমাণ ও উপাদান নির্ভর করে। দুগ্ধদানে কালের ৯০ দিন পর থেকে দুধে মাখন ও আমিষের হার আংশিক বাড়ে। একই গাভীকে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে দোহন করলে দুধে মাখনের পরিমাণ বেশি পাওয়া যায়। তাই সকালের দুধের চেয়ে বিকেলের দুধে মাখনের পরিমাণ বেশি থাকে। তাই গাভীকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ২-৩ বার দোহন করা উচিত।এতে দুধ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়তে পারে। প্রসবকালে গাভীর সুস্বাস্থ্য আশানুরূপ দুধ উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গাভী থেকে বেশি দুধ পেতে হলে গর্ভকালে সুষ্ঠু পরিচর্যা ও সুষম খাদ্য দেয়া প্রয়োজন। প্রসবের দুই মাস আগে গাভীর দুধ দোহন অবশ্যই বন্ধ করে দিতে হবে। মোট দুধ উৎপাদনের ৪০ শতাংশ ওলানের সামনের অংশের বাঁট এবং ৩০ শতাংশ পেছনের অংশের বাঁট থেকে পাওয়া যায়। গাভীর ওলানের বাঁট অবশ্যই সুস্থ থাকতে হবে। রক্ষণাবেক্ষণ, বাসস্থান, গাভীর দুধ উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণগতমানের হ্রাস বৃদ্ধির জন্য অনেকাংশ দায়ী। পারিপার্শ্বিক অবস্থা গাভীর জন্যআরামদায়ক হওয়া উচিত। দোহনের সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করলে অর্থাৎ দুধ দোহন ত্রুটিপূর্ণও হলে দুধ উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণগতমান কমতে পারে। প্রতিকূল আবহাওয়া দুধ উৎপাদনের জন্য ক্ষতিকর।শীত মৌসুম দুধাল গাভীর জন্য আরামদায়ক । এ মৌসুমে দুধ উৎপাদনের এবং দুধে মাখনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, গরমকাল, বর্ষাকাল, আর্দ্র আবহাওয়ায় গাভীর দুধের উৎপাদন ও গুণগতমান হ্রাস পায়। গরমের দিকে গাভীকে ঠান্ডা অবস্থায় রাখলে উৎপাদনের কোনো ক্ষতি হয় না। গাভীর প্রজননের সময় দুধ উৎপাদন কমে যায়। দীর্ঘ বিরতিতে বাচ্চা প্রসব করলে গাভীর দুধ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। স্বল্প বিরতিতে বাচ্চা প্রসবের কারণে দুধ উৎপাদন কিছুটা হ্রাস পেতেপারে। তাই গাভীকে বাচ্চা প্রসবের ৬০-৯০ দিনের মধ্যে পাল দিতে হবে। কোনোক্রমেই ৬০ দিনের আগে প্রজনন করনো উচিত নয়। গাভীর শরীরে ৫০ শতাংশ এবং দুধে প্রায় ৮৭ শতাংশ জল থাকে।

রঞ্জনা ২-এর রোমান্টিক চরিত্রে অভিনয় করবেন সারা আলি - ধনুশ

আনন্দ এল রাইয়ের শেষ ছবি জিরো বক্স অফিসে ব্যর্থ হয়েছিল। আর এই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন শাহরুখ খান, ক্যাটরিনা কাইফ এবং অনুষ্কা শর্মা। পরিচালক তার পরবর্তী প্রকল্প শুরু করতে প্রস্তুত, এবং রোমান্টিক চরিত্রে অভিনয় করছেন সারা আলি খান এবং দক্ষিণ তারকা ধনুশ। ছবিটি আনন্দের আগের ছবি রঞ্জনার সিক্যুয়াল বলে জানা গেছে।ছবির শুটিং ২০১৯ সালের ডিসেম্বর বা ২০২০ সালের জানুয়ারিতে শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছিল, 'এটি সত্যিকার অর্থেই একটি সিক্যুয়াল নয়, এটি একটি গল্প যা আনন্দের তনু ওয়েডস মনু-র ফ্র্যাঞ্চাইজির মতো এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়, তবে তার নতুন ছবির থিমটি রঞ্জানার সাথে খুব মিল আছে। ভিন্ন গল্প এবং নতুন চরিত্রগুলির সাথে এর মধ্যে রঞ্জানার সমস্ত উপাদান রয়েছে এবং তাই তারা নামটি রঞ্জনা ২ নামকরণ করার পরিকল্পনা করছেন।সোনম কাপুর অভিনীত ছবিটির মতো এই ছবিতেও উত্তর ভারতে শুটিং করা হবে এবং এতে হাস্যরস এবং আকর্ষণীয় প্লট থাকবে। ধনুশ বলিউডে প্রবেশ করেছিলেন রঞ্জনা ছবির মাধ্যমে। এটি ২০১৩ সালে প্রেক্ষাগৃহে হিট করার সময় এটি একটি বিশাল সাফল্য ছিল।

প্রিমিয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন দ্য স্কাই ইজ পিঙ্ক

প্রিয়াঙ্কা চোপড়া টরন্টো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে তার আসন্ন ছবি দ্য স্কাই ইজ পিঙ্কের প্রিমিয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তিনি চলচ্চিত্রের কাস্ট হিসাবে ওয়ার্ল প্রিমিয়ারে অংশ নিয়েছিলেন, ফারহান আখতার এবং শোনালী বোসও উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রিমিয়ারের জন্য, প্রিয়াঙ্কা নাটকীয় একাধিক ফ্রিলের বিশদ সহ একটি শ্বাসরুদ্ধকর মার্চেসা ফল ২০১৯ অফ-শোল্ডার গাউনটি বেছে নিয়েছিলেন।একরঙা গাউনটিতে কোমরে একটি কালো সাটিন বেল্ট ছিল যা পিছনে একটি বিশাল ধনুকে পরিণত হয়েছিল। প্রিয়াঙ্কা তার অত্যাশ্চর্য গাউনটিতে কোনও রাজকন্যার চেয়ে কম দেখতে লাগছিল না, তবে এটি আমাদের একটি অনুরূপ রূপের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে যা ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন ২০১৩ সালের কান চলচ্চিত্র উতসবে পরেছিলেন।অভিনেত্রী ফরাসি রিভিরার রেড কার্পেটে তার উপস্থিতির জন্য একটি চমকপ্রদ রাল্ফ এবং রুসো গাউনটি বেছে নিয়েছিলেন। তিনিও একটি অফ সোল্ডার পিস পরেছিলেন, যাতে কালো ফুলের প্যাটার্নের সাথে টুকরো টুকরো রাফল দেখা গিয়েছিল।

কার্তিক আরিয়ানের বাড়ির সামনে ১৫ দিন ধরে ধর্ণায় ছিলেন এই মেয়ে ! দিলেন বিয়ের প্রস্তাব

কার্তিক আরিয়ানের ফ্যান এই মেয়ে। মুইতেই থাকেন। বয়স ২০ হবে খুব বেশি হলে। মুম্বই: কার্তিক আরিয়ান। বলিউডের নতুন প্রজন্মের হিরোদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয়। অভিনয়টাও তিনি মন্দ করেন না। কার্তিক খুব হ্যান্ডসাম। তাঁর জন্য মেয়েরা পাগল। শুধু ফ্যানেরা নন। সারা আলি খানের মতো হিরোইনরাও তাঁর সঙ্গে ডেটে যেতে চান।তবে এই মেয়ে যা করলেন তা হার মানিয়ে দেয় সব কিছুকে। কার্তিক আরিয়ানের ফ্যান এই মেয়ে। মুইতেই থাকেন। বয়স ২০ হবে খুব বেশি হলে। কার্তিকের সঙ্গে একবার দেখা করবেন বলে ১৫ দিন ধরে রোজ দাঁড়িয়ে থাকতেন কার্তিকের বাড়ির সামনে। রাতে নিজের বাড়িতে ফিরে আসতেন। আবার ভোর হলেই কার্তিকের দরজায় ধর্ণা দিতেন। এভাবেই ১৫ দিন পর তাঁর সঙ্গে দেখা হয় কার্তিকের। সিকিউরিটির বেড়াজাল পার করে এই মেয়ে দেখা পান কার্তিকের।কার্তিক তাঁকে নিজের বাড়িতে বসিয়ে কথা বলেন। তারপর চলে আসার সময় মেয়েটি মাঝ রাস্তায় হাঁটুগেড়ে বসে কার্তিককে বিয়ের প্রস্তাব দেন। কিন্তু কার্তিক বাধ্য হন তাঁর ভক্তের মন ভাঙতে। সেলফি তুলে হাসি মুখে সেই ফ্যানকে বাড়ি পাঠান কার্তিক।

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

শুক্রবার আগরতলায় পুর নিগমের উদ্যোগে প্লাস্টিক মুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে সচেতনতা শিবিরে বক্তব্য রাখছেন মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটশ্বরলু।

অভিন্ন সুবিধা ও সমৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের সঙ্গে থাকুন মার্কিন বিনিয়োগকারীদের প্রতি প্রধানমন্ত্রী হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনধি, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২৭।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের আরো উন্নয়নের জন্য অধিকতর মার্কিন বিনিয়োগ ও সম্পৃক্ততা চেয়ে বলেছেন, এটি হবে দু'দেশের জন্য একটি 'উইন-উইন অপশন'।তিনি বলেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আমাদের দ্বিতীয় বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদার ও বৃহত্তম বিনিয়োগ অংশীদার হিসেবে দেখতে পেয়ে আমি আনন্দিত। আরো উন্নয়নের জন্য আপনাদের বিনিয়োগ ও সম্পৃক্ততা জরুরি। এটি আমাদের উভয়ের জন্য একটি 'উইন-উইন অপশন'।'

শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার এখানে লোট নিউইয়র্ক প্যালেস হোটেলে ইউএস চেম্বারস অব কমার্স আয়োজিত 'মধ্যাহ্নভোজ গোলটেবিল বৈঠক'-এ বক্তৃতা করছিলেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যখন চতুর্থ শিল্প বিপ্লব আমাদের দরজায় কড়া নাড়ছে, তখন অভিন্ন সুবিধা ও সমৃদ্ধির জন্য আমাদের অভিযাত্রায় আপনাদের আমাদের সঙ্গে থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'তিনি বলেন, এ ধরনের লাভজনক পারস্পরিক সহযোগিতা আমাদের মধ্যকার বিদ্যমান বন্ধুত্বকে আরো জোরদার করে স্থায়ী বন্ধুত্বে রূপ দেবে।শেখ হাসিনা বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের বিনিয়োগ নীতি সবচেয়ে উদার। 'এর বহুবিধ সুবিধার মধ্যে কয়েকটি হলো- আইনের মাধ্যমে বিদেশী বিনিয়োগের সুরক্ষা; উদার ট্যাক্স হলিডে; যন্ত্রপাতি আমদানির ক্ষেত্রে রেয়াতি শুল্ক; অবাধ ও এক্সিট নীতি; এক্সিটের ক্ষেত্রে লভ্যাংশ ও মূলধনের পূর্ণ প্রত্যার্পণ।'প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে সংসদের প্রাসঙ্গিক আইন ও দ্বিপক্ষীয় বিনিয়োগ চুক্তি দ্বারা বিদেশী বিনিয়োগ সংরক্ষিত। বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি 'দ্বিপক্ষীয় বিনিয়োগ চুক্তি' ও দ্বৈত করারোপ সমঝোতা' স্বাক্ষর করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশ দেশের বিভিন্ন স্থানে ওয়ানস্টেপ সুবিধা সম্বলিত ১শ'টি বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করছে।তিনি বলেন, 'এগুলোর মধ্যে এক ডজন প্রস্তুত রয়েছে এবং ৪টি ৩টি দেশকে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এছাড়া প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী উদ্যোগের জন্য বেশ কিছু হাইটেক পার্কও প্রস্তুত হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০০৯ সালে তাঁর সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের অব্যাহত বৃদ্ধি বাংলাদেশের ওপর বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের বর্ধমান আস্থারই প্রতিফলন।তিনি বলেন, এমনকি, বাংলাদেশে মার্কিন বিনিয়োগ গত ৫ বছরে ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়েছে। যদিও অর্থনৈতিক ও কারিগরি সক্ষমতার বিচারে এটি মার্কিন বিনিয়োগ সম্ভাবনার অনেক কম।শেখ হাসিনা বলেন, কৌশলগত অবস্থার কারণে বাংলাদেশ আঞ্চলিক ইকোনোমিক হাব হওয়ার বিপুল সম্ভাবনাময়।প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'পশ্চিমে ভারত, উত্তরে চীন, পূর্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং নিজের সাড়ে ১৬ কোটি জনসংখ্যা নিয়ে বাংলাদেশ ৪শ' কোটি লোকের একটি সম্মিলিত বাজারের মাঝখানে অবস্থিত।'তিনি বলেন, যেহেতু বাণিজ্যের জন্য আঞ্চলিক সংযোগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেহেতু প্রতিবেশী ও পুরো অঞ্চলের সঙ্গে ভৌতভাবে সংযুক্ত হওয়ার জন্য সার্ক, বিমসটেক, বিবিআইএন ও বিসিআইএন-ইসি'র আওতায় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ সবজি উৎপাদনে তৃতীয় বৃহত্তম, চাল উৎপাদনে চতুর্থ বৃহত্তম, অভ্যন্তরীণ মৎস্য উৎপাদনে পঞ্চম বৃহত্তম এবং তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বিশ্বে দ্বিতীয় শীর্ষ স্থান দখল করেছে।তিনি বলেন, বাংলাদেশের অন্যান্য বর্ধমান খাতগুলো হলো- ওষুধ, সিরামিকস, জাহাজ নির্মাণ, চামড়া ও আইসিটি।শেখ হাসিনা বলেন, সমুদ্র থেকে ভূমি উদ্ধার, পানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, বন্যা, নদী ভাঙন ও জলবায়ু পরিবর্তনে বিরূপ প্রভাব রোধের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত একটি অনন্য কৌশলগত পরিকল্পনা হলো বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০।

বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক অভিন্ন মূল্যবোধ ও পারস্পরিক স্বার্থের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা বাণিজ্য, বিনিয়োগ, নিরাপত্তা, সামরিক ও সন্ত্রাস দমনসহ অনেক বিষয়ে নিয়মিত সংলাপ অনুষ্ঠান করছি।তিনি বলেন,আমরা সকলের সামষ্টিক সমৃদ্ধির জন্য একটি মুক্ত, খোলা, শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ ও অংশগ্রহণমূলক ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল গড়ে তোলার জন্য একযোগে কাজ করার প্রত্যাশা করছি।তিনি আরো বলেন,দু'দেশের অভিন্ন সমৃদ্ধির লক্ষ্য আমাদের সম্প্রসারমান বাণিজ্য সম্পর্কে প্রতিফলিত হয়েছে। আমাদের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য

ছয়ের পাতায়

সিপিএভুক্ত দেশগুলোর জাতীয় সংসদ নিজ-নিজ দেশের কল্যাণে ভূমিকা রাখতে পারেঃ স্পিকার

ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৭।। জাতীয় সংসদের স্পিকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেছেন,নিজ-নিজ দেশের জণগণের কল্যাণে কাজ করে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে সিপিএভুক্ত দেশগুলোর জাতীয় সংসদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

উগান্ডায় সফররত জাতীয় সংসদের স্পিকার ড়শিরীন শারমিন চৌধুরীর সাথে কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি এসোসিয়েশনের (সিপিএ) চেয়ারপার্সন ও ক্যামেরুনের ডেপুটি স্পিকার অ্যামেলিয়া লিফাকা সৌজন্য সাক্ষাত করতে গেলে এক বৈঠকে তিনি (ড় শিরীন শারমিন) এ কথা বলেন।কাম্পালায় (উগান্ডার রাজধানী) সেদেশের পার্লামেন্ট ও সিপিএ উগান্ডা ব্রাঞ্চের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ৬৪তম কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি কনফারেন্সের (সিপিসি) ভ্যানুতে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।এসময় উভয় নেতা ৬৪তম সিপিসি'র বিভিন্ন বিষয়সহ সংসদীয় গণতন্ত্র এবং সিপিএভূক্ত দেশগুলোর সংসদের পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানোর ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। শুক্রবার ঢাকায় প্রাপ্ত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে।এতে বলা হয়,ওই বৈঠকে ড় শিরীন শারমিন চৌধুরীর বলেন, সিপিএ'র মাধ্যমে সিপিএ ভূক্ত সংসদ গুলোর পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।সংসদীয় কূটনীতি ব্যবহার করে বিভিন্ন আঞ্চলিক সমস্যা নিরসন করার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গড়ে তোলা সম্ভব বলেও স্পিকার উল্লেখ করেন।সিপিএ চেয়ারপার্সন ও ক্যামেরুনের ডেপুটি স্পিকার অ্যামেলিয়া লিফাকা ঢাকায় অনুষ্ঠিত ৬৩তম সিপিসি'র সফল আয়োজনের স্মৃতিচারণ করে স্পিকারকে ধন্যবাদ জানান।

পেছনের এমপি-মন্ত্রীদের কারণে খালেদ, সম্রাটদের কিছু হবে না :বিএনপি নেতা মওদুদ আহমেদ

ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৭।। ক্যাসিনো পরিচালনাকারী ও চাঁদাবাজ-দুর্নীতিবাজদের পেছনে সরকারের প্রভাবশালী নেতা-মন্ত্রীরা আছেন অভিযোগ করে বিএনপি নেতা মওদুদ আহমদ বলেছেন, ওই নেতা-মন্ত্রীদের কারণেই অপকর্মের জন্য এখন গ্রেপ্তার ও আলোচনায় থাকা যুবলীগ নেতাদের শেষ পর্যন্ত কিছুই হবে না।

শুক্রবার ঢাকায় এক মানববন্ধনে সাবেক মন্ত্রী মওদুদ বলেন, দেশে কোনো 'প্রতিনিধিত্বশীল সরকার না থাকায়' সরকারেরও কোনো 'নিয়ন্ত্রণ নেই'। সেই সুযোগেই দুর্নীতির 'বিপুল বিস্তার ঘটিয়েছেন আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনগুলোর নেতা-কর্মীরা।''শামীম (জি কে শামীম), খালেদ (খালেদ মাহমুদ ভুঁইয়া) আর সম্রাট (ইসমাইল হোসেন সম্রাট)- এরা মাত্র কয়েকটি নাম। এ রকম আরও শত শত নাম আছে, শত শত মানুষ আছে যারা যুবলীগ করে, যারা চাঁদাবাজি করে, যারা ক্যাসিনো চালায়, যারা ক্লাবে জুয়াড়ির আসর বসায়। এরা তারাই (ক্ষমতাসীনরা), তারা তারা। তারা তো এই দলেরই (আওয়ামী লীগ) নেতৃবৃন্দ। এরা এত প্রভাবশালী, এদের সাথে যেসব এমপি-মন্ত্রীরা জড়িত, তাদের প্রভাবেই এদের শেষ পর্যন্ত কিছুই হবে না।"

গত ১৮ সেপ্টেম্বর ঢাকার মতিঝিলের ফকিরাপুল ইয়ংমেন্স ও ওয়ান্ডারার্স ক্লাব এবং মুক্তিযোদ্ধা ক্রীড়া চক্রে র্যাবের অভিযানে অবৈধ ক্যাসিনো মেলার পাশাপাশি সেগুলো পরিচালনায় যুবলীগ নেতাদের জড়িত থাকার বিষয়টি প্রকাশ পায়।ওই দিনই গ্রেপ্তার করা হয় যুবলীগের ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়াকে, পরদিন কলাবাগান ক্লাব থেকে গ্রেপ্তার করা হয় কৃষক লীগের নেতা শফিকুল আলম ফিরোজকে। দুদিন পর গ্রেপ্তার করা হয় ঠিকাদার জি এম শামীমকে, যিনিও যুবলীগ নেতা হিসেবে পরিচয় দিতেন।

এসব ক্যাসিনো চালনায় যুবলীগের ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সভাপতি ইসমাইল চৌধুরী সম্রাটের নাম আলোচিত হওয়ার পর তার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।বর্তমান সরকার দলীয় লোকদের দুর্নীতি বন্ধ করতে পারবে না মন্তব্য করে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মওদুদ বলেন, "আজকে হয়ত এসব খবরের কাগজে খুব ভালো করে ছাপানো হচ্ছে। দেখবেন যে, কয়েক দিন পরেই এগুলো ধামাচাপা দিয়ে দেওয়া হবে।"এই চাঁদাবাজি, দুর্নীতি, জুয়াড়ি ও ক্যাসিনো দূর করতে গণতন্ত্র 'ফিরিয়ে আনার' বিকল্প নেই বলে মনে করেন মওদুদ আহমদ। তার জন্য বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তি এবং অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের 'সত্যিকারের প্রতিনিধিত্বশীল সরকার' প্রতিষ্ঠা দরকার বলে মন্তব্য করেন তিনি।'দুর্নীতি সর্বত্র ছড়িয়ে গেছে' মন্তব্য করে মওদুদ বলেন, "দুর্নীতি নিজেদের সরকারি দলের মধ্যে তো আছেই। এমনকি আমাদের পাবলিক ইউনিভার্সিটির ১১ জন উপাচার্যও আজকে এই দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত। এদের মধ্যে তিনজনের কুশপুতুল পোড়ানো হয়েছে।"একটি প্রধানমন্ত্রীর নিজের জেলা গোপালগঞ্জে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কুশপুতুল পোড়ানো হয়েছে। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। "উপাচার্য অনেক সম্মানিত একজন ব্যক্তি। আজকে দেখা যাচ্ছে, এই ব্যক্তিরা দুর্নীতির সাথে জড়িত হয়ে পড়েছেন এবং একই কারণে আজকে আদালতেও সর্বত্র দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়েছে।" সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মওদুদ আহমদ বলেন, "বেগম জিয়া একটি বানোয়াট মামলায় মাত্র দুই কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আজকে তাকে জেলখানায় থাকতে হচ্ছে- ১ বছর ৭ মাস হয়ে গেছে। যেই অপরাধের জন্য তার ৭ দিনের মধ্যে জামিন হওয়ার কথা, আজকে তিনি ১ বছর ৭ মাস জেলখানায় আছেন, জামিন তার হয় না। সরকারের রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে আদালত স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন না। সেজন্য বেগম খালেদা জিয়া আজকে জেলখানায়।"আইনি প্রক্রিয়ায় খালেদা জিয়াকে মুক্ত করা সম্ভব হবে না মন্তব্য করে তিনি বলেন, "আমরা অনেক চেষ্টা করেছি, কোথাও আমরা রিলিফ পাই না, কোনো আদালতে আমাদের জন্য কোনো রিলিফ নাই। বেগম জিয়ার জন্য কোনো সুসংবাদ নাই।''কারণ তারা এই আদালতগুলোকে সম্পূর্ণভাবে প্রভাবযুক্ত করেছেন, তাদের প্রভাবে রেখেছেন। সেজন্য রাজপথই একমাত্র পথ যে পথে আন্দোলন করে বেগম জিয়াকে মুক্ত করার জন্য আমাদের সকল গণতান্ত্রিক দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক শক্তিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করে এই আন্দোলনের মাধ্যমে বেগম জিয়াকে মুক্ত করতে হবে এবং দেশে আবার গণতন্ত্র পুণঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।"

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এগ্রিচালচারিস্ট অ্যাসোসিয়েশল অব বাংলাদেশ-এএবির উদ্যোগে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তি দাবিতে এই মানববন্ধন হয়।সংগঠনের আহ্বায়ক রাশিদুল হাসান হারুনের সভাপতিত্বে ও শামীমুর রহমান শামীমের পরিচালনায় মানববন্ধনে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব খায়রুল কবির খোকন, স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক আবদুল কাদের ভুঁইয়া জুয়েল, ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রিয়াজুল ইসলাম রিজু, এএবির ইব্রাহিম খলিল, গোলাম হাফিজ কেনেডী, জিকেএম মোস্তাফিজুর রহমান, শামসুল আলম তোফা, চৌধুরী আবদুল্লাহ ফারুক, সারোয়ার হোসেন, শাহনাজ সরকার রানু, আসাদুজ্জামান কিটোন, শফিকুল ইসলাম, জামসেদ আলম, আমিরুজ্জামান রিপন, আজিজুল ইসলাম, আহসান হাবিব প্রান্ত, মাহবুবুর রশীদ গোলাপ, শাহাদাত হোসেন বিপ্লব প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

মানুষ এখন জাতীয় পার্টির খোঁজ রাখে জি এম কাদের

ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৭।। সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা অনুযায়ী কর্মসূচি দিয়ে জাতীয় পার্টি এবার রাজনীতিতে 'আস্থার শক্তিতে পরিণত হবে' বলে মনে করছেন দলের চেয়ারম্যান জি এম কাদের।বৃহস্পতিবার রাজধানীর বনানীতে জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলা জাতীয় পার্টির নব গঠিত আহ্বায়ক কমিটির নেতাদের সঙ্গে আলাপকালে এ কথা বলেন তিনি।

নেতাকর্মীদের উদ্দেশে জি এম কাদের বলেন, "জাতীয় পার্টিকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।''সাধারণ মানুষের মাঝে জাতীয় পার্টিকে আস্থার রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করা হবে। সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা অনুযায়ী কর্মসূচি দিয়ে জাতীয় পার্টি সাধারন মানুষের আস্থা অর্জন করবে।"

বিএনপি হচ্ছে দুর্নীতিবাজদের দল ঃ আইনমন্ত্রী আনিসুল হক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২৭।। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, বিএনপি হচ্ছে দুর্নীতিবাজদের দল।তিনি বলেন, 'এই দলটির চেয়ারম্যান হচ্ছে এতিমের টাকা চোর। এটি আদালতে সাব্যস্ত এবং তাকে এতিমের টাকা চুরি করার জন্য জেল দেয়া হয়েছে।'আইনমন্ত্রী বলেন, অপরদিকে ওই দলের সিনিয়র কো চেয়ারম্যান হচ্ছে দুর্নীতিবাজ। মানি লন্ডারিংয়ে সাজাপ্রাপ্ত এবং মুচলেকা দেয়া অপরাধী। তিনি (কো-চেয়ারম্যান) মুচলেকা দিয়ে বলেছেন যে, আমি অপরাধী আমাকে মাফ করে দিয়ে বিদেশে পাঠিয়ে দেন। তাই এ দলের নেতাদের দুর্নীতি সম্পর্কে কথা বলা সাজে না।'

আনিসুল হক শুক্রবার সকালে আখাউড়া রেলজংশন চত্বরে আত্মীয় নামের একটি সংগঠনের অনলাইনে রক্তদাতা নিবন্ধন কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন।মন্ত্রী বলেন, দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে অভিযান শুরু করেছেন সেই অভিযান চলবে। তার কারণ প্রধানমন্ত্রী বলেছেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে এ সরকারের জিরো টলারেন্স। তিনি বলেন, যারা দুর্নীতির সাথে জড়িত তাদের সকলকে আইনের আওতায় আনা হবে।বাংলাদেশের বাউন্ডারীর মধ্যে যেখানে-সেখানে অবৈধ ক্যাসিনো প্রতিষ্ঠার খবর পেলেই অভিযান চলবে বলেও আইনমন্ত্রী উল্লেখ করেন। আখাউড়া পৌর মেয়র মো. তাকজিল খলিফা কাজলের সভাপতিত্বে আয়োজিত উপরোক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সিভিল সার্জন ও আত্মীয় সংগঠনের উপদেষ্টা ডা. মোহাম্মদ শাহ আলম বক্তৃতা করেন।আখাউড়া উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মো. আবুল কাশেম ভূইয়া, কসবা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান রাশেদুল কাওছার ভূইয়া জীবন, আখাউড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের আহবায়ক অধ্যক্ষ মো. জয়নাল আবেদীন, আখাউড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাহমিনা আক্তার রেইনা, আখাউড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-আহবায়ক মো. সেলিম ভূইয়া, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি শাহাবুদ্দিন বেগ সাপলু, সাধারণ সম্পাদক শাখাওয়াত হোসেন নয়ন প্রমুখ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

যারা ক্যাসিনো চালু করেছিল, আগে তাদের বহিষ্কার করেন: ফখরুলকে তথ্য মন্ত্রী হাছান

ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৭।। বিএনপির কয়েকজন নেতা বাংলাদেশে প্রথম ক্যাসিনো চালু করেছিলেন দাবি করে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের প্রতি সরকারের সমালোচনা করার আগে তাদের বহিষ্কার করার আহ্বান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ।

শুক্রবার ঢাকা মহানগর নাট্যমঞ্চে ইউনাইডেট ইসলামী পার্টি আয়োজিত সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী আলেম-মাশায়েখ সম্মেলনে তিনি একথা বলেন।হাছান মাহমুদ বলেন, "বিএনপি-জামায়াত সরকারের সময় বিএনপি নেতা মির্জা আব্বাস, মোসাদ্দেক আলী ফালু ও সাদেক হোসেন খোকা এরা ক্যাসিনো চালু করেছিল। যারা ক্যাসিনো পরিচালনা করছেন তারা যেমন দায় এড়াতে পারে না, যারা চালু করেছিল তারাও দায় এড়াতে পারে না। যারা ক্যাসিনো চালু করেছিল তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।"আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক হাছান বলেন, "স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু মদ, জুয়া বন্ধ করেছিলেন। জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখল করে মদ, জুয়া চালু করে। বিএনপি-জামায়াত যখন ক্ষমতায় ছিল তখন ক্যাসিনো চালু হয়। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছেন।"এ সময় বিএনপির মহাসচিব মির্জ ফখরুলের উদ্দেশে তিনি বলেন, "আপনাদের দলের যারা ক্যাসিনো চালু করেছিল তাদেরকে দল থেকে বহিষ্কার করেন। তাদের পাশ থেকে সরিয়ে দিয়ে তারপর সমালোচনা করেন, কথা বলেন।''বিএনপি-জামায়াত রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে দেশে জঙ্গিবাদ সৃষ্টি করেছিল। ইসলাম জঙ্গিবাদ সমর্থন করে না। খালেদা জিয়া ইসলামের কথা বলে ভোট নিয়েছে, কিন্তু ইসলামের কোনো চর্চা করেনি।''শেখ হাসিনা কওমী মাদ্রাসার স্বীকৃতি দিয়েছেন, সারা দেশে উপজেলায় একটি করে মসজিদ নির্মাণ করে দিচ্ছেন, প্রত্যেকটির জন্য ১২ থেকে ২০ কোটি টাকা ব্যয় করে। বিএনপি-জামায়াতের সময় বাংলাদেশ জঙ্গি রাষ্ট্রে রূপ নিয়েছিল। শেখ হাসিনা জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে সাহসিকতার সঙ্গে জঙ্গিবাদ দমন করেছেন।"আওয়ামী লীগ সরকারের 'কঠোর হাতে' জঙ্গিবাদ দমনের কথা তুলে ধরে বিএনপির বিরুদ্ধে এখনও 'জঙ্গিবাদকে আশ্রয়-প্রশয় দেওয়ার' অভিযোগ করেন আওয়ামী লীগ নেতা হাছান মাহমুদ। ইউনাটেড ইসলামী পার্টির সভাপতি মাওলানা ইসমাইল হোসেনের সভপতিত্বে সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশ রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনকে গুরুত্ব দিচ্ছে ঃ পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, সেপ্টেম্বর ২৭।। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম রোহিঙ্গা ইস্যুতে যুব সমাজের মতামত জানতে চেয়ে বলেছেন, সরকার তাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে।এখানে সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড ইনফরমেশন (সিআরআই) 'লেটস টক' অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ একদল তরুণের সঙ্গে এবং মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাচ্ছি।'

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকার জনাকীর্ণ ক্যাম্পগুলো থেকে প্রায় ৯০ হাজার থেকে ১ লাখ রোহিঙ্গা নতুন অধিগ্রহণ করা ভাষান চরে নিয়ে যাবে, যাতে তারা প্রত্যাবাসনের আগে অপেক্ষাকৃত ভালো জীবনযাপন ও শিক্ষার সুযোগ পায়।যুবকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে অংশ নেয়া বাংলাদেশের ইউএনএইচসিআর'র আবাসিক প্রতিনিধি স্টিভেন করলিস রোহিঙ্গা ইস্যুর সমাধানে বাংলাদেশের উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন।ইউএনএইচসিআর প্রতিনিধি বলেন, ২২ আগস্ট দ্বিতীয় পদক্ষেপের পরে কিছু ইতিবাচক দিক দেখতে পেয়েছি। এই প্রথমবারের রোহিঙ্গা মিয়ানমার সরকারকে তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে বলেছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচনা বিন্দু।স্টিভেন করলিস রোহিঙ্গাদের দাবির প্রসঙ্গ তুলে বলেন, এসব দাবির মধ্যে রয়েছে তাদের ফেরার আগে নাগরিকত্ব ও নিরাপত্তার দাবি।

দ্বিতীয়ত বাংলাদেশ সরকার এই সময়ে রোহিঙ্গাদের দেশে ফেরত না যাওয়ার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের প্রতি পূর্ণ সম্মান দেখিয়েছে একথা উল্লেখ করে করলিস বলেন, সেখানে মিয়ানমার ও চীনের দূতাবাস প্রতিনিধিরা ছিলেন তারা সেখানে প্রত্যাবাসনের প্রস্তুতি দেখতে পেয়েছেন।করলিস বলেন, বর্ষা মৌসুমের পরে ভাষানচরের ব্যাপারে জাতিসংঘ সরকারের সঙ্গে পুনরায় আলোচনা শুরু করবে।২০১৭ সালের আগস্টের মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে 'জাতিগত নিধনের' মুখে ৭ লাখ ৫০ হাজার রোহিঙ্গা মিয়ানমার থেকে পালিয়ে কক্সবাজারে আশ্রয় নেয়ার পরে কয়েক দশকের রোহিঙ্গা সংকট নতুন মাত্রা লাভ করে।মানবিক বিবেচনায় বাংলাদেশ সীমান্ত খুলে দেয়। তবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থনে দুইবার তাদের দেশে ফেরত পাঠানোর উদ্যোগ নিলেও মিয়ানমার সরকারের পক্ষ থেকে খুব সামান্যই সাড়া পাওয়া গেছে।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকার এই নীতি মেনে চলছে যে সকল রোহিঙ্গার মিয়ানমার ফেরার সিদ্ধান্ত তাদের স্বেচ্ছাকৃত হতে হবে।অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী তরুণরা নিরাপত্তা থেকে বনভূমিতে বিরূপ প্রভাব এবং তাদের দীর্ঘতার অবস্থানের কারণে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব নিয়ে উদ্বেগের কথা জানান। তারা স্থানীয় জনগণের ভোগান্তির কথাও তুলে ধরেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমাদের কোন দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নেই। তবে আমরা আমাদের জনগণের স্বার্থ, আমাদের সার্বভৌমত্ব এবং আমাদের স্বাধীনতা সর্বাগ্রে দেখবো, এর চেয়ে বড় কিছু হতে পারে না।তিনি বলেন, বাংলাদেশকে যে সব দেশ রোহিঙ্গা শিশুদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে বলেন তারা একথা মিয়ানমারকে বলতে পারেন।তিনি বলেন, আমি আশাকরি আমরা খুব শিগগির তাদের কিছু সংখ্যককে ভাসানচরে স্থানান্তর করতে পারবো।'সেখানে পুকুর, পশু সম্পদ ও মৌলিক শিক্ষার নিসতম চাহিদা নিশ্চিত উল্লেখ করে শাহরিয়ার বলেন, কক্সবাজারের বর্তমান যেসব ক্যাম্পে তারা অবস্থান করছে তার চেয়ে সেটা উত্তম হবে।তিনি বলেন সরকার স্থানান্তরের আগে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ভাসান চরে নিয়ে যাবেন।প্রতিমন্ত্রী তাদের প্রত্যাবাসন স্বেচ্ছাকৃত হবে বলে উল্লেখ করেন।

শাহরিয়ার তরুণদের কাছ

ছয়ের পাতায়

ত্রিপুরার আরকে নগরে বাজেয়াপ্ত গাঁজা ধ্বংস করছে পুলিশ। ছবি-নিজস্ব।

চারদিনের সফরে শিলচর এলেন সরসংঘচালক মোহন ভাগবত

শিলচর (অসম), ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : চারদিনের সফরসূচি নিয়ে শুক্রবার শিলচর এসেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর সরসংঘচালক মোহন ভাগবত। আজ বেলা আড়াইটের বিমানে দিল্লি থেকে সোজা কুম্ভিরগ্রাম বিমানবন্দরে অবতরণ করে তিনি চলে আসেন শিলচরের অম্বিকাপট্টিতে কেশব নিকেতনে।

সংঘের এক সূত্র জানিয়েছে, বাৎসরিক যোজনার অঙ্গ হিসেবে সংঘপ্রধান মোহন ভাগবতের এটা স্বাভাবিক সফর। বিশেষ কোনও কার্যক্রম রাখা হয়নি তাঁর জন্য। এই কয়দিন সংঘের চারটি ক্ষেত্র কার্যকারিণী সমিতি, সংঘের দক্ষিণ অসম প্রান্তের বিভিন্ন স্তরের প্রচারক, বিবিধক্ষেত্র এবং শিলচর নগরের স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে আলাদা আলাদা বৈঠক করবেন তিনি। খোঁজখবর নেবেন সংঘ ও বিবিধক্ষেত্রের সাংগঠনিক ও সেবামূলক কাজকর্মের। সূত্রের কাছে জানা গেছে, আজ সন্ধ্যায় রামনগরে অবস্থিত বিবেকানন্দ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট সূচি অনুযায়ী সংঘের দক্ষিণ অসম প্রান্তের কার্যকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে সরসংঘচালকের। এভাবে আগামীকাল শনি ও রবিবার সকাল এবং সন্ধ্যারাতে দুবার সংঘের চারটি ক্ষেত্রের বিভিন্নস্তরের অধিকারি (পদাধিকারী), বিবিধক্ষেত্র-প্রমুখ এবং শিলচর নগরের স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন মোহন ভাগবত।

তিনদিনের কোনও বৈঠকে এনআরসি বা নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল প্রসঙ্গে আলোচনার অ্যাজেন্ডা নেই বলে জানিয়েছে সূত্রটি। তবে প্রাসঙ্গিক চর্চায় এই প্রসঙ্গ আসার সম্ভাবনাও নস্যাৎ করেনি সূত্র। জানা গেছে, আগামীকাল সন্ধ্যা পাঁচটায় রাজীব ভবনে আয়োজিত বৈদিক সত্র' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে বৌদ্ধিক (বক্তব্য) রাখবেন সরসংঘচালক মোহন ভাগবত।

অন্য এক সূত্রের খবরে প্রকাশ, শনিবার মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল মোহন ভাগবতের সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎ করবেন। ইতিমধ্যে আজ সন্ধ্যায় বিশেষ বিমানে শিলচর এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সর্বানন্দ ছাড়াও ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেবেরও আগামীকাল শিলচরে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার কথা, বলেছে সূত্রটি। ধারণা করা হচ্ছে, ভাগবতের সঙ্গে এনআরসি এবং নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল প্রসঙ্গে আলোচনা হতে পারে দুই মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল ও বিপ্লব দেবের।

এদিকে জেডপ্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তাপ্রাপ্ত মোহন ভাগবতের শিলচর সফরকে কেন্দ্র করে কাছাড় জেলার সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসন তটস্থ। অম্বিকাপট্টিতে অবস্থিত সংঘ কার্যালয় কেশব নিকেতন এবং সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করেছে কাছাড় প্রশাসন। নিরাপত্তার গ্যাঁড়াকল থেকে বাদ পড়েননি বরাক উপত্যকার দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রীর ওএসডি শেখর দেব এবং বড়খলার বিধায়ক কিশোর নাথও। তাঁরা মোহন ভাগবতের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তাঁর নিরাপত্তা রক্ষী এবং কেশব নিকেতনের স্বয়ংসেবক-দারোয়ানরা তাঁদের ভিতরে ঢুকতে দেয়নি। তিনদিনের কার্যক্রম শেষে ৩০ সেপ্টেম্বর সকালের বিমানে তিনি দিল্লির উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন।

প্রসঙ্গ ৩৭০ ও ৩৫এ অনুচ্ছেদ রদ জেএনইউ-তে বক্তব্য রাখবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা তুলে নেওয়ার পর ৫৩ দিন পেরিয়ে গেল। এখনও পর্যন্ত সেখানে মোতায়েন রয়েছে সেনা। হিংসার আশংকায় এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এই নিয়ে লাগাতার অষ্টম শুক্রবার জামিয়া মসজিদ সহ অন্যান্য বড় মসজিদে বন্ধ রইল শুক্রবারের প্রার্থনা। জম্মু ও কাশ্মীরের প্রশাসন থেকে সাধারণ মানুষের কাছে নিজেদের মহল্লার মসজিদে নমাজ পড়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। রাস্তাঘাটে যান চলাচল করছে না বিশেষ। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে স্কুল ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বেশকিছু দোকানপাট খুললেও অধিকাংশ এলাকাতেই স্বাভাবিক হয়নি যোগাযোগ পরিষেবা। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের এই পদক্ষেপের জন্য বিদেশেও প্রশংসা কুড়িয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এমতাবস্থায় আগামী ৩ অক্টোবর দিল্লিতে জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য রাখবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। ৫২ দিন পেরিয়ে গেলেও জম্মু ও কাশ্মীরের অধিকাংশ অঞ্চলেই এখনও জারি রয়েছে অচলাবস্থা। আটক রয়েছেন মেহবুবা মুফতি থেকে ওমর আবদুল্লার মতো নেতৃত্ব। ঈদ পেরিয়েও বাড়ি ফিরতে পারেননি শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের জন্য ভিনরাজ্যে থাকা কাশ্মীরিরা। বাড়ি ফেরা হয়নি বহু কাশ্মীরি পড়ুয়ারও।

জরুরী পরিষেবা

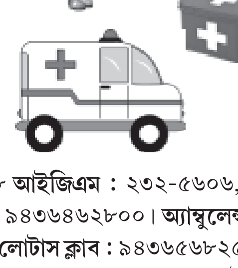

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

হেডলাইনস ত্রিপুরা'র শার সম্মান

আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও শারদ সম্মানের আয়োজন করেছে হেডলাইনস ত্রিপুরা। বিভিন্ন বিভাগে শ্রেষ্ঠত্বের নিরিখে শারদ সম্মানের পুরস্কারে ভূষিত করা হবে। বিশেষ করে প্রতিমা থেকে শুরু করে আলোক সজ্জা, পরিবেশ, আইনশৃঙ্খলা, পূজার বাজেট, প্যান্ডেল, পলিথিনের ব্যবহার সহ বিভিন্ন বিভাগে শ্রেষ্ঠত্বের নিরিখে বিচারকের বিচারে পুরস্কৃত করা হবে। এবারই প্রথম রাজধানী আগরতলার বাইরে জেলা সদরগুলিতেও সেরার সেরা ক্লাবকে শারদ সম্মানে ভূষিত করা হবে। আগামী ২১শে নভেম্বর রবীন্দ্রভবনে বিজয়ী ক্লাবগুলিকে সম্মান জানানো হবে। এই উপলক্ষে আয়োজিত এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কলকাতার বিখ্যাত শিল্পী রূপঙ্কর বাকচি সংগীত পরিবেশন করবেন। এছাড়া বাংলাদেশের শিল্পীরাও সংগীত পরিবেশন করবেন। অনুষ্ঠানে দেশের খ্যাতনামা সাংবাদিকরা উপস্থিত থাকবেন। হেডলাইনস ত্রিপুরার এডিটর প্রণব সরকার এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

করিমগঞ্জে বেপরোয়া ট্রিপার প্রাণ কেড়ে নিয়েছে তরতাজা যুবকের

করিমগঞ্জ (অসম), ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বেপরোয়া দ্রুতগামী ট্রিপার প্রাণ কেড়ে নিয়েছে বছর তেইশের এক তরতাজা যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে করিমগঞ্জের শহরতলি পোয়ামারা বাইপাস এলাকায়, শুক্রবার বিকেল প্রায় সাড়ে চারটা নাগাদ। ঘাতক ট্রিপার পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। এ-ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় জনতা তৎক্ষনাৎ ১০৮ পরিষেবার মৃত্যুঞ্জয়কে খবর দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রায় ঘণ্টাখানেক পর মৃত্যুঞ্জয় আসায় উত্তেজনার পারদ চড়ে। নিহত যুবককে কাছাড় জেলার গুমড়া পাইকান এলাকার জনৈক নোমান উদ্দিন বড়ভুইয়াঁর বছর তেইশের ছেলে সাইনুল ইসলাম বড়ভুইয়াঁ বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

এদিকে পুলিশ মামলা বলে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইক আরোহীকে জাতীয় সড়কের উপর মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাতে দেখা ছাড়া কিছুই করার ছিল না স্থানীয়দের। উত্তেজিত জনতা ততক্ষণে জাতীয় সড়কে অবরোধ গড়ে তুলেন। খবর পেয়ে ছুটে আসেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ড় দেবজিৎ নাথ। প্রায় ঘণ্টাখানেক জাতীয় সড়ক অবরোধ থাকার পর উত্তেজিত জনতাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে জাতীয় সড়ককে অবরোধমুক্ত করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার দেবজিৎ নাথ। প্রশাসনিক তৎপরতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলেও চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে এলাকায়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, এলাকায় দুপুর থেকেই জেলা এনফোর্সমেন্ট আধিকারিকরা পণ্যবাহী লরিতে তালাশি অভিযান চালানোয় ট্রাফিক অব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। এএস ১০ সি ৫৮৭৬ নম্বরের ট্রিপারটি এনফোর্সমেন্টের হাত থেকে বাঁচতে অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে ছুটতে থাকায় এই দুর্ঘটনাটি সংগঠিত হয়েছে।

জানা গেছে, কাছাড় জেলার গুমড়া পাইকান এলাকার জনৈক নোমান উদ্দিন বড়ভুইয়াঁর বছর তেইশের ছেলে সাইনুল ইসলাম বড়ভুইয়াঁ একটি মোটর বাইক নিয়ে পাথারকান্দি থেকে বদরপুর অভিমুখে যাচ্ছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান মতে, করিমগঞ্জের পোয়ামারা বাইপাস এলাকায় আসার পর উল্টোদিক থেকে অত্যন্ত দ্রুতগতির একটি বেপরোয়া ট্রিপার সামনে থেকে আগত বাইক আরোহীকে চেপে প্রায় কুড়ি মিটার দূরে টেনে-হ্যাঁচড়ে নিয়ে যায়। এক সময় বাইক আরোহী ছিটকে পড়লেও বেপরোয়া ট্রিপারটি বাইকটিকে প্রায় আধ কিলোমিটার পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়। হতভাগ্য সাইনুলের নিথর দেহ ময়না তদন্তের জন্য পুলিশ করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতালে নিয়ে যায়। আজকের সংঘটিত এই হৃদয়বিদারক ঘটনার জন্য স্থানীয় জনতা জেলা এনফোর্সমেন্ট বিভাগের অবৈধ তোলা আদায়কেই দায়ী করে, এ-ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে জেলাশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

প্রবল বৃষ্টিতে ভিজল হিমাচল, শীতলতম কুফরি

শিমলা, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : গত কয়েকদিনে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিতে ভিজেছে হিমাচল প্রদেশ। বৃহস্পতিবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত কাংরা ও সিরমৌর জেলায় সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে, যেখানে কুফরি শীতলতম স্থান ছিল। ইতিমধ্যেই শুক্রবার ও শনিবার ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। এদিন বিকেল পর্যন্ত রাজধানী শিমলা ও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় অতিভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। কাংরায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে এখনও পর্যন্ত সর্বাধিক ১০২.৪ মিলিমিটার (মিমি) বৃষ্টি হয়েছে বলে জানিয়েছেন শিমলার হাওয়া অফিসের পরিচালক মনমোহন সিং।

হাওয়া অফিস সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত রাজ্যের ধরমশালায় ৮০.৪ মিমি, নাহানে ৭১.৩ মিমি, পাওন্ত সাহিবে ৫৪.৪ মিমি, সুন্দরনগরে ৩০.৪ মিমি, পলমপুরে ২৮.৮ মিমি, উনায় ২৬.২ মিমি এবং বিলাসপুরে ২৪ মিমি বৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে, চাম্বায় ১৭ মিমি, ডালহৌসিতে ১৩ মিমি এবং মান্ডিতে ১১.৪ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। সর্বনিম্ন ১১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এদিন রাজ্যের শীতলতম স্থানে রয়েছে কুফরি। উপজাতি জেলা লাহল-স্পিতির প্রশাসনিক কেন্দ্র কিলং এবং কিন্নরের কালপায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ১১.৩ ডিগ্রি এবং ১১.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। একইসঙ্গে রাজধানী শিমলায় এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, পর্যটন স্থানগুলির মধ্যে ডালহৌসি ও মানালি-র সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ১২.৯ এবং ১৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। বৃহস্পতিবার রাতে নাহানের সর্বনিম্ন তাপমাত্রাও ১৫.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে গেছে বলে জানিয়েছেন মনমোহন সিং। এদিন হিমাচল প্রদেশের রাজধানী শিমলা সহ বিভিন্ন জেলায় ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। আইএমডি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শিমলা, সোলান, উনা, মান্ডি, বিলাসপুর ও হামিরপুর প্রভৃতি জেলায় ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে, ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই।

ধর্মনগরে

● প্রথম পাতার পর

হয়। শুক্রবার দুপুর ১ টা নাগাদ আনন্দবিহার আগরতলা গ্রামে রাজধানী এক্সপ্রেসের ধাক্কায় এই মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে বলে জানা গেছে।

হাইকোর্টের

● প্রথম পাতার পর

পালন সুনিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নজরদারি রাখতে সিসি টিভি বসানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এখানেই থেমে থাকেনি হাইকোর্ট। প্রতিমাসে ওই মন্দিরের সিসি টিভি ফুটেজ হাইকোর্টকে দেওয়ার জন্যও নির্দেশ জারি করেছে আদালত।

এদিকে, ত্রিপুরার ৮ জেলার জেলাশাসকদের নিজ নিজ অঞ্চলে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিয়েছে ত্রিপুরা হাইকোর্ট। বলি বন্ধের রায়ে মানুষের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি যাতে ফুটে উঠে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরই সাথে সংবিধান মেনে রাজ্য সরকারকে এই রায়ের পক্ষে প্রচার এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করতে বলেছে ত্রিপুরা হাইকোর্ট। ঠনং

বকেয়া

● প্রথম পাতার পর

অবরোধ চলার পর মোহনপুর মহকুমা শাসকের হস্তক্ষেপে এই সড়ক অবরোধ মুক্ত হয়। শ্রমিকদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে শারদোৎসবের আগেই তাদের বকেয়া মজুরির টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে।

বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

তাঁর দাবি, ওই নির্বাচনের ৭১টি বুথের মধ্যে ৬১টি বুথে বিজেপি প্রথম স্থানে রয়েছে। বাকি ৯টি বুথে সিপিএম এবং ১টি বুথে কংগ্রেস প্রথম স্থান নিশ্চিত করতে পেরেছে।

এদিন তিনি বলেন, উপনির্বাচনে ৭৯.৩৪ শতাংশ ভোট হয়েছে। এক্ষেত্রে ৫৭৯০৮ জন ভোটারের মধ্যে ৪৫৯৪৪জন ভোটার ভোট দিয়েছেন। সুশান্তবাবু এক পরিসংখ্যান তুলে ধরে জানিয়েছেন, উপনির্বাচনে বিজেপি ২০৪৮৭টি ভোট পেয়েছে, শতাংশের হিসেবে ৪৪.৫৯ % , সিপিএম ১৫২১১টি ভোট পেয়েছে, যার শতাংশের হিসেব দাঁড়ায় ৩৩.১২% , এবং কংগ্রেস ৯১০৫টি ভোট পেয়েছে, শতাংশের হিসেবে ১৯.২৮%। তাঁর কথায়, ভোট ফলাফল তুলনা করে দেখা গেছে ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ৪৩.৫৯ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। সেই তুলায় সিপিএম ৪২.২২ শতাংশ ভোট পেয়েছিল। তাতে দেখা যাচ্ছে, উপনির্বাচনে বিজেপির ১শতাংশ ভোট বৃদ্ধি হয়েছে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় এই নির্বাচনের ফলাফলে সদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে।

গাঁজা

● প্রথম পাতার পর

আদালতের নির্দেশ পাওয়ার সেগুলিও ধ্বংস করা হবে বলে জানিয়েছেন এক আরক্ষা আধিকারিক। উল্লেখ্য, নতুন সরকার রাজ্যে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজ্যকে নেশামুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়েছে। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই রাজ্যে গাঁজা চাষ পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া এবং গাঁজা পাচার বন্ধের লক্ষ্যে প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর ফলে রাজ্যে গাঁজা চাষ প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। গাঁজা পাচারকারীরাও হাত পা গুটিয়ে বসে আছে। অনেকের বিরুদ্ধেই এনডিপিএস ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে। বেশ কিছু সংখ্যক জেল হাজতে রয়েছে। ইতিমধ্যেই যাদেরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তাতে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সিল করে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে প্রশাসন।

প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার

পাচের পাতার পর

থেকে গভীর উপলব্ধির প্রত্যাশা ব্যক্ত করে বলেন, 'সরকার সমস্যা সমাধানে বিচক্ষণ ও বিবেচক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তোমাদের সরকারের সহযোগিতায় এগিয়ে আসা উচিত।'তাদের নিরাপদ ও টেকসই জীবনের নিশ্চয়তা প্রদান আমাদের দায়িত্ব। সেখানে পানি সরবরাহসহ জীবনযাপনের মৌলিক প্রয়োজনীয় নিশ্চিত থাকায় তা অনেকটাই টেকসই।তিনি বলেন , জীবনযাপনের কাজের সুবিধাদি নিয়েও তাদের মনে প্রশ্ন আছে।

কর্লিস বলেন, সরকার যদি ভাসানচরের জন্য আন্তর্জাতিক সমর্থন চায়, তাহলে আর্থিক প্রস্তাবণারও প্রয়োজন হবে। তাহলে তা কক্সবাজার অপারেশনের চেয়ে ব্যয়বহুল হবে। আমরা আশা করছি যে, খুব তাড়াতাড়িই আলোচনা শুরু করবো।তিনি উল্লেখ করেন, বিভিন্ন অসুবিধা থাকা সত্বেও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠি এখানে যতটুকু শান্তি ও নিরাপত্তা পাচ্ছে তাদের নিজের দেশ মিয়ানমারে তারা তা পায়নি।স্টিভেন করলিস বলেন, সুবিধাজনকভাবে তাদের স্বদেশ প্রত্যাবাসনের উল্লেখ করে বলেন, রাখাইনে শান্তি নিরাপত্তা বিধান করে তাদের জনসাধারণকে ফেরত পাঠানোর পরিবেশ সৃষ্টি করায় ' সমান অথবা আরো বেশি প্রচেষ্টা' চালাতে হবে।তিনি সরকার ও ইউএনসিএইচআর-এর যৌথ প্রচেষ্টায় বায়োমেট্রিক রেজিস্টেশন পদ্ধতির প্রশংসা করেন।ইউএনসিএইচসিআর প্রতিনিধি উল্লেখ করেন, আমরা ইতোমধ্যেই ৬৭ শতাংশ কাজ শেষ করেছি আশা করা যাচ্ছে অক্টেবরের শেষ ভাগে বাকিটুকু শেষ করতে পারবো।তিনি বলেন, এটি পরিস্কার তথ্য দেয় যে বাংলাদেশ যাদের আতিথেয়তা করছে তারা সেখানে অন্ততঃ একটি পরিচয় বহন করছে তাদের অনেকেরই কোনো পরিচয়পত্র নেই।

করেস্টভেন করলিস উল্লেখ করেন, এটি রোহিঙ্গাদের জন্য'এক বিশাল প্রাপ্তি' হয়ে দাঁড়াবে যে তারা তাদের নাগরিকত্ব দাবি করতে সক্ষম হবে। ১৯৮২ সালে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ সাংবিধানিকভাবে রোহিঙ্গাদের নাগরিককত্ব বাতিল করে দেয়।

মার্কিন বিনিয়োগকারীদের

পাচের পাতার পর

অব্যাহতভাবে বেড়ে চলেছে এবং গত অর্থবছরে এর মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯শ' কোটি মার্কিন ডলার।প্রধানমন্ত্রী বলেন, অন্য উন্নয়ন দেশগুলোর তুলনায় অন্যায্য উচ্চ ট্যারিফ প্রত্যাহার করা হলে তা আরো বেশি হতে পারতো।

শেখ হাসিনা বলেন, জাতিসংঘ বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের যোগ্য ঘোষণা করেছে। এটি 'ভিশন-২০২১' বাস্তবায়নে আমাদের প্রচেষ্টার ফসল।তিনি বলেন,আমাদের লক্ষ্য 'ভিশন-২০৪১' বাস্তবায়নের মাধ্যমে উন্নত দেশে উত্তরণ। বাংলাদেশে বর্তমানে যে বিপুল আর্থ-সামাজিক রূপান্তর ঘটছে তা বিবেচনা করে আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছার ব্যাপারে আস্থাবান।প্রধানমন্ত্রী বলেন, গত ১০ বছরে বাংলাদেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধির গড় ছিল ৭ শতাংশ, যা গত অর্থবছরে ৮ দশমিক ১৩ শতাংশে পৌঁছেছে এবং চলতি অর্থবছরে ৮ দশমিক ২ শতাংশে পৌঁছবে বলে আশা করা হচ্ছে।তিনি বলেন, 'আমরা অবকাঠামো উন্নয়নে বেশ কিছু মেগা প্রকল্প হাতে নিয়েছি এবং ৩-৪ বছরের মধ্যে এসব প্রকল্পের কাজ শেষ হলে প্রবৃদ্ধির হার ডাবল ডিজিটে পৌঁছবে বলে আশা করা যাচ্ছে।'শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশের কয়েকটি অর্থনৈতিক সূচক হলো- মূল্যস্ফীতি ৫ দশমিক ৪ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে। মাথাপিছু আয় ১৯শ' ৯ মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়ে ৩ হাজার ৩শ' কোটি মার্কিন ডলার হয়েছে, রপ্তানি আয় দ্বিগুণেরও বেশি বেড়ে ৪ হাজার ৫৩ কোটি বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে; মানব উন্নয়ন সূচক বেড়ে বার্ষিক ১ দশমিক ৬ শতাংশ হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ গত কয়েক বছরে সাহায্য গ্রহিতা দেশ থেকে বিনিয়োগ গন্তব্যে পরিণত হয়েছে।

তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ বর্তমানে পিপিপি'র ভিত্তিতে বিশ্বে ৩০তম শীর্ষ অর্থনৈতিক দেশ এবং এটি ক্রম বর্ধমানভাবে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বৈশ্বিক স্বীকৃতি পাচ্ছে।'শেখ হাসিনা বলেন, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক আউটলুক-২০১৯ বাংলাদেশকে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে দ্রুত বর্ধমান অর্থনীতির দেশ হিসেবে উল্লেখ করেছে।তিনি বলেন, 'এতে এই সাফল্যের কারণ হিসেবে দৃঢ় নেতৃত্ব, সুশাসন, স্থিতিশীল সরকার ও অব্যাহত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, সুষ্ঠু সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি ও সঠিক উন্নয়ন অগ্রাধিকারকে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন আমাদের সরকার দুর্নীতি ও সন্ত্রাসবাদের প্রতি জিরো টলারেন্স প্রদর্শন করেছে।'প্রধানমন্ত্রী বলেন, এইচএসবিসি তাদের ২০১৮ প্রতিবেদনে পূর্বাভাস দিয়েছে যে, বাংলাদেশ ২০৩০ সাল নাগাদ বিশ্বের ২৬তম শীর্ষ অর্থনীতি এবং বিশ্বের ৩টি দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতির দেশের অন্যতম হবে।শেখ হাসিনা বলেন, 'বাংলাদেশ সাড়ে ১৬ কোটি সমরূপ জনসংখ্যার একটি প্রগতিশীল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। 'অধিকাংশ অনূর্ধ-২৫ যুবশক্তির বিশাল জনসংখ্যা খুবই প্রতিযোগিতামূলক মজুরিতে কর্মে নিয়োজিত হবার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।'প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্ধমান বিদ্যুৎ ব্যবহার নিয়ে দ্রুত নগরায়ন এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির বর্ধমান বিকাশ বাংলাদেশে বিনিয়োগকারীদের জন্য বাজার সম্ভাবনা নির্দেশ করে।

প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন, বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশী, প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম জিয়াউদ্দিন ও এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক মো. আবুল কালাম আজাদ এসময় উপস্থিত ছিলেন।ইউএস চেম্বারস অব কমার্স এবং বাংলাদেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ী নেতারা বৈঠকে যোগ দেন।

অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

স্থলের সংলগ্ন এলাকায় থাকা বিএসএফ জওয়ান ছুটে এসে জল সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দেয়, এর পাশাপাশি ডিডব্লিউএস দপ্তর ও ওয়াটার পাম্প মেশিনটি সাড়াই করে নিত্যদিন জল সরবরাহ করবে। প্রতিশ্রুতি পেয়ে অবরোধকারীরা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেয়।

আত্মঘাতী

● প্রথম পাতার পর

পরিবারের লোকজন জানিয়েছেন, জয়দেবের এই পরিণতির পেছনে প্রণয় সংক্রান্ত বিষয় থাকতে পারে। গত কয়েকদিন যাবৎ সে একটু উদাস আনমনা হয়ে থাকত। যদিও সে প্রাণচঞ্চল একটি ছেলে ছিল। পাড়ায় সবার সাথে হাসিমুখে কথা বলত। হঠাৎ করে এই ঘটনা শুনে এলাকার সবাই মর্মাহত। তার আত্মহত্যা পাড়াপড়শি কোনওভাবেই মানতে পাড়ছেন না।

এ-ঘটনায় পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে। তার আত্মহত্যার পেছনে ত্রিকোণ প্রেম কারণ কিনা, তা পুলিশ তদন্ত করে দেখছে। এর পেছনে কোনও প্ররোচনা রয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। কিশোরের মৃত্যুতে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে বুক চাপড়ে কাঁদছেন মা। বাবাও পুত্রশোকে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন।

কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

নির্বাচনে তাঁর উপরই আস্থা রেখেছিলেন। আবার বলা যেতেই পারে, ত্রিপুরার ভোটাররা বিজেপি এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি আস্থা প্রদর্শন করেছিলেন। এর পর ২০১৯ লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। কিন্তু তখন বিধায়ক দিলীপ সরকার প্রয়াত হয়েছেন। কিন্তু, ভোটের ফলাফলে কোনও হেরফের হয়নি।

২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনে বাধারঘাট কেন্দ্রে ৫৭,৬৬১ জন ভোটারের মধ্যে ৫৩,১০৩ জন ভোট দিয়েছিলেন। প্রয়াত বিধায়ক দিলীপ সরকার পেয়েছিলেন ২৮,৫৬১ ভোট, শতাংশের হিসেবে ৫৩.৮৫ শতাংশ। সেই তুলনায় সিপিএম প্রার্থী ঝর্ণা দাস বৈদ্য পেয়েছিলেন ২৩,১১৩ ভোট, শতাংশের হিসেবে ৪২.৫৮ শতাংশ। তবে, জাতীয় দল কংগ্রেসের ওই নির্বাচনে চূড়ান্ত ভরাডুবি হয়েছিল। কারণ, কংগ্রেস প্রার্থী রতনচন্দ্র দাস পেয়েছিলেন মাত্র ৫০৫টি ভোট, শতাংশের হিসেবে দাঁড়ায় ০.৯৫ শতাংশ।

এর পর ছিল ২০১৯ লোকসভা নির্বাচন। ওই নির্বাচনে ভোটার প্রায় একই ছিলেন। ভোটের ফলাফলে দেখা গেছে, বিজেপি ২৮, ১৪০, সিপিএম ৯,৭৩৩ এবং কংগ্রেস ৮,৪৯৯ ভোট পেয়েছিল। ওই নির্বাচনে বিজেপি-র ভোটে কোনও প্রভাব না পড়লেও, বিরোধী ভোট আড়াআড়িভাবে বিভক্ত হয়েছিল।

কিন্তু, এবার উপনির্বাচনের ফলাফলে পাটিগণিতের ভাষায় কিছুটা তারতম্য ঘটেছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কেননা, ২০১৮ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ৫,৪৪৮ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছিল। এবার উপনির্বাচনে ৫২৭৬ ভোটার ব্যবধান। জয়ের ব্যবধানে খুব একটা ফারাক নেই, এমনকি শতাংশের হিসাবে উপনির্বাচনে ভোটের হারে বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় ১ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। তবু, বিজেপিকে এখন থেকে নতুন করে ভাবতে হবে, সে-কথা উড়িয়ে দেওয়া মোটেও স্বাস্থ্যকর হবে না বলে দাবি রাজনৈতিক মহলের।

তাঁদের যুক্তি, উপনির্বাচনে বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় ১২ শতাংশ ভোট কম পড়েছে। ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনে ভোট পড়েছিল ৫৩,১০৩ এবং এবার উপনির্বাচনে ভোট পড়েছে ৪৫,৯৪৪। সোজা কথায়, ৮,১৫৯টি ভোট এবার কম পড়েছে। ভোট কম পড়ার হাজারো যুক্তি থাকতেই পারে, তা-ও অস্বীকার করার কোনও সুযোগ নেই। কিন্তু, হিসাব মিলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় উপনির্বাচনে বিজেপি ৮,০৭৪টি ভোট কম পেয়েছে। উপনির্বাচনে যাঁরা ভোট দেননি, তাঁরা সকলেই বিজেপি সমর্থক, এমনটা ভাবাও যথেষ্ট ছেলেমানুষী হবে বলে মনে করা হচ্ছে। অথচ, সিপিএম এবং কংগ্রেসের উপনির্বাচনে সম্মিলিত ভোটের হার ২৪, ৩১৬। তাতেও অস্বীকার করার সুযোগ নেই, বাঁধারঘাটের অধিকাংশ ভোটার বিরোধী দলের প্রতি আস্থা রেখেছেন। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হল, ২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় কংগ্রেসের ভোট অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়েছে।

তাই বলা হচ্ছে, এখন থেকে রমজ্যে প্রশাসনিক এবং সাংগঠনিক পরিচালনায় নতুন ভাবনা নিয়ে নামতে হবে বিজেপিকে। তবেই রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণে কোনও হেরফের হবে না বলে ধারণা রাজনৈতিক মহলের।

আইনজীবীর সওয়াল

আটের পাতার পর

অন্তর্বর্তীকালীন জামিনের আবেদনে তীব্র বিরোধিতা করেন সিবিআইয়ের আইনজীবী। যুক্তি হিসাবে সলিসিটর জেনারেল বলেন, যদি জামিন পান, বিপজ্জনক হতে পারেন চিদম্বরম। আইএনএক্স মিডিয়া এবং অন্যান্য সংস্থাগুলির কিছু ইমেলের তথ্য আদালতে জমা দেয় সিবিআই। চিদম্বরমের আইনজীবী কপিল সিব্বল দাবি করেন, আইএনএক্স মিডিয়ার এগজিকিউটিভ ইন্দ্রাণী মুখার্জির সঙ্গে কোনওদিন সাক্ষাতহয়নি প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর।

উল্লেখ্য, মোটা অঙ্কের বিদেশি লগ্নি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে চিদম্বরমের বিরুদ্ধে। অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন ছেলে কার্তিকে সুবিধা পাইয়ে দিতেই পি চিদম্বরম এই ছাড়পত্র দিয়েছিলেন বলে সিবিআই অভিযোগ করে। এমনকি চিদম্বরমের বিরুদ্ধে বিদেশে আয়বির্হভূত সম্পত্তি রয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

জয়ন্তী পালিত

আটের পাতার পর

মিলের লজিক পড়ানোর কথা বলেছেন। তিনি স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের আপ্রাণ প্রচেষ্টা করেছেন। তিনি সার্বজনিন, আধুনিক ও উন্নত মানের শিক্ষার কথা বলেছেন। বক্তাগণ বলেন, স্বাধীন দেশের শাসকরা বিদ্যালাসগের ছবিতে মালা দেয়, কিন্তু তার শিক্ষা বিষয়ক মতামতকে উপেক্ষা করে অবৈজ্ঞানিক সিলেবাস চালু করে, শিক্ষাকে ব্যয়বহুল করে শিক্ষঅ সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে এবং শিক্ষঅর মানকে ধ্বংস করছে। বর্তমানে প্রবাহমান জাত, পাত, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এবং বিজ্ঞানভিত্তিক ও গণতান্ত্রিক শিক্ষঅর দাবিতে আন্দোলনে এগিয়ে আসলেই মহান বিদ্যাসাগরের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধাজ্ঞাপন হবে বলে বক্তাগণ বলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের আহ্বায়ক শ্রী সুভাষ কান্তি দাস।

জনমনে ক্ষোভ

আটের পাতার পর

করেছেন।উনার দাবি জিয়াব উদ্দিন এর পূর্বেও উনার বাড়িতে চুরি কান্ড সংঘটিত করেছে।আর গতকালও জিয়াব উদ্দিন উনার বাড়ির পাশে ঘুরপাক খাচ্ছিলো। সুতরাং সন্দেহটা জিয়াব উদ্দিনের দিকেই।অপরদিকে এলাকাবাসী জানান, বিগত কয়েক মাস যাবত উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে চুরির ঘটনা।পুলিশ প্রশাসন অনেক চোরকে পাকড়াও করলেও চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ।তবে সাধারণ জনগণের দাবি,পুলিশ প্রশাসন যেন শক্ত হাতে চোরদের লাগাম টানে।নতুবা রাত পোহালেই দুর্গাপুজো সেই সময় গৃহস্থের ঘর সম্পূর্ণরূপে খালি করে দিয়ে চলে যাবে চোরের দল। চুলের আতঙ্কে আতঙ্কিত চাঁদপুর এলাকাবাসীসহ চুড়াইবাড়ি থানা এলাকার জনগণ।

২০১৯ এর মত টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২০ও হারাতে পারে টিম ইন্ডিয়া

ভারতীয় ক্রিকেট দল আগামী বছর হতে চলা টি-২০ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। এই বিশ্বকাপ আগামী বছর অক্টোবর নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ায় খেলা হবে। ভারত ২০০৭ এ হওয়া প্রথম বিশ্বকাপকে নিজেদের নামে করেছিল কিন্তু তারপর দল একবারও জয়ী হতে পারেনি। দল এখন থেকেই বিশ্বজয়ী হওয়ার জন্য বেশ কিছু প্রয়োগ শুরু করে দিয়েছে কিন্তু এটা শুরুতেই ফ্লপ হয়ে গেছে।টিম ম্যানেজমেন্ট এমন প্লেয়িং ইলেভেন তৈরি করতে যায় যার নীচের ক্রম পর্যন্ত ব্যাটিং থাকবে। বোলারও এমন হোক যারা সামান্য ব্যাটিংও করতে পারে। এই কারণে কুলদিপ আর চহেলকে দলের বাইরে রাখা হচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে এমনটা হয়েছে আর দলকে হারতে হয়েছে। রোহিত শর্মা, শিখর ধবন আর বিরাট কোহলির আউট হওয়ার পর ব্যাটিং সম্পূর্ণ ধসে গিয়েছে। দলে রবীন্দ্র জাদেজা আর ক্রুণাল পাণ্ডিয়া একই রকম খেলোয়াড়। তৃতীয় স্পিনার হিসেবে ওয়াশিংটন সুন্দর সুযোগ পেয়েছেন। এই তিন বোলার দুটি ম্যাচ মিলিয়ে একটাই উইকেট নিতে পেরেছেন। জাদেজা ২০১৭র পর ওয়েস্টইন্ডিজে প্রথম টি-২০ ম্যাচ খেলেছিলেন।এটা প্রথমবার নয় যখন ভারতীয় দল এই রকম ফালতু প্রয়োগ করছে। ২০১৭ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে পাওয়া হার আর বিশ্বকাপ ২০১৯ এর সেমিফাইনালে পাওয়া হারও টিম ম্যানেজমেন্ট আর অধিনায়ক বিরাট কোহলির জেদের কারণে হয়েছে। ভারতীয় দল এমনই প্রয়োগ করতে থাকলে আগামী টি-২০ বিশ্বকাপেও তাদের হারের মুখে পড়তে হতে পারে।চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ২০১৭ চলাকালীন অধিনায়ক বিরায় কোহলি আর কোচ অনিল কুম্বলের মধ্যে সবকিছু ঠিক চলছিল না। মিডিয়া রিপোর্টসের কথা মানা হলে তো ফাইনালের আগেই টিম মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে টস জেতার পর প্রথমে ব্যাট করা হবে। যে কোনো দল বড়ো ম্যাচের প্রহমে ব্যাট করে বোর্ডে বড় রান তুলতে চায়।বিরাট কোহলি এমনটা করেননি আর টসে তিনি বোলিং করার সিদ্ধান্ত করে নেন। এরপর কি হয়েছে সেটা কারো কাছে লুকোনো নেই। পাকিস্তান প্রথমে ব্যাট করে ৩৩৮ রান করে দেয়। জবাবে ভারতীয় দলের ব্যাটিং ছন্নছাড়া হয়ে যায় আর সম্পূর্ণ দল মাত্র ১৫৮ রানেই অলআউট হয়ে যায়। পাকিস্তান এই ম্যাচ ১৮০ রানের বড়ো ব্যাবধানে জিতে নেয়।চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর যুবরাজ সিংকে দল থেকে বাদ দেওয়া হয় আর চার নম্বরের সমস্যা শুরু হয়ে যায়। বিশ্বকাপের আগে পর্যন্ত দীনেশ কার্তিক, আম্বাতি রায়ডু, কেএল রাহুল, মনীষ পাণ্ডে, মহেন্দ্র সিং ধোনি, কেদার জাধব, হার্দিক পাণ্ডিয়ার মত খেলোয়াড়দের পরীক্ষা করে দেখা হয়।বিশ্বকাপের আগে পর্যন্ত আম্বাতি রায়ডু এই জায়গায় লাগাতার রান করছিলেন।তা সত্ত্বেও একটি খারাপ সিরিজের পর তাকে বিশ্বকাপের দল থেকে বাদ দেওয়া হয়। চার নম্বরের জন্য নির্বাচিত হন বিজয় শঙ্কর।শঙ্কর তার আগে ভারতের হয়ে একবারও চার নম্বরে ব্যাটিং করেননি। শুরুর ম্যাচে ওপেনিং ব্যাটসম্যান কেএল রাহুল চার নম্বরে ব্যাটিং করেন। রাহুল সেপ্টেম্বর ২০১৮ থেকে বিশ্বকাপ পর্যন্ত মাত্র দুটি ওয়ানডে ম্যাচ খেলেছিলেন। শিখর ধবনের আহত হওয়ার পর তিনি ওপেনিং ব্যাটিং করেন আর মিডল অর্ডারে প্রথমে বিজয় শঙ্কর আর তারপর ঋষভ পন্থ সুযোগ পান। দুই ব্যাটসম্যান সম্পূর্ণ ফ্লপ থাকেন। সেমিফাইনালে টপ ৩ দ্রুত আউট হওয়ার পর অভিজ্ঞতা হীন ঋষভ পন্থকে সংঘর্ষ করতে দেখা যায়। নীচের দিকে ধোনি জাদেজার সঙ্গে ইনিংস সামলান কিন্তু দল হারে।বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে যথেষ্ট চাপ থাকে আর এই অবস্থায় অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের প্রথমে ব্যাটিং করার জন্য নামানো হয়। টিম ম্যানেজমেন্ট বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে মহেন্দ্র সিং ধোনিকে ৭ নম্বরে পাঠায়। হার্দিক পান্ডিয়াও তার আগে ব্যাটিং করতে আসেন আর দায়িত্বজ্ঞানহীন শট খেলে আউট হন। বিশ্বকাপে ভারতের হারের সবচেয়ে বড়ো কারণ খারাপ প্রদর্শন নয় বরং প্রয়োজনের বেশি প্রয়োগ ছিল। টিম ম্যানেজমেন্ট সেই প্রয়োগ টি-২০ বিশ্বকাপের শুরু হওয়ার এক বছর আগেই শুরু করে দিয়েছে। টি-২০ ম্যাচে প্রত্যেক দল নিজেদের ভাল বোলারদের সঙ্গে নামতে চায়। তারা বিপক্ষ দলের ব্যাটসম্যানদের রান করা থেকে আটকায় আর ছোটো লক্ষ্যকেও বাঁচিয়ে ফেলে।এর জন্য আইপিএলেরও উদাহরণ দেখা যেতে পারে। আইপিএলে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স আর চেন্নাই সুপার কিংস সবচেয়ে সফল দল।মুম্বাই চারবার আইপিএল জিতেছে আর এতে দুবার তারা ১৫০ কম স্কোরকে ডিফেন্ড করেছে। চেন্নাই দলও আইপিএলে বেশ কিছু ছোটো লক্ষ্যকে ডিফেন্ড করেছে। অন্যদিকে মজবুত ব্যাটিংওয়ালা রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু আর কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব প্লে অফেও পৌঁছতে সংঘর্ষ করছে। ভারতীয় দল টি-২০ বিশ্বকাপকে জিততে চায় তো টিম ম্যানেজমেন্টকে এই প্রয়োগ যত দ্রুত সম্ভব বন্ধ করতে হবে আর প্রধান বোলারদের সুযোগ দিতে হবে। বর্তমানের স্পিনার রবীন্দ্র জাদেজার ৪৪টি টি-২০আইতে ৩৩টি উইকেট আর ক্রুণালের ১৬টিতে ১৪টি আর সুন্দরের ১২টি ম্যাচে ১২টি উইকেট রয়েছে। অন্যদিকে কুলদীপ যাদবের ১৮টি ম্যাচে ৩৫টি আর চহেলের ৩১টি ম্যাচে ৪৬টি উইকেট রয়েছে।এতেও পরিস্কার হয়ে যায় যে টিম ম্যানেজমেন্টের কি করা উচিত।

দ্বৈত অধিনায়কত্বের পক্ষে সওয়াল যুবরাজের

বিশ্বকাপের পরে সাময়িকভাবে দ্বৈত অধিনায়কত্ব চালু করার পরিকল্পনা করেছিল বিসিসিআই। তবে পরে সেই পরিকল্পনা থেকে সরে আসে বোর্ড। সীমিত ওভার এবং টেস্ট ক্রিকেটের জন্য পৃথক অধিনায়ক নিয়োগ করার পরামর্শ ভেসে এল স্বয়ং যুবরাজের কাছ থেকে। কয়েকঘণ্টা আগেই নিজের অবসর নিয়ে বিস্ফোরক ঘটিয়েছিলেন যুবি। বলে দিয়েছিলেন, টিম ম্যানেজমেন্টের চাপের কাছে নতিস্বীকার করেই ক্রিকেট ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি।তারপরেই আরও একবার স্প্লিট ক্যাপ্টেন্সি চালু করার কথা বলে বিতর্ক উসকে দিলেন তারকা বাঁ হাতি। এক্ষেত্রে টেস্টের জন্য বিরাট কোহলি এবং সীমিত ওভারের জন্য রোহিত শর্মাকে অধিনায়ক করার কথা বললেন তিনি। একটি সর্বভারতীয় টিভি চ্যানেলে সাক্ষাতকার দিতে গিয়ে যুবির বক্তব্য, ''আগে ক্রিকেটে কেবলমাত্র দুটো ফর্ম্যাট ছিল। সেটা সামলাতে অধিনায়কের সমস্যা হত না। তবে এখন তিন ফর্ম্যাটে খেলা হয়। যদি নেতৃত্ব নিয়ে বিরাটের উপরে চাপ তৈরি হয়, তাহলে সীমিত ওভারের জন্য অধিনায়ক হিসেবে অন্য কাউকে ভাবা যেতেই পারে। ২০১৯ সালেই বিশ্বকাপ। এর আগে বেশ কিছু টি২০ থেকে বিরাটকে বিশ্রাম দিয়ে রোহিতকে ক্যাপ্টেন করা হয়েছিল। সেখানে কিন্তু রোহিত সাফল্যের সঙ্গে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছে।''পাশাপাশি যুবরাজ আরও বলেছেন, ''টিম ম্যানেজমেন্টকে ঠিক করতে হবে, বিরাট কতটা ওয়ার্কলোড নিতে পারবে। ওদের কি সত্যিই টি২০-র জন্য অন্য কোনও অধিনায়কের কথা বিবেচনা করছে কিনা। পুরোটাই বিসিসিআইয়ের ভবিষ্যত পরিকল্পনার উপর নির্ভর করছে। বিরাট কয়েকবছর ধরেই সেরা বাটসম্যান হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করেছে। কীভাবে বিরাট নিজের ওয়ার্কলোড ম্যানেজ করবে, এটা পুরোটাই টিম ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত।''বিস্ফোরক যুবরাজ, বললেন টিম মানেজমেন্টের চাপই তাঁর অবসরের কারণপাশাপাশি টেস্টেও রোহিতকে দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে খেলানোর পক্ষে সওয়াল করেছেন জাতীয় দলের একসময়ের ফ্ল্যামবয়েন্ট ক্রিকেটার। যুবরাজ বলে দিচ্ছেন, ''রোহিত শর্মাকে কেরিয়ারের শুরু থেকেই টেস্টে ওপেনার হিসেবে খেলানো উচিত ছিল। ওকে এক ম্যাচ খেলিয়ে বসিয়ে দেওয়া হত। তারপরে বলা হত, রোহিত টেস্টে খেলতে পারছে না। যদি কাউকে ন্যূনতম ১০ টেস্ট না খেলানো হয়, তাহলে কী করে তাঁর কাছ থেকে পারফরফরম্যান্স আশা করে!''এরসঙ্গেই তাঁর সংযোজন, ''যদি এখন রোহিতকে টেস্টে ওপেন করানো হয়, তাহলে ওকে বলা হয়, কম করে ৬টা টেস্টে দলে ওর জায়গা পাকা। জাস্ট নিজের খেলা খেল। তাহলে কেউ কিছু বলবে না। লোকেশ রাহুলকে তো অনেক সুযোগ দেওয়া হল। তাই যেই ওপেনার হোক, তাঁকে কম করে ৬টা টেস্টে খেলানো হোক। যাতে নিজেকে নির্দিধায় প্রকাশ করতে পারে সেই ক্রিকেটার।''

ব্যাট দিয়ে খেলছেন ক্যারাম! পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের কাণ্ড দেখে অবাক নেট-দুনিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন : খেলা শুরু হতে দেরি আছে। তাই সময় কাটানোর জন্য ড্রেসিংরুমে ছোট্ট একটা ক্যারাম বোর্ড নিয়ে বসে পড়েছিলেন ইমাম উল হক, শাদাব খান, মোহাম্মদ আমিররা। এই পর্যন্ত অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। কিন্তু এর পরই ঝামেলা পাকানো শুরু করে দেন পাক পেসার ওয়াহাব রিয়াজ। কোথা থেকে নিয়ে এলেন একখানা ক্রিকেট ব্যাট। তার পর সেটা দিয়ে ক্যারাম খেলতে শুরু করে দিলেন। তাঁর এমন কাণ্ড দেখে বেজায় বিরক্ত হলেন সতীর্থরা। কিন্তু ওয়াহাব রিয়াজ থামলেন না। তিনি ক্যারাম খেলা পণ্ড করেই ছাড়লেন।দশ বছর পর পাকিস্তানে আন্তর্জাতিক ম্যাচ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে একদিনের ম্যাচ খেলার কথা পাকিস্তানের। তবে তাতেও বড়সড় বাধা। করাচিতে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। যার জেরে নির্ধারিত সময় টস করা যায়নি। বৃষ্টি এখন কিছুটা কমেছে। তবে মাঠ ভিজে। ফলে কখন খেলা শুরু হবে তা নিয়ে কিছু জানা যাচ্ছে না। বৃষ্টির জন্য ক্রিকেটাররা ড্রেসিংরুমে বন্দি। আর এই সময় পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা ক্যারাম খেলে সময় কাটাচ্ছেন। মহম্মদ আমির আর শাদাব খান ক্যারম খেলছিলেন। কিন্তু আচমকাই ওয়াহাব রিয়াজ এসে উতাত শুরু করেন।ক্রিকেট ব্যাট দিয়ে ক্যারামের গুটি পেটাতে শুরু করেন রিয়াজ। শাদাব ও আমির বারবারই বোর্ড থেকে হাত সরিয়ে নিচ্ছিলেন। বলাবাহুল্য, পুরো ঘটনাটাই হচ্ছিল মজার ছলে। বাইরে বৃষ্টি, খেলা হওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তার মাঝেও পাক ক্রিকেটাররা ছিলেন ফুরফুরে মেজাজে।

রেনবোকে হারিয়ে শীর্ষে পিয়ারলেস, রবিবার লিগের ফয়সালা

আজকাল ওয়েবডেস্ক: ১৯৫৮ সালের পর কি আবার তিন প্রধানের বাইরে অন্য কোনও দল লিগ জিততে চলেছে? পিয়ারলেস কিন্তু নিজেদের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। বারাসতে কলকাতা লিগের মহা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে রেনবোকে শুক্রবার ১-০ ব্যবধানে হারিয়ে দিল পিয়ারলেস। চলে এল লিগ শীর্ষে। এদিন পিয়ারলেসের লক্ষ্য ছিল বড় ব্যবধানে জয়। তা সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত ১-০ ব্যবধানে জিতেই মাঠ ছাড়লেন কোচ জহর দাস। পিয়ালেসের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন দীপেন্দু দুয়ারি।এই ম্যাচের আগে যা পরিস্থিতি ছিল তাতে লিগ জয়ের দৌড়ে টিকে থাকতে হলে রেনবোকে হারাতেই হত ক্রোমাদের।এই ম্যাচের আগে ১০ ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে ছিল ইস্টবেঙ্গল। অন্যদিকে, ৯ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে পিয়ারলেস ছিল তৃতীয় স্থানে। লিগ জিততে হলে শেষ দুই ম্যাচে কোনওভাবেই পয়েন্ট নষ্ট করা যাবে না।আর যদি পিয়ারলেস এই দুই ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করে, তা হলে শেষ ম্যাচে কাস্টমসকে হারালেই শতবর্ষে কলকাতা লিগ ঢুকবে লাল-হলুদ শিবিরে। এই পরিস্থিতিতে নেমে এদিন হতাশ করলেন না পিয়ারলেস ফুটবলাররা। লিগের দশম ম্যাচে জয়ের ফলে আপাতত লিগ শীর্ষে জহর দাসের ছেলেরাই। সমসংখ্যাক ম্যাচে সমসংখ্যক পয়েন্ট আছে ইস্টবেঙ্গলেরও। কিন্তু, গোলপার্থক্যে লাল- হলুদ শিবিরের থেকে অনেকটাই এগিয়ে পিযারলেস।আপাতত, পিয়ারলেসের গোলপার্থক্য ১১ এবং ইস্টবেঙ্গলের গোলপার্থক্য ৭। আগামী ২৯ অক্টোবর লিগের শেষ ম্যাচ। সেদিন কাস্টমসের মুখোমুখি হবে ইস্টবেঙ্গল। পিয়ারলেস মুখোমুখি হবে জর্জ টেলিগ্রাফের।একই সময়ে খেলবে দুই দল। একই দিনে খেলা মোহনবাগানেরও। শেষ ম্যাচে জর্জকে হারিয়ে দিতে পারলে পিয়ারলেসের চ্যাম্পিয়ন হওয়া কার্যত নিশ্চিত। অন্যদিকে, ইস্টবেঙ্গলকে চ্যাম্পিয়ন হতে হলে বিরাট ব্যবধানে জিততে হবে।

বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে ধোনি আগে নামলে ভাল হত: রায়না

আজকাল ওয়েবডেস্ক: বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের কাছে হারের পর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠেছিল ধোনির ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে। কেন সাত নম্বরে নামানো হয় ধোনিকে? তা নিয়ে আলোচনা, বিতর্কের শেষ ছিল না।নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভরাডুবির মাঝেও ৫০ রান করেছিলেন ধোনি। তিনি ও জাদেজা দলকে লড়াইয়ে ফিরিয়ে এনেছিলেন। কিন্তু ৪৯ তম ওভারে ধোনি রান আউট হতেই ভারতের আশা শেষ হয়ে যায়। টিম ইন্ডিয়ার মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান সুরেশ রায়না মনে করছেন, ধোনিকে আগে নামালেই টিম ম্যানেজমেন্ট ভাল করত। রায়নার কথায়, ''ধোনি আগে নামলে ঋষভ পন্থকে গাইড করতে পারত। তারপর হার্দিক পান্ডিয়া ও জাদেজাকে নিয়ে ম্যাচটা শেষ করে আসতে পারতো। তবুও ভারত ম্যাচ জয়ের কাছে এসে গিয়েছিল। গাপ্টিলের সরাসরি থ্রো ম্যাচের রঙ বদলে দেয়।'' বিশ্বকাপের পর ধোনিকে আর ভারতীয় দলে দেখা যায়নি। তিনি বিশ্রাম নিয়েছেন। তাঁর অবসর নিয়ে জল্পনা ছড়িয়েছে।রায়না বলছেন, ''
একমাত্র ধোনিই সিদ্ধান্ত নেবে কবে খেলা ছাড়বে।'' ভারতের চার নম্বর জায়গা নিয়ে এখনও প্রশ্ন রয়েছে। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে চার নম্বর গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। আত্মবিশ্বাসী রায়না বলে দিলেন, ''আমি চার নম্বরে ব্যাট করতে পারি। আগেও চার নম্বরে খেলেছি। রান করেছি। আগামী টি২০ বিশ্বকাপে দলে ফেরার জন্য মুখিয়ে আছি।''

ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে যুক্ত সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওড়াল বোর্ড

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে ভালমতো বিপদে পড়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট দল। মহিলা-ঘটিত কাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছিলেন টিম ম্যানেজমেন্টের এক সদস্য। এমনটাই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন কিছুদিন আগেও জাতীয় দলের প্রশাসনিক ম্যানেজার পদে থাকা সুনীল সুব্রহ্মণিয়ম। যদিও সুব্রহ্মণিয়মের এই দাবি উড়িয়ে দিয়েছে বোর্ড। যা নিয়ে নয়া জল্পনা শুরু।প্রাক্তন টিম ম্যানেজার জানিয়েছেন, অ্যান্টিগুয়া টেস্ট হয়েছিল অগাস্টের ২২ থেকে ২৬ তারিখ। সেই টেস্টের সময়েই অ্যান্টিগুয়ার টিম হোটেলের এক মহিলা কর্মচারী ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের এক সদস্যের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ এনেছিলেন। এই নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছিল। যা ক্রিকেট প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্যদের ই-মেল করে জানিয়েছিলেন সুব্রহ্মণিয়ম-ই। সেই চিঠিতে সুব্রহ্মণিয়ম সরাসরি অভিযোগ জানিয়ে টিম ম্যানেজমেন্টের সেই সদসের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলার পরামর্শ জানিয়েছিলেন।রোহিত টেস্ট একাদশের বাইরে, ভাবতেই খারাপ লাগছে: রাহানেযদিও সুব্রহ্মণিয়মের চিঠি-র পালটা বোর্ডের তরফে বলা হয়, পুরো ঘটনাটাই ভ্রান্তিমূলক পরিচয়ের জন্য ঘটেছিল। সেই ঘটনার সত্যতা মেনে নিয়ে বিসিসিআইয়ের শীর্ষস্থানীয় এক কর্তা বলেছিলেন, ঘটনাটা টিম হোটেলে ঘটেনি। ভুল পরিচয়ের কারণে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছিল। পরে অ্যান্টিগুয়া পুলিশের তদন্তে নির্দোষ প্রমাণিত হয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি। সংবাদসংস্থাকে নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক কর্তা বলেন, ''অভিযোগকারিণী মহিলাকে যখন ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের সদস্যদের ছবি দেখানো হয়, তিনি আলাদা করে সেই সদস্যকে চিহ্নিত করতে পারেননি। পাশাপাশি যে রুম নম্বরের উল্লেখ ছিল, তা-ও কোনও ভারতীয় দলের সঙ্গে যুক্ত থাকা কোনও ব্যক্তির ছিল না।''দ্বৈত অধিনায়কত্বের পক্ষে সওয়াল যুবরাজেরযদিও সুব্রহ্মণিয়ম বলেছেন, ''এখনও অভিযুক্ত সদস্য ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের অংশ। হোটেল ম্যানেজমেন্ট, অ্যান্টিগুয়া পুলিশ, এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ডের তরফ থেকে তদন্তে কনফার্ম করা হয়েছিল ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টেরই সদস্য সেই ব্যক্তি।'' বোর্ড কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় অবাক সুব্রহ্মণিয়ম পালটা মেলে লিখেছেন, ''বোর্ডের নিষ্ক্রিয়তা বিশ্বাসই হচ্ছে না।'' যদিও পরে সুব্রহ্মণিয়ম নিজের বক্তব্য প্রত্যাহার করে পালটা মেলে বোর্ডকে লিখেছেন, ''কাউকে ব্যক্তিগতভাবে আঘাত করার অভিপ্রায় নেই। বোর্ড যদি সেই ব্যক্তির সঙ্গে আলাদা করে কথা বলে থাকে এবং ভবিষ্যতে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়, তা হলে সব ঠিক আছে।''ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের সময়েই একাধিক কারণে বিতর্কে আসেন টিম ম্যানেজার সুব্রহ্মণিয়ম নিজেই। ক্যারিবিয়ান সফরের পরেই চাকরি যায় তাঁর। বর্তমানে গিরীষ ডোঙ্গরে তাঁর স্থলভিষিক্ত হয়েছেন।

ধোনির মানসিকতা পছন্দ হচ্ছে না গম্ভীরের

আজকাল ওয়েবডেস্ক: টেস্ট থেকে অবসর ঘোষণা হোক কিংবা অধিনায়কত্ব থেকে সরে দাঁড়ানো। সব ক্ষেত্রেই আচমকা সিদ্ধান্ত নিয়ে ক্রিকেট বিশ্বকে চমকে দিয়েছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। এখন তিনি কী চাইছেন, তা বোঝা রীতিমতো কঠিন হয়ে পড়েছে। বিশ্বকাপের পর থেকেই তিনি ক্রিকেট মাঠের বাইরে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের পর ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেও টি২০ সিরিজে খেলেননি ধোনি। এবার বাংলাদেশ সফর থেকেও নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। ধোনির এই মানসিকতা নিয়ে এবার প্রশ্ন তুলে দিলেন গৌতম গম্ভীর।বিশ্বকাপের পরই বিসিসিআইয়ের কাছে ২ মাসের ছুটি নিয়ে সেনার প্রশিক্ষণ চলে গিয়েছিলেন ধোনি। কিন্তু ছুটি শেষ হওয়ার পরও দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তাঁকে দলে রাখা সম্ভব হয়নি। এবার বাংলাদেশ সফরে দল নির্বাচনের আগেও নিজেকে সরিয়ে নেন তিনি। মুম্বইয়ের এক নামী সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, ধোনি বোর্ডকে জানিয়েছেন, আগামী নভেম্বর পর্যন্ত ছুটিতে থাকতে চান তিনি। মাহির এই সিদ্ধান্ত নিয়ে রীতিমতো ধন্দে সমর্থকরা। ক্যাপ্টেন কুলের মানসিকতা পছন্দ হচ্ছে না গম্ভীরেরও। বলেছেন, ''কোনও খেলোয়াড় কবে অবসর নিতে চান, তা সম্পূর্ণ তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। আমার মনে হয়ে নির্বাচকদের ধোনির সঙ্গে বসে কথা বলা উচিত। কারণ আপনি যদি ভারতের জন্য খেলেন, তাহলে আপনি নিজের মতো করে সিরিজ বেছে নিতে পারেন না।''ধোনি নিজেই সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন তিনি ক্রিকেটকে কখন সময় দেবেন। অথচ অবসর নিয়েও কোনও সিদ্ধান্তের কথা জানাচ্ছেন না। এই বিষয়টাতেই আপত্তি গম্ভীরের। সেই কারণেই তাঁর মতে, নির্বাচকদের যত দ্রুত সম্ভব, ধোনির সঙ্গে আলোচনায় বসে এনিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা উচিত।

এক নম্বরে ভারতীয় কুস্তিগীর দীপক প্রথম স্থান হারালেন বজরং

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিং-র প্রথম স্থানে উঠে এলেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে রূপো জয়ী ভারতীয় কুস্তিগীর দীপক পুনিয়া। যদিও ইউনাইটেড ওয়ার্ল রেস্টলিং-র সদ্য প্রকাশিত ক্রম তালিকার অন্য বিভাগে এক নম্বর স্থান খুইয়েছেন ভারতের অপর কুস্তিগীর বজরং পুনিয়া।একে দীপকচোটের কারণে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ৮৬ কেজি বিভাগের ফাইনাল থেকে সরে দাঁড়ান ২০ বছরের দীপক পুনিয়া। ফলে ওই প্রতিযোগিতায় রূপো নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় ভারতীয় কুস্তিগীরকে। তা সত্ত্বেও ইউনাইটেড ওয়ার্ল রেস্টলিং-র সদ্য প্রকাশিত ক্রম তালিকায় এক নম্বর স্থানে উঠে এসেছেন দীপক। তাঁর সংগৃহীত পয়েন্ট ৮২। দীপকের থেকে ৪ পয়েন্ট কম নিয়ে তালিকার প্রথম স্থানে রয়েছেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইরানের হাসান ইয়াজদানি।বজরং-র পতনভারতীয় কুস্তির লেজেন্ড বজরং পুনিয়া প্রথম বাছাই হয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ৬৫ কেজি বিভাগে খেলতে নেমেছিলেন। প্রতিযোগিতার সেমি ফাইনালেও পৌঁছন তিনি। কিন্তু আম্পায়ারের বিতর্কিত সিদ্ধান্তের জেরে তিনি সেমি ফাইনাল হেরে যান। ব্রোঞ্জ জিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের যাত্রা শেষ করা ভারতের বজরম পুনিয়া ইউনাইটেড ওয়ার্ল রেস্টলিং-র সদ্য প্রকাশিত ক্রম তালিকার দুই নম্বর স্থানে নেমে গিয়েছেন। তাঁর সংগৃহীত পয়েন্ট ৬৩।দুইয়ে রাহুল ও ভিনেশবিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জেতা রাহুল আওয়ারে ৫৭ কেজি বিভাগে ইউনাইটেড ওয়ার্ল রেস্টলিং-র সদ্য প্রকাশিত ক্রম তালিকার দুই নম্বর স্থানে পৌছেছেন।

২০২২ বিশ্বকাপের জন্য মদের দাম কমাচ্ছে কাতার

২০২২ সালে কাতারে বসছে ফুটবল বিশ্বকাপের আসর। বিভিন্ন দেশ থেকে খেলা দেখতে আসবেন যাঁরা, তাঁদের জন্য মদের দাম কমাতে চলেছে সে দেশের সরকার। থাকছে আরও নানা স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা।ফিফা বিশ্বকাপ ২০২২-র চিফ এগজিকিউটিভ নাসের আল খাতেরের বক্তব্য, মদ্যপান কাতারের সংস্কৃতির সঙ্গে একেবারেই মানানসই নয়। সে দেশে প্রকাশ্যে মদ্যপানও নিষিদ্ধ। স্বভাবতই সেখানে মদের দাম বেশি। তবে যাঁরা বিশ্বকাপ দেখতে আসবেন, সেই অতিথিদের স্বাচ্ছন্দ্যে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে কাতার সরকার মদের দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানিয়েছেন নাসের আল খাতের।একই সঙ্গে ২০২২ বিশ্বকাপ চলাকালীন সমকামি দর্শকদের জন্য পূর্ণ নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছে কাতার সরকার। ফিফা বিশ্বকাপ ২০২২-র চিফ এগজিকিউটিভ নাসের আল খাতেরের বক্তব্য, এই টুর্নামেন্ট নিয়ে ভীষণভাবে উতসাহিত কাতারের মানুষ।

বিজ্ঞপ্তি

ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ত্রিপুরা সরকারের অন্যান্য পশচাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তরের তরফ থেকে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্রম যেমন বি.এড, ডি. এল. এড ও প্যারামেডিকেল কোর্সে ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে রাজ্য ও বহিঃরাজ্যের জন্য নির্বাচিত ছাত্রছাত্রীদের আগামী ২৮ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৯ইং তারিখে দুপুর ৩.৩০ ঘটিকায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১নং প্রেক্ষাগৃহে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়। এই অনুষ্ঠানে নির্বাচিত সকল ছাত্রছাত্রীদেরকে তাদের পিতামাতা/অভিভাবক সহ দুপুর ১২ ঘটিকার মধ্যে উপস্থিত থেকে নিজ নিজ নাম পঞ্জিকরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

(ড. মানস দেব)
অধিকর্তা
অন্যান্য পশ্চাদ্পদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর

ICA/D-1029/2019-20

শুক্রবার ৭৯ টিলা স্থিত পাওয়ার স্টেশন ঘুরে দেখছেন উপমুখ্যমন্ত্রী তথা বিদ্যুৎমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি- নিজস্ব।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগে মন্ত্রিসভার সায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। চুক্তি ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগে রাজ্য মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে। তাতে, সুপার স্পেশালিস্ট ডক্টর্স, নিউক্লিয়ার মেডিসিন ফিজিসিয়ান, মেডিক্যাল ফিজিসিস্ট, মেডিসিন ন্যাকনোলজিস্ট এবং টেকনিসিয়ান নিয়োগে মন্ত্রিসভা মঞ্জুরি দিয়েছে। ১১ মাসের চুক্তিতে তাদের নিয়োগ করা হবে।

এবিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ জানিয়েছেন গত মন্ত্রিসভার বৈঠকে কার্ডিওথোরাসিক ভাসকুলার থোরাসিক সার্জারি, কার্ডিওথোরাসিক ভাসকুলার অ্যানেস্থেসিয়া এবং ইন্টারভ্যানশনাল কার্ডিওলোজি বিভাগে দুই জন করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, চারজন কার্ডিওথোরাসিক ক্রিটিক্যাল কেয়ারের জন্য চিকিৎসক নিয়োগে সিদ্ধান্ত হয়েছে। এদিকে বায়ু মেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার পদেও দুই জন নিয়োগে সিদ্ধান্ত হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন ইউরোলজি বিভাগে দুই জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং ক্যান্সার হাসপাতালে সার্জিক্যাল অঙ্কলজিস্ট দুই জন, নিউক্লিয়ার মেডিসিন ফিজিসিয়ান এক জন, মেডিকেল ফিজিসিস্ট চার জন, নিউক্লিয়ার মেডিসিন টেকনোলজিস্ট একজন এবং বিভিন্ন টেকনিসিয়ান ১৭ জন নিয়োগে সিদ্ধান্ত হয়েছে। তাদেরকে ১১ মাসে চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

চুড়াইবাড়িতে চোরের দৌরাত্ম্য পুলিশের ভূমিকায় জনমনে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৭ সেপ্টেম্বর।। চোরের তাণ্ডবে সর্বশান্ত সাধারণ জনগণ। শেষ সম্বল টুকু চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে চোরের দল।পুলিশ চোরদের পাকড়াও করলেও সম্পূর্ণ রূপে চোরদের লাগাম টানতে ব্যর্থ।আবারো চুড়াইবাড়ি থানাকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে চুরি কান্ড সংঘটিত করল চোরের দল।তবে এবার মন্দির বা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নয়,গৃহস্থের ঘরে সাফাই অভিযান চালালো চোরের দল।ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার চুড়াইবাড়ি থানাধীন নদিয়াপুর শনিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ২ নং ওয়ার্ডের চাঁদপুর এলাকার বাসিন্দা সনুহর আলী পিতা মৃত ইন্তাজ আলীর ঘরে চুরি কান্ড সংগঠিত করে চোরের দল।গতকাল গভীর রাতে ঘরের দরজা খুলে ১৩ হাজার ৫০০ টাকা নিয়ে যায় নিশিকুটুম্বদের দল।

গৃহস্ত সনুহর আলী সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখতে পান ঘরের দরজা খোলা।সাথে সাথে ঘরের সব কিছু দেখার পর একটি বাক্স না দেখতে পেয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন।ঘর থেকে কিছুটা দূরে একটি জঙ্গলে বাক্সটি এলোমেলো অবস্থায় খোলা দেখতে পান।বাক্সটিতে ১৩ হাজার ৫০০ টাকা ছিল সেই টাকা নিশিকুটুম্বদের দোল নিয়ে গেছে।তারপর গৃহস্থ সনুহর আলী চুড়াইবাড়ি থানায় একটি লিখিত চুরির মামলা দায়ের করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো সংবাদ লেখা পর্যন্ত চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ একবারের জন্য ঘটনাস্থলে আসেনি।এদিকে গৃহস্ত সনুহর আলী জানান, প্রতিদিনের মত রাতের খাবার খেয়ে স্ত্রী পুত্রদের নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন।

সকালবেলা উঠে দেখতে পান ঘরের দরজা খোলা।তারপর ঘরে খুজাখুজি করলে নজরে আসে টাকার বাক্সটি নেই।তখন ঘরের পাশে একটি জঙ্গল থেকে এলোমেলো অবস্থায় টাকার বাক্সটি পেলেও ১৩ হাজার ৫০০ টাকা পাননি।টাকাগুলি সনুহর আলী দু''দিন পূর্বে গরু বিক্রি করে ঘরে রেখেছিলেন সুপারির ব্যবসা করবেন বলে।এই টাকাই ছিল গৃহস্থের শেষ সম্বল। কিন্তু রাতের বেলা চোরের দল সর্বশান্ত করে দিল সনুহর আলীকে।গৃহস্থ সনুহর আলী সন্দেহভাজন উনার গ্রামের জিয়াব উদ্দিন পিতা মৃত ফিরোজ আলীর নামে চুড়াইবাড়ি থানায় একটি লিখিত চুরির মামলা দায়ের

ছয়ের পাতায় দেখুন

এডিসি অধিবেশন ১৫ ও ১৬ই অক্টোবর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। এডিসি'র অধিবেশন বসবে আগামী ১৫ অক্টোবর। দুইদিনের ওই অধিবেশনে ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহি সদস্য একাধিক বিল পেশ করবেন। এডিসি'র চেয়ারম্যান ড. রঞ্জিত দেববর্মা দুই দিনের অধিবেশনের ঘোষণা দিয়েছেন।

বিরাশিমাইলে ট্রাকে উদ্ধার যুবকের মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিরাশিমাইল, ২৭ সেপ্টেম্বর।। বিরাশিমাইল বাজারে ট্রাকের মধ্যে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, শুক্রবার বিকালে আগরতলাগামী এএস- ০১- জিসি- ৯৬০১ নম্বরের একটি ট্রাক বিরাশিমাইল বাজারে আসে। তারপর চালক খগেন সাইকিয়া গাড়ি থেকে নেমে মনু থানায় যায়। এবং পুলিশকে জানায় গাড়িতে রূপম চাকমা নামে এক যুবক মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। পুলিশ সাথে সাথে ঘটনাস্থলে গিয়ে গাড়ি থেকে ওই রূপম চাকমাকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে এবং হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরও ওই যুবকের দেহে প্রাণ ছিল। কিন্তু, হাসপাতালে কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই যুবকের মৃত্যু হয়। পুলিশ ট্রাকের চালককে জোর জিজ্ঞাসাবাদ করছে। কিভাবে ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে তা জানা যায়নি। ময়নাতদন্তের পরই পুলিশ এই ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু জানাতে পারবে। তবে পুলিশ জানতে পেরেছে নিহত যুবক ট্রাকের খালাসি ছিলেন।

আগরতলা প্রেসক্লাবে পূর্ণাঙ্গ ক্যান্টিন চালু

আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। আগরতলা প্রেলক্লাবের কর্মচারীদের বোনা প্রদান করা হয়েছে। প্রত্যেক কর্মচারীকে দশ শতাংশ হারে দুর্গাপূজার বোনা দেওয়া হয়েছে। গত বছর থেকে প্রেসক্লাবের কর্মচারীদের ১০ শতাংশ হারে বোনাস প্রদান করা হচ্ছে। এদিকে, প্রেসক্লাবের পূর্ণাঙ্গ ক্যান্টিন চালু করা হয়েছে। এখন শুধু দুপুরে নয়, রাতের খাবারও ক্যান্টিনে পাওয়া যাচ্ছে। সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে ভর্তুকমূল্যে এই খাবার চালু করা হয়েছে বলে আগরতলা প্রেসক্লাবের সম্পাদক এক প্রেস বিবৃতিতে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

আমরা বাঙালীর কর্মী প্রয়াত

আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। কমলপুর মহকুমার আমরা বাঙালী দলের প্রবীণ কর্মী বিজয় মজুমদার গতকাল পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই কন্যা ও বহু আত্মীয় পরিজন রেখে গেছেন। আমরা বাঙালী দলের রাজ্য সচিব হরিগোপাল দেবনাথ প্রয়াতের বাড়ীতে ছুটে গিয়ে শোক ও সমবেদনা জানান। দলের পক্ষে এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

প্লাস্টিক মুক্ত দেশ গড়তে সকলকে এগিয়ে আসতে শিক্ষামন্ত্রীর আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। আজ মোহনপুর পুরপরিষদের নবনির্মিত দ্বিতল ভবনের দ্বারোদঘাটন করেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, রাজ্যের উন্নয়ন বলতে শুধু একটি এলাকার উন্নয়নকে বুঝায় না। আগরতলার সাথে সাথে মোহনপুর, কা'নপুর সহ প্রত্যন্ত এলাকারও সমান তালে উন্নয়ন ঘটাতে হবে। আমরা সবকা সাথ সবকা বিকাশ ও সবকা বিশ্বাস এই স্বপকে নিয়ে এগিয়ে চলেছি। পুরবাসীর উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আমি আপনাদের পাশে আছি। মোহনপুর পুর এলাকায় শীঘই সাংস্ক'তিক কলেজ ভবনের নির্মাণ কাজ শুরু হয়ে যাবে। খব শীঘই ১০০০ আসন বিশিষ্ট একটি টাউন হল এবং জডিশিয়াল কোর্ট নির্মাণের কাজও শুরু হবে। এছাড়া দ্বিতল মার্কেট স্টল, আধুনিক, বৈদ্যতিক শ্মশান, শিশুদের মনোর'নের জন্য শিশু পার্ক গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি রাজ্যের ১৮ মাসের নতুন সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের তথ্যও তুলে ধরেন। একবার ব্যবহার যোগ্য প্লাস্টিকের ক্ষতিকারক দিক উল্লেখ করে তিনি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সুন্দর প'থিবী রেখে যেতে সবাইকে প্লাস্টিক মুক্ত দেশ গড়তে এগিয়ে আসতে আহ্বান জানান।

এছাড়া অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন নগর উন্নয়ন দপ্তরের অধিকর্তা ড: মিলিন্দ রামটেকে, ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি জয়নাল দাস, মোহনপুর প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রীণা দেববর্মা, সমাজসেবী শ্যামল দেবনাথ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন অনিতা দেবনাথ, মোহনপুর প'ায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান রাকেশ দেব প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহনপুর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন মতিলাল দাস। স্বাগত ভাষণ রাখেন মোহনপুর পুরপরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক তথা মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক প্রসূন দে।

পর্যটন দিবস উপলক্ষে র‍্যালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। আজ বিশ্ব পর্যটন দিবস। এ উপলক্ষ্যে আগরতলায় ত্রিপুরা ট্যুরিজম টেভেলাপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি সংগঠিত করা হয়। র‍্যালিটি পর্যটন দপ্তরের প্রধান আধিকারিকের কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। র‍্যালিতে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও শামিল হয়। উল্লেখ্য, রাজ্য সরকার পর্যটনকে দেশের মানচিত্রে স্থান করে নেওয়ার জন্য নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পর্যটন দিবসে সেই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

চলতি বছরে ১১টি সংস্থাকে শিল্প স্থাপনে জমি দিয়েছে টিআইডিসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজ্যে শিল্পবান্ধব পরিবেশ তৈরি হয়েছে। সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেম চালু হওয়ার পর বিভিন্ন শিল্পসংস্থা রাজ্যে শিল্প স্থাপনের আগ্রহ প্রকাশ করছে। চলতি অর্থবছরের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ১১টি শিল্পসংস্থাকে বিভিন্ন শিল্পতালুকে শিল্প স্থাপনের জন্য জায়গা দেওয়া হয়েছে। বিনিয়োগ হবে ৭৩ কোটি টাকারও বেশি। শুক্রবার শিল্প ভবনে আয়োজিত সংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগম (টিআইডিসি)-এর চেয়ারম্যান টিঙ্কু রায় এই তথ্য জানান।

টিঙ্কুবাবু জানান, বর্তমানে টিআইডিসি-র অধীনে রাজ্যে ১৪টি শিল্পতালুক রয়েছে। গত তিনটি অর্থবছরে এই শিল্পতালুকগুলিতে ৬০টি নতুন শিল্পসংস্থাকে শিল্প স্থাপনের জন্য জায়গা দেওয়া হয়েছে। তাঁরা বিনিয়োগ করবে ২১৩ কোটি টাকা। বর্তমানে ১৪টি শিল্পতালুকে ২২২টি শিল্প কারখানা রয়েছে। চেয়ারম্যান জানান, রাজ্যে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শিল্প স্থাপনে গতি এসেছে। ইতিমধ্যেই তুলাকোনা শিল্পতালুকে সিকারিয়া মেগা ফুড পার্ক প্রাইভেট লিমিটেড ৬১.৭১ একর জায়গায় ফুড পার্ক স্থাপন করেছে। তিনি জানান, রাজ্যে শিল্প স্থাপন প্রক্রিয়া সহজতর করতে সিঙ্গল উইন্ডো সিস্টেম চালু করা হয়েছে। শিল্প স্থাপনে আগ্রহীদের জন্য ডিপিআর তৈরি করা, ঋণের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের সহায়তা করা হচ্ছে। বিভিন্ন শিল্পতালুকে পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা আরও বাড়ানো হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে পানীয় জলের ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সংযোগ, গ্যাস লাইন সংযোগ, রাস্তা তৈরি করা প্রভৃতি। বোধজংনগরে অবস্থিত বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রগুলির নিরাপত্তার জন্য টিএসআর ক্যাম্প স্থাপন, সিসি ক্যামেরা লাগানোর উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।

চেয়ারম্যান জানান, ত্রিপুরা ন্যাচারাল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড (টিএনজিসিএল) পাইপ লাইনের মাধ্যমে জ্বালানি গ্যাস সরবরাহ করছে। এতে টিআইডিসি, গেইল এবং আসাম গ্যাস কোম্পানি লিমিটেডের অংশীদারিত্ব রয়েছে। টিআইডিসি-র বোর্ড মিটিঙে টিআইডিসি তার অংশূদারিত্ব (ইকুইটি পার্টিসিপেশন) বাড়িয়ে ২৫.৫১ শতাংশ করেছে এবং টিএনজিসিএল-এ ৭ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছে। তিনি বলেন, সম্প্রতি ৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে আরকে নগর, ধর্মনগরের মিশনটিলা, এডিনগর এবং বাধারঘাটে শিল্পতালুকের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এডিনগর শিল্পতালুকে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য 'উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার' করা হবে। সেখানে মহিলাদের উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রি করার জন্য স্টলও থাকবে। আগামী অক্টোবর মাসের মধ্যেই কাজ শুরু করা হবে।

চেয়ারম্যান জানান, রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে আগর গাছ রয়েছে। ধর্মনগরের কদমতলায় টিআইডিসি থেকে ঋণ নিয়ে একটি আগর কারখানা করা হচ্ছে। এ-বছর রাজ্যের কৃষকদের কাছ থেকে ১৬ হাজার ৮০০ মেট্রিক টন ধান কেনা হয়েছে। ইতিমধ্যেই বিলোনিয়া এবং ধর্মনগরে রাইসমিল বসানোর কাজ চলছে। কুমারঘাটে ধূপকাঠির শলা তৈরির জন্য নতুন করে শেড নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, বিগত সরকারের সময় যে-সব শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সেগুলি খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রাজ্যে শিল্পের অগ্রগতির কথা বলতে গিয়ে তিনি এ-বছর অনুষ্ঠিত শিল্প ও বাণিজ্য মেলার কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, গত বছর মেলায় ৮৫টি স্টল খোলা হয়েছিল। এ-বছর মেলায় স্টল ছিল ১৯২টি। মেলায় বিক্রির পরিমাণ ৩ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা। চেয়ারম্যান বলেন, বর্তমানে রাজ্যে শিল্প স্থাপনের অনুকূল পরিবেশ রয়েছে। উদ্যোগীরা যেন শিল্প স্থাপনে এগিয়ে আসেন।

মহিলাকে গণধর্ষণ বিভিন্ন সংগঠনের দাবী দোষিদের কঠোর শাস্তি

আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। সংগঠিত বর্বরোচিত ও নারকীয় গণধর্ষণকান্ডের প্রতিবাদে অল ইন্ডিয়া এমএসএস, ডিএসও এবং ডিওয়াই ও যৌথভাবে ২৬ সেপ্টেম্বর বিকাল পাঁচটায় বটতলায় তুমুল বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিক্ষোভে দাবি ওয়ে আগরতলায় বর্বরোচিত গণধর্ষণকান্ডে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। রাজ্যে মদ নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। রাজ্যে অশ্লীল বিজ্ঞাপন ও প্রচার বন্ধ করতে হবে। মহিলাদের উপর সংগঠিত অপরাধের স্বতঃপ্রণোদিত কেইস ডাইরি গ্রহণ করতে হবে। এই সকল অপরাধের ফাস্ট ট্রেক কোর্টে বিচার করে শাস্তি ঘোষণা করতে হবে। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন এআইএমএস এর রাজ্য সভানেত্রী শিবানী ভৌমিক। তিনি বলেন, মহিলাদের উপর সংগঠিত সকল অপরাধের সাথে মদ ও অশ্লীলতার সংযোগ আছে। রাজ্য সরকার একদিকে নেশামুক্তির কথা বলছে, অন্যদিকে মদ ও বারের লাইসেন্স দিচ্ছে। তিনি সরকারের এইরূপ দ্বিচারিতা বন্ধের দাবি জানান। সাথে সাথে উপরিউক্ত দাবিগুলির সমর্থনে রাজ্যের ছাত্র-যুবক-মহিলাদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

এদিকে, রাষ্ট্রীয় সাতকথা সমাজের তরফ থেকেও ওই গণধর্ষণের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে। সেই সাথে সংগঠনের তরফ থেকে ওই ঘটনায় জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করার দাবী জানানো হয়েছে।

বিদ্যাসাগরের জন্ম জয়ন্তী পালিত

আগরতলা, ২৭ সেপ্টেম্বর।। নবজাগরণের পথিকৃৎ মহান ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০০-তম জন্মজয়ন্তী বিভিন্ন কর্মসসূচির মাধ্যমে পালন করে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশান কমিটির ত্রিপুরা শাখা। তার অঙ্গ হিসেবে ২৬ সেপ্টেম্বর বিকাল ৫টায় আগরতলার ওরিয়েন্ট চৌমুহনিতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। মহান বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের পর সভায় বক্তব্য রাখেন কমল রায় চৌধুরি, নরেশ দত্ত, ডঃ অলক শতপথী এবং গোপাল দেবনাথ। বক্তাগণ বিদ্যাসাগরের সংগ্রাম ও কর্মময় জীবনের কথা বলতে গিয়ে বলেন, তিনি একক প্রচেষ্টায় এত সব কাজ করে গেছেন তা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। বিদ্যাসাগরের বাহিরের চেহারা দেখলে মনে হয় তিনি একজন নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ, বাস্তবে তিনি ছিলেন একজন আধুনিক মানব। সংস্কৃতে পন্ডিত হয়েও তিনি এদেশে আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা করেছেন। এবং এবিষয়ে ব্রিটিশ শাসকদের সাথে তাঁর বিরোধও হয়েছে। তিনি সংখ্যা-বেদান্তকে না পড়িয়ে জন স্টুয়ার্ট

ছয়ের পাতায় দেখুন

জামিন পেলে পালাতে পারেন পি চিদম্বরম, আদালতে সিবিআইয়ের আইনজীবীর সওয়াল

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : জামিন পেলে ফেরার হতে পারেন পি চিদম্বরম। তাঁর জামিন আটকাতে শুক্রবার দিল্লি আদালতে এভাবেই সওয়াল করলেন সিবিআইয়ের আইনজীবী। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, যখন অভিযুক্ত প্রভাবশালী হন, ফেরার হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে।

এদিন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরমকে এজলাসে কার্যত তুলোধনা করেন সলিসিটর জেনারেল। তিনি বলেন, একজন আইন প্রণেতা কখনওই আইন ভাঙতে পারেন না। কিন্তু চিদম্বরম যে ফেরার হবেন না তা জোর করে বলা যাচ্ছে না। গ্রেফতার হওয়ার আগে ২৪ ঘণ্টা 'নিখোঁজ' ছিলেন। গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত জেনেও তাঁকে এমন আচারণ করতে দেখা গিয়েছে।পি চিদম্বরমের

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।